কলকাতার ইলেক্‌ট্রা ও সত্যসন্ধ

'কলকাতার ইলেকট্রা' ও 'সত্যসন্ধ' প্রথম প্রকাশিত হয় যথাক্রমে 'দেশ' ও 'অমৃত' পত্রিকার ১৩৬৭-র শারদীয় সংখ্যায়। বইয়ে কিঞ্চিৎ পরিবর্ধন ও পরিশোধন করেছি।

কলকাতা
জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭ — ব. ব.

কলকাতার ইলেক্‌ট্রা

তিন অঙ্কে নাটক

পাত্রপাত্রী

মনোরমা

ইন্দ্রনাথের মৃতদেহ (স্বপ্নে দেখা)

অজেন : মনোরমার দ্বিতীয় স্বামী

শম্পা, কনকলতা, অদ্রিনাথ | মনোরমার দুই কন্যা ও পুত্র, (প্রথম স্বামীর ঔরসজাত ।)

পুলিশের লোক, পাগলা-গারদের কর্মচারী, একটি গোমস্তা, দুই ভৃত্য (এদের সকলের কথা নেই ।)

হোমর বা হেসিয়দে আগামেম্‌নন-কন্যা ইলেক্‌ট্রার কোনো উল্লেখ নেই ; এস্কিলসের অরেস্টেইয়ার দ্বিতীয় নাটকে সে উজ্জ্বলভাবে আবির্ভূত হ'লো, তারপর তাকে বিশ্বমানসে প্রতিষ্ঠিত করলেন সফোক্লিস ও ইউরিপিদিস। আধুনিক কালে তাকে নায়িকা ক'রে নাটক লিখেছেন অস্ট্রিয়ায় হুগো ফন হোফমানস্টাল, ('Elektra') আমেরিকায় ইউজীন ও' নীল ('Mourning Becomes Electra'), ও ফ্রান্সে জ়াঁ জ়িরাহু ('Electra')। জ়াঁ-পোল সার্ত্‌র-এর 'মাছিরা' ('ল্যে মুশ্‌') নাটকেও ইলেক্‌ট্রার চিত্রণ উল্লেখযোগ্য। এঁরা সকলেই স্বীয় দেশ, কাল ও জীবনদর্শন অনুসারে, গ্রীক পুরাণের এই করুণ, ভীষণ মোহিনীকে ও সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের নতুনভাবে দেখেছেন ও দেখিয়েছেন ; আমিও, সমকালীন বাংলাদেশের পটভূমিকায়, সেই চেষ্টাই করেছি।

বু. ব.

প্রথম অঙ্ক

[অন্ধকার মঞ্চের উপর পর্দা উঠলো। শোনা গেলো নারীকণ্ঠে যন্ত্রণার চাপা গোঙানি—বোবায় ধরলে বা গলায় ফাঁস লাগলে যেমন আওয়াজ বেরোয়, তেমনি। একটু পরে মঞ্চের একটি অংশে আলো পড়লো—ভুতুড়ে আলো, নীলচে। ঝাপসা, যেন পাংলা কুয়াশার মধ্য দিয়ে ভেসে উঠলো একটি শোবার ঘরের অংশ। টুকটুকে লাল কাশ্মীরি গালিচা-পাতা ঘর। খাট, খাটে বিছানা। বিছানায়, গলা থেকে পায়ের আঙুল পর্যন্ত চাদরে ঢাকা, একটি পুরুষের মৃতদেহ। চাদরে রক্তের দাগ, পেট ফুলে উঠেছে দেহটির। খাটের মাথার দিকে আড় ক'রে বসানো ড্রেসিংটেবিল, আয়নার সামনে মনোরমা ব'সে। বয়স পঁয়ত্রিশ, আঁটো দোহারা গড়ন, সুন্দরী। টেবিলে থরে-থরে প্রসাধনদ্রব্য সাজানো, এক কোণে একটি সিঁদুর-রঙের শৌখিন টাইমপীস। আপন মনে বিড়বিড় ক'রে কথা বলছে মনোরমা।]

মনোরমা (দু-একবার বাতাস শুঁকে)। ম্‌ম্‌ম্‌—দুর্গন্ধ। এরই মধ্যে দুর্গন্ধ। (দ্রুত হাতে সেণ্টের স্প্রে তুলে গায়ে ছিটোলো।) কতক্ষণ হ'লো ? (ঝুঁকে, টাইমপীসের দিকে একটু তাকিয়ে থেকে) ক-টা ? ন্‌ন-টা—বেজে—ন-টা চ্‌চল্লিশ। তার মানে (আঙুলে কর গুনে) এক, দুই তিন ··· স্‌সাত ঘণ্টা। ন-টা চল্লিশ এখন। প্রায় দশটা। দিন ? না, রাত ? বাঃ, দিন বইকি—সকাল। পর্দার জন্য অন্ধকার। অন্ধকারে আমি, আর (কথাটায় একটু জোর দিয়ে) স্‌সে। একা। বড়ো না সুপুরুষ ছিলো ? পাঁশুটে মুখ, নীল, বেগনি। পেট যেন জয়ঢাক। বিশ্রী। (চোখ ফিরিয়ে নিলো।) আমি সুগন্ধ ভালোবাসি। (মুখে পাউডার বুলোলো, সেণ্ট ছিটিয়ে দিলো গায়ের জামায়, হাতের তেলোতে।) ভালোবাসি ল্যাভেণ্ডার-ছিটোনো ধবধবে নরম বিছানা। (নিজের হাত শুঁকে) আঃ—শানেল। (মুহূর্তের জন্য চোখ বুজে লম্বা নিশ্বাস নিলো। চোখ খুলে, বাতাস শুঁকে) ম্‌ম্‌—আবার দুর্গন্ধ। মাছির মতো ফিরে আসে।

[মনোরমা উঠলো, জানলার পর্দা সরাতে গিয়ে থেমে গেলো, থমকে দাঁড়ালো, যেন কিছু মনে করার চেষ্টা করছে।]

কী ক'রে হ'লো ? জানি না, আমি কিছু জানি না। আমি অবাক হ'য়ে গিয়েছি—স্তম্ভিত—বজ্রাহত। (একটু হেসে, যেন কথাটা তার মনে ধ'রে গেছে।) হ্যাঁ, বজ্রাহত। হঠাৎ চীৎকার—জন্তুর চীৎকার। শব্দ—কান-ফাটানো, পিলে-

চমকানো। আর তারপর (ফিশফিশ ক'রে)—তারপর আমি তা কে দেখলাম। বিরাট পুরুষ, কার্পেট ছাড়িয়ে গেছে তার পা। টুকটুকে লাল কাশ্মীরি গালিচা (মেঝের দিকে তাকিয়ে)—আরো লাল রক্ত। জন্তুর, মানুষের। (একটু থেমে, মুখে নিশ্বাস নিয়ে) এটুকুই জানি, আর মনে নেই।

[কয়েক মুহূর্ত নীরব রইলো মনোরমা, ভাবলো, তারপর হঠাৎ চমকে ছুটে গেলো দরজার কাছে, দরজায় কান পাতলো।]

…শব্দ? মনে হচ্ছে অনেক পায়ের শব্দ সিঁড়িতে? আস্তে, খুব আস্তে পা ফেলছে।… কী আশ্চর্য, ভয় পাচ্ছি কেন, অজেন আসছে লোকজন নিয়ে। কাজের লোক বলতে হয় তো অজেন। একাই করছে সব। পুলিশের দোরে তদ্‌বির, যাতে পোস্ট-মর্টেম না হয়। সৎকারের ব্যবস্থা। আরো কত কী। বন্ধুদের খবর দেবে—মানে, তা র বন্ধুদের, যাদের নিয়ে সে ফুর্তি জমিয়েছিলো—রাত্তির ছুটো পর্যন্ত। বিপুল ভোজ, অঢেল মদ, মেয়ে-পুরুষে মিলে হল্লা। হরিণের মাংস খাচ্ছিলো ওরা—ও-রকম সুন্দর একটা প্রাণী—কী ক'রে পারে? আমাকে মাঝে-মাঝে বলছে—'তুমি অমন বিমনা হ'য়ে আছো কেন—এতকাল পরে এলাম—এসো আনন্দ করা যাক।' কী ক'রে বোঝাই আনন্দটা একটু বেশি হ'য়ে যাচ্ছে আমার পক্ষে? … আবার এক অদ্ভুত চেহারার অভিনেত্রী জুটিয়ে এনেছিলো কোত্থেকে—ছুটিতে বেশ ভাব দেখলাম।… আমি দোষ দিচ্ছি না সেজন্য—যুদ্ধ-ফেরতা বীর, আর আগেও যে ডাইনে-বাঁয়ে তাকায়নি তা তো নয়। তবে কিনা—আমি তো

স্ত্রী—আমারই চোখের ওপর।···পুরুষ। কিন্তু না-হ'লেও চলে না আমাদের, অজেন না-থাকলে কী করতাম আমি? ···(কান পেতে) ঐ এলো নাকি? (আয়নার কাছে ফিরে এসে, আয়নায় তাকিয়ে) আমাকে ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে? (ঠোঁটের কাছে লিপস্টিক তুলে থেমে গেলো।) না—এ-সব মানাবে না এখন, আমার স্বামী মারা গেছেন। মৃত্যু হয়েছে আমার স্বামীর। আমি শোকার্ত। (হাত দিয়ে ঘ'ষে পাউডার তুলে ফেললো।) চুল? (চিরুনি তুলে নামিয়ে রাখলো।) এমনি থাক। (মাথায় আঙুল চালিয়ে চুল নেড়ে দিয়ে) ঠিক আছে?··· কিন্তু চোখে তো জল নেই, আমি কাঁদছি না। সে কী! আমি কি অশিক্ষিত গেঁয়ো বাঙাল যে পাড়া কাঁপিয়ে মড়াকান্না কাঁদবো?··· আমি, নামজাদা মিসেস ভাদুড়ী, ফিরোজগঞ্জের রাজবাড়ির মেয়ে, আমার সব-কিছুতেই সভ্য আচরণ চাই তো।··· ব'সে থাকবো আমি, এমনি (আয়নার সামনে বিষণ্ণ ভঙ্গি ধারণ ক'রে)—স্তব্ধ, বিষাদপ্রতিমা। ওরা বলাবলি করবে—'আশ্চর্য মহিলা, কী ধৈর্য, কী ডিগ্‌নিটি!' আসুক সবাই, সারা শহর ভেঙে পড়ুক কর্নেল ভাদুড়ীর জন্য— আমি তৈরি।

[মনোরমা উঠে দাঁড়ালো, টেনে-টুনে ঠিক ক'রে নিলো শাড়ি-জামা। আর-একবার মৃতদেহটির দিকে চোখ পড়লো তার, না-তাকিয়ে পারলো না যেন। চোখ স্থির হ'লো, একটু ভাবলো, আস্তে-আস্তে এগিয়ে এলো খাটের শিয়রে।]

শোনো—এই যে তুমি শুয়ে আছো চাদর-মুড়ি দিয়ে, তোমাকে বলছি। এক্ষুনি লোকজন এসে পড়বে, আর সময় পাবো না। শোনো : আমি কিছু জানি না, কী ক'রে এটা হ'য়ে গেলো তার কিছুই জানি না আমি। (গলা চড়িয়ে, শবের মুখের উপর নিচু হ'য়ে) আমি কিছুই জানি না—বুঝেছো ? ··· তাহ'লে এসো, একটা চুক্তি করা যাক তোমার সঙ্গে। তুমি অনেক কষ্ট দিয়েছো আমাকে, নিজের খেয়ালে চলেছো সব সময়, আমার কথা ভাবোনি, আমার মন বোঝোনি, কিন্তু আমি সে-সব কিছুই মনে রাখবো না। শুধু এটুকু বলি : আর আমাকে কষ্ট দিয়ো না—কেমন ? শুনছো ? তোমার বন্ধুরা সবাই তোমাকে ভালো বলে, ভালোবাসে। সত্যি যদি তুমি ভালো হও তাহ'লে—তাহ'লে—আর না, এখানেই শেষ হোক, এর পরে আর কষ্ট দিয়ো না আমাকে। ··· রাজি ? (একটু থেমে) আচ্ছা—চলি তাহ'লে। (দু-পা স'রে এসে, থেমে) আমাকে ভুলে যেয়ো—আমাকে তুমি ভুলে যেয়ো : এই আমার অনুরোধ—মিনতি—প্রার্থনা। ··· শুনছো ?

[মৃতদেহের একটি চোখ আস্তে-আস্তে খুলে গেলো, অস্বাভাবিক বড়ো হ'য়ে তাকিয়ে রইলো মনোরমার দিকে, নিশ্চল, বীভৎস। পুরুষের গলায়, ভাঙা-ভাঙা নিচু আওয়াজে শোনা গেলো—'আমি কী করেছিলাম, কেন আমাকে মারলে ?' সঙ্গে-সঙ্গে অন্ধকার হ'য়ে গেলো মঞ্চ, শোনা গেলো মনোরমার গলায় একটা বুক-ফাটা আর্তনাদ।

কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধতা ও অন্ধকার, তারপর আবার আবছা

নীল আলো পড়লো মঞ্চে। মৃতদেহটি এখন অদৃশ্য, খাটে শুয়ে আছে মনোরমা। আমরা অস্পষ্ট দেখছি তাকে, বিস্রস্তভাবে শুয়ে আছে, বালিশ থেকে স'রে এসেছে তার মাথা, মুখে আতঙ্ক, চোখ আধো বোজা, হাঁপাচ্ছে, একটি পা ঝুলে পড়েছে খাটের বাইরে। ঘরে এলো অজেন, তার পরনে ডোরা-কাটা পাজামা, গায়ে ড্রেসিংগাউন। শিয়রে টেবল-ল্যাম্পের স্থইচ টিপলো সে, এবার আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।]

অজেন (শিথিলভাবে, ঘুম-ভাঙা গলায়)। কী? হয়েছে কী?

মনোরমা (কাৎরে উঠে)। উঃ!

অজেন (বিছানার কাছে এসে)। দুঃস্বপ্ন? আবার?

মনোরমা। ও—ঃ! ভীষণ।

অজেন (ঠাণ্ডা গলায়)। ওঠো। জল খাও।

মনোরমা (চোখ খুলে, কাতরভাবে তাকিয়ে)। একটু ধরবে আমাকে? (দুর্বলভাবে হাত তুললো।) দ্যাখো (গলা উঁচু ক'রে)—এখানে হাত দিয়ে দ্যাখো—কী ঘেমেছি। আর বুকের মধ্যে (বুকের বাঁ দিকে হাত রেখে)—ধ্রাম্, ধ্রাম্, ধ্রাম্—এখনো।

অজেন। ও কিছু না। ওঠো। (খাটের শিয়রে বালিশ উঁচু ক'রে দিলো।)

মনোরমা। আমাকে ধরো।

অজেন। নিজেই পারবে। এই যে জল। (শিয়রের টেবিল থেকে জলের গ্লাশ তুলে সামনে ধরলো।)

(৮)

[চেষ্টা ক'রে মাথা খাড়া করলো মনোরমা, হেলান দিলো বালিশে। জল খেলো, হাতে নিয়ে কপাল আর মাথার চাঁদি ভেজালো। আমরা স্বপ্নের দৃশ্যে তাকে পূর্ণযুবতী দেখেছিলাম, এখন সে সাতচল্লিশ বছরের প্রৌঢ়া। রূপ ঝ'রে যায়নি, কিন্তু এ-মুহূর্তে তাকে পাংশু দেখাচ্ছে, বিবর্ণ। চোখের কোলে কালি, গলার চামড়া ঢিলে। অজেনের বয়স পঞ্চাশ-মতো, মেয়েলি ধরনে সুশ্রী।]

মনোরমা। অজেন, এখন কি ভোর ?

অজেন। প্রায়।

মনোরমা। একই সময়ে। শেষ রাত্রে। তিনবার। (শিউরে উঠলো।)

অজেন। তোমাকে বলি ঘুমের ওষুধ খেতে—কেন খাও না ?

মনোরমা (ভাঙা গলায়)। আর ওষুধ !

অজেন। কেন, ধরছে না ওষুধে ?

মনোরমা। ডাক্তারসাহেব, নিজের স্ত্রীর অসুখ সারাতে পারো না ?

অজেন (হালকা সুরে)। অসুখ থাকলে তো সারাবো।

মনোরমা। তবে স্বপ্ন দেখি কেন ?

অজেন। কে না দ্যাখে ?

মনোরমা। ও-রকম কেউ দ্যাখে না। (শিউরে উঠে, ফিশফিশে গলায়) শুনবে ?

অজেন (চাপা গলায়)। ধুশ্ !

মনোরমা। কী বললে ?

অজেন। বলছি তুমি বরং ঘুমের চেষ্টা করো। আমারও ঘুম পোরেনি।

মনোরমা। চমৎকার স্বামী ! স্ত্রী বাঁচুক মরুক, উনি বেলা আটটা অবধি নাক ডাকাবেন।

অজেন। আমি কাল রাত দেড়টায় বাড়ি ফিরেছিলুম তা কি তুমি জানো?

মনোরমা। কোথায় ছিলে?

অজেন। জরুরি কল্‌ ছিলো একটা। (একটু পরে) প্রায় টেঁশে যাচ্ছিলো বুড়ো, ধ্বস্তাধ্বস্তি ক'রে ঠেকানো গেলো যা হোক।

মনোরমা। প্রায়ই আজকাল জরুরি কল্‌ থাকে তোমার? বেশি রাত্রে? (বাঁকা চোখে তাকালো।)

অজেন (তার চোখে ঝিলিক দিলো রাগ, মিলিয়ে গেলো)। নেই-অশান্তি ডেকে এনো না তো। তুমি ঘুমোও, আমি তোমার কাছে ব'সে আছি।

মনোরমা। ভারি দয়া! উনি আমার কাছে ব'সে আছেন! কেন, পাশে শুয়ে ঘুম পাড়াতে পারো না?

অজেন। আমি পাশে শুলে তোমার ঘুমের ব্যাঘাত হবে না কি? (তার ঠোঁটের হাসিতে স্থূল ইঙ্গিত ফুটে উঠলো।) বরং লাল বড়ির আধখানা—

মনোরমা। এই এক অভিশাপ হয়েছে—ওষুধ! ঘুম না-হ'লে হিপ্নল। মন-খারাপ হ'লে আলেগ্রিন। নিশ্বাসের কষ্ট হ'লে কোরাটোন। শুধু ওষুধ। স্নেহ মমতা সহানুভূতি কিছু আর রইলো না।

অজেন। একটা নতুন কথা শোনালে—ওষুধ অভিশাপ।

মনোরমা। আর এই শরীর—শরীরও অভিশাপ। আধি ব্যাধি দুঃখের আকর। (হঠাৎ নরম হ'য়ে) অজেন, আমার নাড়িটা একটু দ্যাখো তো। আর এই বুকের মধ্যে—যেন ফেটে যাচ্ছিলো।

অজেন (আলতোভাবে মনোরমার নাড়ি ছুঁয়ে, বুকে টোকা দিয়ে)।
কিচ্ছু হয়নি তোমার।

মনোরমা। ঠিক বলছো ? কিচ্ছু হয়নি ?

অজেন (হালকা হেসে)। তোমার যদি অসুখই করবে, আমি কী ক'রে নিশ্চিন্ত আছি ?

মনোরমা। তা-ই তো। (যেন আশ্বস্ত হ'য়ে, একটু ভেবে) জানো, আমি সত্যি ভালো ছিলাম—অনেকদিন, অনেকদিন ধ'রে ভালো ছিলাম। কেন থাকবো না, বলো ? আমার মতো ভাগ্যবতী আর কে ? সুখ সম্ভোগ মান সম্মান ঐশ্বর্য—কী না পেয়েছি আমি জীবনে ? আর—তোমার মতো স্বামী। (তার চোখ থেকে একটা চাউনি ছুটে এলো অজেনের দিকে—ঈষৎ ভীরু, ঈষৎ বিলোল।) বলো, ঠিক বলছি না ?

অজেন (যান্ত্রিক স্বরে)। নিশ্চয়ই। ঠিক।

মনোরমা। আমি ভালো আছি, আমার কোনো কষ্ট নেই। ঠিক বলছি ?

অজেন (যান্ত্রিক স্বরে)। ঠিক।

মনোরমা। কিন্তু জানো—এতদিন পরে—এই ভাদ্র মাস পড়েছে পর থেকে—আজ নিয়ে তিন বার। একই স্বপ্ন। (একটু থেমে, ফিশফিশে গলায়) ভাদ্র তা র জন্মমাস জানো তো।

অজেন (না-বোঝার ভান ক'রে)। কার কথা বলছো ?

মনোরমা (একটু পরে, হঠাৎ, যেন চমকে উঠে)। আজ শনিবার না ?

অজেন (ঈষৎ ঝাঁঝালো গলায়)। শনিবার তো হয়েছে কী ?

মনোরমা (উন্মনভাবে)। পর-পর তিন শনিবার—একই স্বপ্ন। (পিঠ খাড়া ক'রে, অজেনের দিকে ঝুঁকে) অজেন, তোমার মনে আছে ?

অজেন (আরো ঝাঁঝালো গলায়)। কিসের কথা বলছো ?

মনোরমা। না, কিছু না। (ত্রাস ফুটে উঠলো তার মুখে, শূন্য চোখে তাকিয়ে রইলো।)

অজেন (মনোরমার কাঁধে নাড়া দিয়ে)। ও-রকম বোকার মতো তাকিয়ে থেকো না তো। ভুলে যাও! ভুলে যাও!

মনোরমা (আপন মনে, বিড়বিড় ক'রে)। শনিবার—যদি দ্বাদশীতে পূর্বভাদ্রপদ নক্ষত্র পড়ে—

অজেন (উত্তেজিত গলায়)। বলছো কী তুমি ? তিথি-নক্ষত্র! তুমি—বিদুষী, অগ্রসর, সমাজের শীর্ষস্থানীয়া, মাননীয়া মনোরমা দেবী! তুমি কি ভুলে যাচ্ছো তুমি কে ? (মনোরমার ঠোঁট খুলে গেলো, কিন্তু আওয়াজ বেরোলো না।) দুঃস্বপ্ন দেখেছো—তো হয়েছে কী ? তিনবার—তাতেই বা কী এসে যায় ? (বলতে-বলতে তার আত্মপ্রত্যয় বেড়ে গেলো।) স্বপ্ন বাজে, সব স্বপ্ন বাজে। এই তো—তুমি জেগে উঠলে, আর স্বপ্ন নেই। এই তোমার ঘর, তোমার আলিপুরের বাড়ি, নিজের বিছানায় তুমি শুয়ে আছো। বাড়িতে তোমার দশটি দাসদাসী, ব্যাঙ্কে অফুরন্ত টাকা। সব ঠিক আছে।

মনোরমা। দাসদাসী। অফুরন্ত টাকা। তাহ'লেই সব ঠিক আছে ?

অজেন (ভাঁড়ামির সুরে)। আর এই অধম তোমার পদতলে।

মনোরমা (একটু চুপ ক'রে থেকে, উন্মনভাবে)। আমি একদিন মা হয়েছিলাম।

অজেন (হালকা সুরে)। এখনো আছো। তোমার মেয়ে বিয়ে করছে শিগগিরই—খুব ভালো বিয়ে। তোমার ছেলে ইকনমিক্সের তুখোড় ছাত্র, ডীবেটিং-এ নাম করেছে কেম্ব্রিজে। আর কী চাও ?

মনোরমা। আমার ছেলে—তাকে আমি তোমার কথায় পর ক'রে দিলাম।

অজেন। কথাটার অর্থ বুঝলাম না।

মনোরমা। তাকে পাঠিয়ে দিলাম বিলেতে—আর ফিরলো না।

অজেন। কতবার তো গ্রীষ্মের ছুটিতে এসে গেলো।

মনোরমা। আসতো। ছোটো ছিলো তখনও। বড়ো হ'লো—ডানা গজালো—আর আসে না। সাত রাজ্যি ঘুরে বেড়ায়, মা-কে দেখতে আসে না।

অজেন। ভালো তো। চোখ-কান খুলে জগৎটাকে দেখছে। নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখছে—মজবুত। তুমি তো আর মায়ের-আঁচল-ধরা খোকন চাও না। একটা লম্বা জোয়ান ছেলে মায়ের আশে-পাশে ঘুরঘুর করবে—সেটা ঠিক স্বাস্থ্যকরও নয়।

মনোরমা। মা—মা হবার কী কষ্ট! সন্তান বড়ো হ'য়ে ওঠে, দূরে চ'লে যায়—মা-কে আর মনে পড়ে না তাদের। অজেন, তুমি আমাকে আর-একটা সন্তান দিলে না কেন ?

অজেন। শোনো কথা! আরো সন্তান—দেশের এই দুর্দিনে!

মনোরমা। একটা ছোট্ট মানুষ—অসহায়—আমাকে আঁকড়ে থাকবে, আমার বুক বেয়ে ঝর্না নামবে তারই জন্য, আমার বুকের দুধ নিংড়ে নিতে-নিতে অনিমেষে তাকিয়ে থাকবে আমার মুখের দিকে। হাসবে। স্বর্গের মতো সেই হাসি। এমনি ছিলো অদ্রি—আর কনক—আর (হঠাৎ থেমে, শিউরে উঠে)—আর অন্য জন? সেই অন্য জন? (তার মুখে ভয়ের ছায়া পড়লো।)

অজেন (ঠাণ্ডা গলায়)। শম্পা? তার জন্য আর মাতৃস্নেহের অপব্যয় না-ই করলে।

মনোরমা। অদ্ভুত। সেও শিশু ছিলো একদিন। আর এখন? আমার দুশ্চিন্তা—অশান্তি—যন্ত্রণা! আমার গলার কাঁটা, ঘরের অলক্ষ্মী, রক্তে-পুঁজে দগদগে ঘা আমার বুকের মধ্যে। অজেন, আমাকে কি সারা জীবন এই জ্বালায় জ্বলতে হবে?

অজেন। ঘরে একটা পাগল পুষে রাখলে এমনি হয়। অন্তত একটা বিয়ে তো দিতে পারতে।

মনোরমা। জানো তো সব। কত সুপাত্র—কলকাতার সেরা ছেলেরা—মেয়ে একবার চেয়ে দেখলো না কারো দিকে। সেই একদিন ছিলো—যখন ও হাত বাড়ালে আকাশের চাঁদ ধরতে পারতো। আর এখন—অকালে বুড়ি, দেখতে হয়েছে ডাইনির মতো। কে ওকে বিয়ে করতে চাইবে?

অজেন। কেন চাইবে না? জনার্দন ধর এখনো আমার পেছনে ঘুরছে। জমির দালাল জনার্দন। বেশ পাকাপোক্ত লোক। হাজার দশেক হাতে গুঁজে দিলে এক্ষুনি রাজি। আমাকে বলে, 'কোনোমতে দুটি হাত মিলিয়ে দিন স্যার, তারপর

যা করার আমি করবো। তেনাকে নিয়ে আপনাদের আর ভুগতে হবে না। আমার প্রথম এস্ত্রীর মতো দজ্জাল মাগি কেউ কোথাও দ্যাখেনি, তাকেও আমি টিট করেছিলাম।'... কিছু বলছো না? তোমার লক্ষ্মীসীতা মেয়ের জন্য রাজপুত্তুর চাই?

মনোরমা। রাজপুত্তুর হ'লেও তফাৎ হবে না। বিয়ের 'ব' শুনলে গ'র্জে ওঠে। যেন বাঘিনী।

অজেন (স্থূলভাবে)। তা জনার্দনের সঙ্গে ওকে বেশ মানাবে কিন্তু। ভাতে-কাপড়ে থাকবে, গতর খাটবে, চড়টা-চাপড়টা খাবে মাঝে-মাঝে। তারপর দু-একটা ছানাপোনা হ'লেই ফনফনিয়ে উঠবে তোমার লিকলিকে মেয়ে। পেটে বাচ্চা, আর বুকে দুধ—কুমারী-মেয়ের হিস্টিরিয়ার এর মতো ওষুধ আর নেই।—ওকে বুঝিয়ে বোলো।

মনোরমা। ব'লে-ব'লে জেরবার হ'য়ে গেলাম। মেয়ে তো নয়, মনসা।

অজেন। তবু—বোলো আর-একবার। এ-ই শেষ চেষ্টা। (একটু থেমে, ঠাণ্ডা কঠিন গলায়) এবারেও যদি গোঁয়াতুমি না ছাড়ে, তাহ'লে—

মনোরমা। —তাহ'লে ... ?

অজেন (নিচু গলায়)। তাহ'লে অন্য ব্যবস্থা।

[একটু চুপচাপ। চোখোচোখি হ'লো দু-জনে, একটা দ্রুত নিঃশব্দ বার্তার বিনিময় হ'লো।]

মনোরমা। তুমি তবে তা-ই ভাবছো?

অজেন। অগত্যা।

মনোরমা (অন্য দিকে তাকিয়ে, কপট সুরে)। সত্যি কি—সত্যি কি দরকার আছে মনে করো?

অজেন। আর তো কোনো উপায় দেখছি না।

মনোরমা। ডাক্তার কাঞ্জিলালের মত হবে?

অজেন। কাঞ্জিলাল তো কবে থেকেই বলছে বাড়িতে থাকলে সারবে না।

মনোরমা। অথচ কেমন মাটি কামড়ে প'ড়ে আছে এ-বাড়িতে। যদি হুলুস্থুল করে?

অজেন। তারও জবাব নেই তা নয়।

মনোরমা। ভুলিয়ে-ভালিয়ে?

অজেন। দরকার হয় তো জোর ক'রে।

[একটু চুপচাপ]

মনোরমা। তাহ'লে এ-ই ঠিক?

অজেন। আলবৎ! … (সহজ হ'য়ে) এখন একটু ঘুমের চেষ্টা করবে নাকি?

মনোরমা (তার মুখের পেশী শিথিল হ'লো ; গা এলিয়ে দিয়ে, নিশ্বাস ফেলে)। আঃ—আরাম! এইজন্যেই তোমাকে ভালোবাসি, অজেন—সব জট ছাড়াতে পারো তুমি, সব কাঁটা সরাতে পারো। … এসো, আমার কাছে এসো, আরো কাছে। আমাকে বুঝতে

দাও আমি সুখী, আমার চারদিকে সুখ ছড়ানো, আমার হাতের কাছে সুখ। (হাত বাড়িয়ে অজেনকে কাছে টানলো।)

অজেন (ডাক্তারি ধরনে)। আর কথা না—শুনছো? এখন ঘুম।

মনোরমা (নরম গলায়)। আমাকে ঘুমুতে বলছো? আচ্ছা। (অজেনের কাঁধে মাথা রাখলো, চোখ বুজলো।) ··· কিন্তু (তক্ষুনি চোখ মেলে) কী যেন একটা জিগেস করছিলাম তোমাকে। কী যেন একটা কথা ছিলো। (অজেনের গালে হাত বুলিয়ে) বলো না—কী কথা?

অজেন (বিরক্তি চাপা দিয়ে, চেষ্টাকৃত হালকা সুরে)। আর কিচ্ছু কথা নেই। ঘুমোও।

মনোরমা। হ্যাঁ—মনে পড়েছে। (তার চোখ খুব বড়ো হ'য়ে খুলে গেলো, মুখের ভাব অন্য রকম।) আমাকে ঘুমোতে বোলো না, অজেন, কথা বলো। সেই কথা—যা শুনলে ভয় কেটে যায়।

অজেন (ঈষৎ ঝাঁঝালো গলায়)। ভয় আবার কিসের!

মনোরমা। হ্যাঁ—ভয়। পর্দার ভাঁজে, দরজার বাইরে, ঘুমের তলায়। বলো তো সত্যি ক'রে—সেদিন শনিবার ছিলো না?

অজেন (ঝাঁঝালো গলায়)। কোনদিন? কী বলছো তুমি?

মনোরমা (টেনে-টেনে)। সেই—সে দি ন—যেদিন সে ফিরে এলো?

অজেন। বোকার মতো 'সে'-'সে' বলছো কেন? ইন্দ্রনাথের নামটা কি তোমার গলায় আটকে যাচ্ছে? না কি তুমি এত বড়ো সতী যে স্বামীর নাম মুখে আনতে পারো না?

মনোরমা (ছিটকে স'রে গিয়ে, সাপের মতো ফোঁশ ক'রে উঠে)। সতী! শুধু মেয়েদেরই সতী হ'তে হবে। আর তোমরা—অঃ!

পুরুষ! স'রে যাও তুমি—আমাকে ছুঁয়ো না। কাপুরুষ!

অজেন (তক্ষুনি উঠে দাঁড়িয়ে—মসৃণ গলায়)। বেশ, চললুম তাহ'লে। ঘুমও পাচ্ছে বড্ড।

মনোরমা (সেও এক ঝটকায় খাট থেকে নেমে পড়লো)। ভাবছো পালাবে এই সুযোগে? না! আমার কথার জবাব দাও। (দু-হাত কোমরে রেখে দৃপ্ত ভঙ্গিতে অজেনের মুখোমুখি দাঁড়ালো)।

অজেন (দাঁতে দাঁত চেপে)। চেঁচিয়ো না।

মনোরমা। বলো—সেদিন কি শনিবার ছিলো?

অজেন (তাচ্ছিল্যের সুরে)। কার অত মনে থাকে!

মনোরমা। মনে নেই তোমার? আশ্চর্য! আচ্ছা, কী হয়েছিলো তা তো মনে আছে? ঠিক—ঠিক কী হয়েছিলো? চেষ্টা করো—চেষ্টা করো মনে করতে। এখনো আলো ফোটেনি—কেউ জেগে নেই, কেউ শুনবে না। সব বলো। আমি জানতে চাই।

অজেন (নিঃস্বর গলায়)। বলার কী আছে। তুমি তো জানো। তুমি তো সেখানেই ছিলে।

মনোরমা (চীৎকার ক'রে)। না! আমি জানি না। আমি বুঝতে পারিনি। আমি স্তম্ভিত হ'য়ে গিয়েছিলাম—বজ্রাহত।

অজেন (ব্যঙ্গের সুরে)। বজ্রাহত!

মনোরমা (অজেনের আরো কাছে এসে, তাকে চোখে বিঁধে, তীব্র নিচু গলায়) বলতেই হবে তোমাকে! কী হয়েছিলো?

অজেন (চোখ সরিয়ে নিয়ে, চেষ্টাকৃত হালকা সুরে)। কী আবার

হবে। কালী। (একটু পরে) কখনো তো ইন্দ্রনাথকে দ্যাখেনি—আর ইন্দ্রনাথ স্নান ক'রে বেরিয়ে তোমার ঘরে যাচ্ছে—দরজার ধারে কালী, যেমন থাকে বরাবর। কুকুরটা ঘুমুচ্ছিলো হয়তো, ঘুমের মধ্যে চমকে গিয়েছিলো, হয়তো রুখে উঠেছিলো হঠাৎ একজন নতুন মানুষকে দেখে। ··· নির্বোধ পশু, সে তো আর জানে না ইন্দ্রনাথ সেই মানুষ, যাকে তুমি অগ্নিসাক্ষী ক'রে বিয়ে করেছিলে। (ঠোঁট বেঁকিয়ে) এই তো ব্যাপার।

মনোরমা। শুধু এ-ই ?

অজেন। সে-রাতে বড্ড মদ খেয়েছিলো ইন্দ্রনাথ, হয়তো হার্ট দুর্বল ছিলো ভেতরে-ভেতরে, হঠাৎ প'ড়ে গেলো কালীর গায়ে হুমড়ি খেয়ে।

মনোরমা (একটু চুপ ক'রে থেকে)। কালীকে তুমিই বহাল করেছিলে এ-বাড়িতে। অনেক বিদ্যেও শিখিয়েছিলে। তোমার ইঙ্গিতে সবই সে করতে পারতো। (যেন আরো কিছু বলতে গিয়ে থেমে গেলো।)

অজেন। কালীকে নিয়ে তোমারও কম আদিখ্যেতা দেখিনি। ওকে ঘরের মেঝেতে শুইয়েছো পর্যন্ত। তোমার এই শোবার ঘরের মেঝেতে, যেখানে আমরা—তুমি আর আমি—(তার ঠোঁট হাসিতে বেঁকে গেলো।)

মনোরমা। তুমি কি বলতে চাচ্ছো আমি কালীকে ইঙ্গিত করে-ছিলাম ? এত বড়ো আস্পর্ধা!

অজেন। আমি তা বলতে চাইনি। দুর্ঘটনা, স্রেফ দুর্ঘটনা। যেমন কার্-ক্র্যাশ, প্লেইন-ক্র্যাশ, ট্রেইন-কলিশন—তেমনি।

মনোরমা। তেমনি। আর তার ওপর—পিস্তল।

অজেন। পিস্তলটা আমিই ছুঁড়েছিলাম। শেষ চেষ্টা—যদি বা ইন্দ্রনাথকে বাঁচানো যায়। তোমার সাধের অ্যালসেশানকে মেরে ফেলতে হ'লো।

মনোরমা (একটু চুপ ক'রে থেকে)। একবার ছুঁড়েছিলে—না দু-বার?

অজেন। মনে নেই। আমি তখন আমাতে ছিলাম না।

মনোরমা (ব্যঙ্গের সুরে)। তুমি তখন তোমাতে ছিলে না! মিথ্যাবাদী! পাপিষ্ঠ!

অজেন (চোখে ইঙ্গিত ফুটিয়ে)। আমি মনোরমা ভাদুড়ির প্রেমিক—আমাকে তো পাপিষ্ঠ হ'তেই হবে।

মনোরমা (চোখে ফুলকি ছিটিয়ে)। বটে! তুমি না সেই অজেন মজুমদার, যে গুটিগুটি পায়ে এগিয়ে এসেছিলো, বন্ধু যখন বিদেশে—শেয়ালের মতো—ধূর্ত, লোভী শেয়ালের মতো—বন্ধুপত্নীর বিছানার দিকে—হাতে-পায়ে হামাগুড়ি দিয়ে? ও-রকম কথা তুমি ছাড়া আর কার মুখে মানাবে?

অজেন (ঠাণ্ডা ব্যঙ্গের সুরে)। তা শেয়াল বেচারাকে দোষ দিয়ে কী লাভ, স্বয়ং সিংহী যখন ডেকে আনে তাকে, একেবারে গুহার মধ্যে, নেমন্তন্ন ক'রে? অতএব ও-সব বীরাঙ্গনাকাব্য বাদ দাও। আর তাছাড়া (একটু থেমে, হঠাৎ একটা নতুন যুক্তি খুঁজে পেয়ে)—তাছাড়া মনে রেখো তুমিই দুঃস্বপ্ন দ্যাখো—আমি না। (বিজয়ী ভঙ্গিতে মনোরমার দিকে তাকালো।)

প্রথম অঙ্ক

[একটু চুপচাপ]

মনোরমা (নরম গলায়, যেন অজেনের শেষ কথাটায় পরাস্ত হ'য়ে)। কিন্তু—তুমি নিজে ডাক্তার—বাঁচাতে পারলে না? তাকে বাঁচাতে পারলে না?

অজেন। কাকে বাঁচাবো? যখন প'ড়ে গেলো তখনই তার হ'য়ে গেছে। হয়তো হার্টফেল করেছিলো। আসলে—নিমিত্তের ভাগি হ'লো কালী।

মনোরমা (যেন আপন মনে, বিড়বিড় ক'রে)। আসলে হার্টের দোষ। বড্ড বেশি মদ। অ্যাক্সিডেণ্ট, খাঁটি অ্যাক্সিডেণ্ট। ··· সত্যি?

অজেন। নিশ্চয়ই!

মনোরমা। সত্যি?

অজেন। কেন বার-বার এক কথা? মৃত্যু কি কারো অনুমতি নিয়ে ঘরে ঢোকে?

মনোরমা (কপালে হাত বুলিয়ে, নিশ্বাস ফেলে)। তা-ই তো। মৃত্যু কারো অনুমতি নেয় না। বাঁচালে।

অজেন। এবার তাহ'লে ঘুমোও?

মনোরমা। হ্যাঁ, ঘুমুবো—(জোর দিয়ে) পারবো আমি ঘুমুতে এখন। (চটুলভাবে হেসে উঠে) তুমি ভালো। খু-ব ভালো। শোবে নাকি একটু আমার কাছে? (অজেনের হাত ধ'রে) এসো।

[টেলিফোন বাজলো।]

মনোরমা (কেঁপে উঠে)। টেলিফোন! এই অসময়ে! কে?

অজেন। আমি দেখছি। (টেলিফোন তুলে, ফিরে এসে) তোমাকে চায়। ট্রাঙ্ক-কল্।

মনোরমা (ভয়-পাওয়া গলায়)। ট্রাঙ্ক-কল্? এই শেষরাত্রে? কে? কোত্থেকে? আমাকে কে ট্রাঙ্ক-কল্ করবে? নাম বললো কিছু?

অজেন (অসহিষ্ণুভাবে)। ধরো না ফোনটা—কেটে যাবে আবার।

মনোরমা (টেলিফোন তুলতে গিয়ে তার হাত কাঁপলো)। হ্যালো ··· (চেঁচিয়ে) হ্যালো ··· ইয়েস ··· ইয়েস···হু? ··· অদ্রি? অদ্রি কথা বলছিস? শুনতে পাচ্ছি না, জোরে বল। ··· হ্যাঁ, আমি মা। আমি মা বলছি। ··· কোত্থেকে? আথেন্স? আথেন্সে কেন? (উত্তেজিত গলায়) কী বললি? তুই আসছিস? কলকাতায়? ··· কবে? ··· সাতুই? রোববার? তার মানে—কাল? ··· জাস্ট এ মিনিট (অজেনের দিকে ফিরে) ··· লিখে নাও তো—শিগগির —আলইটালিয়া—ফ্লাইট নাম্বার—হ্যাঁ, বল—বি-টু-ও-থ্রী—অ্যারাইভিং দমদম সিক্স-টোয়েন্টি পি. এম.—লিখেছো? ··· হ্যাঁ, ঠিক আছে, ঠিক আছে—আচ্ছা তাহ'লে ··· আ-চ্ছা। (টেলিফোন নামিয়ে, এগিয়ে এসে, কাঁপা গলায়) অদ্রি—অদ্রি কাল আসছে। (যেন শ্রান্ত হ'য়ে বিছানায় ব'সে পড়লো।)

অজেন (একটু পরে)। হঠাৎ?

মনোরমা। কী যেন, ঠিক বুঝলাম না। বড়ো ঝাপসা ছিলো কথা।

অজেন। কেম্ব্রিজ নয়, লণ্ডন নয়—আথেন্স থেকে। অদ্ভুত।

মনোরমা। তা-ই তো।

অজেন। যাকে বলে—আশাতীত।

মনোরমা। সত্যি তা-ই।

অজেন। গোস্ট-কল্ নয় তো?

মনোরমা। গোস্ট-কল্? কিন্তু এই শেষরাত্রে কে রসিকতা করবে আমার সঙ্গে?

অজেন। ঠিক শুনেছিলে? অদ্রির গলা?

মনোরমা। বাঃ! আমারই ছেলে, আমি তার গলা চিনবো না? 'মা, আমি রোববার আসছি—' ঠিক এই কথা বললো।

অজেন। তার না বার্কলিতে যাবার কথা এ-সময়ে? কোনো কাজে আসছে?

মনোরমা (ঈষৎ ঝাঁঝালো গলায়)। নিজের বাড়িতে আসছে, সেজন্যে আবার জবাবদিহি দিতে হবে নাকি?

অজেন। না—আমি ভাবছিলাম—

মনোরমা। কী? এর মধ্যে আবার ভাবাভাবির কী আছে?

অজেন। পাঁচ বছরের মধ্যে যে আসেনি, সে কেন হঠাৎ—

মনোরমা। পাঁচ বছর আসেনি ব'লে কি কখনোই আসবে না? তার মা-কে মনে প'ড়ে গেছে এতদিনে—পড়তেই হবে! (একটু চুপ ক'রে রইলো, হাসি ফুটলো মুখে।) ছেলে ফিরছে মা-র কাছে। আমার ছেলে। অদ্রি। সবচেয়ে ছোটো। কত লম্বা হয়েছে না জানি। (খুব নরম গলায়) অজেন, তুমি খুশি হয়েছো? তুমি তাকে ভালোবাসবে তো?

অজেন। তার চেয়েও জরুরি কথা হ'লো— সে তোমাকে ভালো-বাসবে কিনা।

মনোরমা। বাসবে না? মা-কে ভালোবাসবে না?

অজেন। সব সন্তান কি আর মা-কে ভালোবাসে?

মনোরমা (তার মুখে আশঙ্কার ছায়া, গলা ফিশফিশে)। কিন্তু অদ্রি—সেও? না, না, সে ও-রকম নয়, আমি জানি সে ও-রকম নয়। (মাথা ঝেঁকে, আশঙ্কা ঝেড়ে ফেলার ভঙ্গিতে) তুমিও তো দেখেছো তাকে, কেমন হাসিখুশি, খোলামেলা, ছলছলে। তার মন-গুমরোনো দিদির ঠিক উল্টো।

অজেন। তখনও ছোটো ছিলো। কিন্তু বড়ো হ'তে-হ'তে মানুষ অনেক বদলে যায়।

মনোরমা (একটু পরে, ফিশফিশ ক'রে)। কিন্তু অদ্রি—সে তো তার বাবাকে দ্যাখেনি। কেমন 'মা' ব'লে ডাকলো টেলিফোনে—আমার প্রাণ জুড়িয়ে গেলো। আর আমি তাকে দূরে যেতে দেবো না।

অজেন। তুমি বললেই সে যেন অপদার্থের মতো ঘরে ব'সে থাকবে!

মনোরমা (নিজের চিন্তা অনুসরণ ক'রে)। আসুক সে, আমি সুখ সেবা যত্ন দিয়ে তাকে ঘিরে রাখবো। বড়ো-বড়ো পার্টি দেবো বাড়িতে, ডাকবো সব সুন্দরী মেয়েদের, গান-বাজনার জলসা হবে মাঝে-মাঝে।

অজেন। বিলেতে যেন সুন্দরী মেয়ের অভাব! গান-বাজনার অভাব!

মনোরমা (অজেনের কথা গ্রাহ্য না-ক'রে)। তেতলাটা তার পছন্দ-মতো সাজিয়ে দেবো। সে যেমন খুশি থাকবে, যা ভালো লাগে করবে। তার মনোমতো খাওয়াদাওয়া, মনোমতো বন্ধু-বান্ধব, মনোমতো সব। সে বুঝবে তার মা তাকে কত ভালোবাসে। আর তারপর সে নিজেই হয়তো বলবে—'আমি আর অন্য কোথাও যাবো না, এখানেই থাকবো।'—অজেন, তুমি তাহ'লে রাগ করবে না তো ?

অজেন (তার ঠোঁটে ব্যঙ্গের হাসি)। তুমি দেখছি ঈশপের গল্পের ডিমওয়ালি হ'য়ে উঠলে। কিন্তু দেখো, বেশি নাচানাচিতে আবার ঝুড়িসুদ্ধু ভেঙে না যায়। (গম্ভীর হ'য়ে) সাবধান, মনোরমা দেবী, সাবধান।

মনোরমা। কী বলছো তুমি ?

অজেন। একেবারে চুপ। (ঠোঁটে আঙুল রেখে) টুঁ শব্দটি না। বুঝেছো ?

মনোরমা (একটু পরে)। অদ্রির আসার খবর ···?

অজেন। বুঝেছো তাহ'লে ? না কি পেরেক ঠুকে ঢুকিয়ে দিতে হবে তোমার মগজে ? (হঠাৎ হিংস্রভাবে) তুমি কি চাও তোমার রাক্ষুসি মেয়ে ভাইয়ের কানে বিষ ঢালুক ? তারপর তোমার অদ্রিনাথ যদি বিষের জ্বালা সইতে না পারে ?

মনোরমা (চমকে উঠে)। তাই তো ! আমি তো এই সহজ কথাটা ভাবিনি। ··· ছেলেবেলায় অদ্রি আবার তার দিদিরই বেশি ভক্ত ছিলো। তাহ'লে, কী করা যায় বলো তো ?

অজেন। ভেবো না। আমি মনে-মনে সব ঠিক ক'রে ফেলেছি।

শম্পা যেন ঘুণাক্ষরেও জানতে না পারে। কেউ যেন জানতে না পারে। কনক এমনিতে নরম-তরম, কিন্তু সে তার দিদির গোয়েন্দা জানো তো। চাকরদেরই বা বিশ্বাস কী? অদ্রি আসার আগেই শম্পাকে সরিয়ে দেবো আমি। ভাইয়ের সঙ্গে তার চোখের দেখাও হবে না।

মনোরমা। তা-ই ভালো—হ্যাঁ—তা-ই ভালো। অদ্রিরও অনেক ভালো লাগবে তাহ'লে। আমরাও সহজে নিশ্বাস নিতে পারবো। এতদিন পরে ফিরছে—বাড়িতে একটা ঝরঝরে হালকা আবহাওয়া চাই তো। কতকাল পরে—আবার খোলা হাওয়া এই বাড়িতে। সাধ-আহ্লাদ। আনন্দ। কনকের বিয়ের ধুমধাম। অদ্রির হাসি। আমার যে কী-রকম লাগছে—

অজেন। আস্তে, রমা, আস্তে। আগে কাজের কথা শোনো। কাল তুমি একা যাবে দমদমে, অদ্রিকে প্রথমেই বলবে শম্পার কথা। সে প্লেন থেকে নামামাত্র বলবে। পাগল—বদ্ধ পাগল, উন্মাদ—খুবই দুঃখের কথা, কিন্তু উপায় কী? তারই ভালোর জন্য ওটা করতে হ'লো। আপাতত কাউকে দেখা করতে দেয়া হচ্ছে না—কাউকেই না। বুঝেছো তো? এই কথাটা সকলের আগে বলবে। আর যা মনে আসে বলতে পারো।

মনোরমা। বলবো—নিশ্চয়ই বলবো। তুমি যা বলবে সব করবো আমি—সব। এখন বলো—অদ্রিকে যদি আমি আর যেতে না দিই, তুমি রাগ করবে না? (চোখে আবেদন নিয়ে তাকালো মনোরমা, অজেন নীরব।) বলো—অদ্রিকে তুমি তোমারই

ছেলের মতো দেখবে ? (অজেন নীরব ।) তুমি, আমি, আমার ছেলে—আমাদের ছেলে—আমরা তিনজনে একসঙ্গে থাকবো এখন থেকে, সুখে থাকবো ? (অজেন নীরব ।) অদ্রি বিয়ে করবে—এখানেই থাকবে—আমি শুনবো শিশুর কাকলি—আবার, এই বাড়িতে ? বলো, অজেন—আমাদের জীবন নতুন ক'রে শুরু হবে এবার, আমি সুখী হ'তে পারবো—অবশেষে সুখী হ'তে পারবো ? ··· বলো।

[আলো ক্রমে নিবে এলো মঞ্চে, মনোরমার মুখ করুণ দেখালো, অজেনের মুখ কঠিন। ধীরে নামলো যবনিকা।]

দ্বিতীয় অঙ্ক

[একই দিন, সাড়ে-তিনটে বেলা। মনোরমার বাড়ির একতলায় যবনিকা উঠলো। দেখা যাচ্ছে বিশাল ড্রয়িংরুমের একটি কোণ, পিছন দিকে দোতলার সিঁড়ির অংশ। পুরোনো আমলের চওড়া কাঠের সিঁড়ি, কালো বার্নিশে ঝকঝকে, কার্পেট পাতা। বাঁয়ে, ডাইনে ও মাঝখানে তিনটে দরজা, ডান দিকেরটি বাইরে যাবার, অন্য দুটিতে বাড়ির ভিতরের দিকে যাওয়া যায়। ডান দিকে জানলা, জানলার বাইরে বাগানের গাছপালার আভাস, উজ্জ্বল রোদ। কয়েক মুহূর্ত মঞ্চ শূন্য, তারপর সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলো কনকলতা—বেরোবার জন্য তৈরি, বেশবাস ফ্যাশনদোরস্ত। শাড়ি, জামা, ব্যাগ ও ছাতার বর্ণসমন্বয়ে কোনো খুঁত নেই। চুড়োর মতো উঁচু ক'রে বাঁধা খোঁপা। তার বয়স তেইশের কোঠায়, যাতে চলতি ভাষায় 'মিষ্টি' বলে, সেই ধরনের মুখশ্রী।]

কনক (এদিক-ওদিক তাকিয়ে)। দিদি! ··· দিদি! ··· দিদি!

শম্পার কণ্ঠ (নেপথ্যে)। আমি শুনতে পাচ্ছি। বল।

কনক। তুমি কোথায়?

শম্পার কণ্ঠ (নেপথ্যে)। এই যে। এখানে।

কনক। আবার ঐ খুপরিটায় ঢুকে ব'সে আছে! (সিঁড়ির তলাকার একটা অদৃশ্য দরজায় টোকা দিয়ে) বেরিয়ে এসো, দিদি। কথা আছে।

শম্পার কণ্ঠ (নেপথ্যে)। তুই আয় না এখানে। একটা জিনিশ দেখবি।

কনক। দিদি, লক্ষ্মী তো। বাইরে এসো।

শম্পার কণ্ঠ (নেপথ্যে)। আমি ব্যস্ত আছি।

কনক। তোমার পায়ে পড়ি, দিদি। এক মিনিট।

[সিঁড়ির তলা থেকে শম্পা বেরিয়ে এলো। লম্বা, রোগা, শীর্ণ—হঠাৎ দেখলে একটু কুঁজো মনে হয়। রুক্ষ জট-পড়া চুল যত্নের অভাবে লালচে। গায়ের রং আসলে ফর্শা, এখন হয়েছে মরচে-পড়া তামার মতো। গাল ভাঙা, চোখ দুটি লম্বাটে সরু; দৃষ্টি কখনো ম্লান, কখনো তীক্ষ্ণ, মাঝে-মাঝে অস্বাভাবিক উজ্জ্বল। আধ-ময়লা যেমন-তেমন শাড়ি-জামা পরনে। আটাশ তার বয়স, দেখায় আরো বেশি। তার চেহারায় নেই লালিত্যের লেশ, অথচ কুৎসিতও তাকে বলা যায় না; তার মুখে, ভঙ্গিতে, কণ্ঠস্বরে এমন-কিছু আছে, যা মাদকের মতো মনোমুগ্ধকর।

শম্পা চোখের পাতা মিটমিট করলো কয়েকবার, তারপর যেন চেষ্টা ক'রে কনকের মুখে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলো।]

কনক। দিদি, তুমি ঐ কুঠুরিটায় ব'সে কী করো, বলো তো ?

শম্পা। কঙ্কাল খুঁজি, কঙ্কাল। হাড়ের পর হাড় সাজিয়ে ইতিহাস তৈরি করি।

কনক। পুরোনো ট্রাঙ্ক, ভাঙা বাক্স, ধুলো, ইঁদুর, আরশোলা—আর কি জায়গা নেই বাড়িতে ?

শম্পা। আমার জায়গা ওখানেই। যেখানে অতীত, সেখানেই আমি।

কনক। তোমার কি গরমও লাগে না ?

শম্পা (হাত দিয়ে চোখ আড়াল ক'রে)। উঃ—কী আলো এখানে! জানলাগুলো খোলা কেন ?

কনক। দ্যাখো দিদি, আজ কেমন শরতের মতো দিন হয়েছে।

শম্পা। তাতে কী ? কী এসে যায় তাতে ?

কনক। একবার তাকিয়ে দ্যাখো বাইরে—

শম্পা। কিছু নেই, দেখার কিছু নেই। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ—সব এক, সব সমান। কোনো তফাৎ হয় না। একই জ্বালা, একই কষ্ট, আর সেই এক পথ চেয়ে থাকা। যা নেই তারই জন্য। যা হবে না তারই জন্য।

কনক (সহানুভূতির স্বরে)। দিদি, আমার একটা কথা শোনো—

শম্পা (তীক্ষ্ণ গলায়)। বলছি আলো আমার অসহ্য! পর্দাগুলো টেনে দিতে পারিস না ?

কনক। রাগ কোরো না, দিদি। (পর্দা টেনে দিয়ে ফিরে এসে) এসো না একটু বসি এখানটায়।

শম্পা। আমি বসবো না। কী বলবি বল। (কনককে একটু মন দিয়ে দেখে) সুনন্দ আসবে বুঝি ?

কনক (একটু লাল হ'য়ে)। জানো দিদি, আমি রাজি হয়েছি।

শম্পা। বিয়ে করছিস ?

কনক (আস্তে মাথা নেড়ে)। ভেবেছিলাম তোমারই সঙ্গে কাটিয়ে দেবো জীবনটা। মাষ্টারি নেবো কোনো কলেজে, তোমাকে নিয়ে আলাদা হ'য়ে যাবো। কিন্তু—

শম্পা (নিষ্প্রাণ স্বরে)। আমি সব বুঝি।

কনক। তাছাড়া—এ-ভাবে আর কতকাল চলবে ?

শম্পা। অত বলছিস কেন ? আমি কি তোর কাছে জবাবদিহি চেয়েছি ?

কনক। আমি অনেক ভেবেছি, জানো। রাজি হবার আগে অনেক ভেবেছি। তুমি, আমি—আমরা দুই বোন—স্বজন বলতে কেউ নেই আমাদের, সহায় বলতে কিছু নেই। আমাদের যত আত্মীয়, এ-বাড়ির সব চাকরবাকর—সকলকে ওঁরা হাত করেছেন। বাবার যাঁরা বন্ধু ছিলেন তাঁরা আর এ-বাড়ির ছায়া মাড়ান না। এমনকি মন খুলে একটা কথা বলার মতোও আমাদের কেউ নেই, দিদি।

শম্পা। তুই কি অদ্রিকে ভুলে যাচ্ছিস ?

কনক। ভুলবো কেন ? কিন্তু কী ক'রে জানবো সে আমাদের মনে রেখেছে ? কখনো কি একটা চিঠি লেখে আমাদের ? কোনো খবর নেয় ? মাঝে-মাঝে মা-কে লেখে শুনি, কিন্তু কী লেখে তার কিছুই আমরা জানতে পাই না। তোমার কি মনে হয় সে আর দেশে ফিরবে ?

শম্পা। নিশ্চয়ই! তাকে ফিরতেই হবে।

কনক। কী ক'রে জানো ?

শম্পা। কোনো কারণ নেই, কিন্তু তাই ব'লে আশাও নেই কী ক'রে বলি।

কনক (একটু চুপ ক'রে থেকে)। কিন্তু ভাই-বোনে তো আর সংসার হয় না, দিদি, জীবন হয় না। আমরা কী ক'রে বাঁচবো তা তো ভাবতে হবে। এতদিন তোমার পাশে শুধু আমিই ছিলাম, এখন থেকে সুনন্দও দাঁড়াবে। দাঁড়াবার অধিকার তাকে দিয়েছি আমি। একজন পুরুষ আমাদের বন্ধু হ'লো। দরকার ছিলো না ?

শম্পা। তোর নিশ্চয়ই ছিলো। বিয়ে কবে ?

কনক। শিগগিরই হ'তে পারে।

শম্পা। তাহ'লে আর কথা কী? পালা—যত শিগগির পারিস পালা এই বাড়ি থেকে।

কনক। তুমি ?

শম্পা। আমি ঠিক আছি।

কনক (শম্পার মুখের দিকে একটু তাকিয়ে থেকে)। দিদি, সত্যি ক'রে বলো, তুমি কি চাও না আমি বিয়ে করি ?

শম্পা (ছোট্ট হেসে)। বোকা মেয়ে! আমি তা চাইবো কেন, আর আমি চাইলেই তুই কেন মানবি ? তুই ভুলে গেলি—যা কখনো ভোলা যায় না তাও ভুলে গেলি—এর ওপর আর তো কোনো কথা নেই।

কনক। দিদি, বারো বছর হ'য়ে গেলো—

শম্পা (রুক্ষ স্বরে)। বারো বছর! অনন্তকালও যথেষ্ট নয় এই

শোকের পক্ষে। দেখছিস না ওদের (উপরের দিকে তাকিয়ে)—কেমন বুক চেতিয়ে বেঁচে আছে এখনো—মাথা উঁচু ক'রে—আর উনি, আমাদের মা, কেমন হৃদয়ের পুঁজ জড়োয়া গয়নায় ঢেকে রেখেছেন। হা ভগবান—ঐ পাপিষ্ঠা আমাদের মা!

কনক। ছি, দিদি! ও-রকম বলতে হয় না।

শম্পা। আমি সাক্ষী, কনক, আমাকে বলতেই হবে। আমি সাক্ষী, তাই আমার বাবার বাড়িতে আমার এই হাল। ওদের এক-একটা দাসী আমার তুলনায় বাদশাজাদি।

কনক (দীর্ঘশ্বাস ফেলে)। তুমি তো নিজেই নিজেকে নিয়ে এসেছো এখানে। কারো কথা তো শুনবে না। কেন তুমি ভালো ক'রে খাও না, দিদি? চুল বাঁধো না? একখানা ভালো শাড়ি পরো না কখনো?

শম্পা। এমনি ক'রে সকলের সব ক্ষমতা আমি কেড়ে নিয়েছি। আমি আঘাতের অতীত।

কনক (একটু চুপ ক'রে থেকে, গভীর সমবেদনার স্বরে)। তোমার জন্য আমার কষ্ট হয়, দিদি।

শম্পা। আমার জন্য? আমার জন্য কষ্ট হয় তোর? (ক্রমশ তীব্রতর স্বরে) কষ্ট করার মতো আর কি কিছু পেলি না তুই? কষ্ট কর তাঁর জন্য, কনক, তাঁর জন্য—কাঁদ, চীৎকার ক'রে গলা ফাটিয়ে দে, এই বাড়ির ছাদ ভেঙে পড়ুক তোর চীৎকারে—যিনি তোর জন্মদাতা তাঁর জন্য, যাঁকে ওরা কুকুর দিয়ে খাইয়েছিলো—ঠিক তাঁর ফিরে আসার দিনটিতে, ঠিক তাঁর শোবার ঘরের দরজায়।

কনক (আর্তস্বরে)। না! না! না!

শম্পা। না? তুই বলতে চাস আমি ভুল বলছি?

কনক (ভিতু, করুণ সুরে)। ওটা দৈবাৎ ঘ'টে গিয়েছিলো, দিদি।

শম্পা (তিক্ত হেসে)। তোর সঙ্গে কথা বলা বৃথা। তুই দেখিসনি। তুই, অদ্রি—দু-জনেই তখন দিদিমার কাছে দেরাদুনে।

কনক। তুমিই বলো, দুর্ঘটনা কি ঘটে না? দৈবের ওপর কার কী হাত আছে?

শম্পা। যদি দৈবই হবে তাহ'লে অদ্রিকে কেন বস্তার মতো চালান করা হ'লো বিলেতে? ঐটুকু ছেলে—দিদি কাছে না-বসলে যে ঘুমোতে পারতো না তখনও? আর ঐ যে অজেন মজুমদার (উপরের দিকে তাকিয়ে)—সখীর সঙ্গে লেপ্টে আছে আঠার মতো, ব্রহ্মদৈত্যের মতো চেপে বসেছে এই বাড়িতে—সেটাও বোধহয় দৈব ঘটনা? আর ঐ যাঁর কুকুরের জন্য অত দরদ, গাছপালার জন্য অত মমতা—তিনি তাঁর স্বামীর জন্য ক-ফোঁটা চোখের জল ফেলেছিলেন, তা কখনো জিগেস করেছিস?

কনক। আমাকে ক্ষমা করো, দিদি—অমন ভীষণ কথা আমি ভাবতে পারি না—না, পারি না, চাই না! যদি তা সত্যও হয় সেই সত্যকে চাই না আমি। চাপা দিয়ে দাও—চাপা দিয়ে দাও মাটির তলায়—অনেক, অনেক নিচে—কেউ যেন তাকে খুঁজে না পায় কোনোদিন। ··· (আবেদনের সুরে) দিদি! (শম্পা যাবার জন্য পা বাড়ালো, কনক হাতে ধ'রে থামালো তাকে)। যেয়ো না, শোনো।

শম্পা (ঠাণ্ডা গলায়)। তোর কথা শুনলাম তো, এবার আমার কাজে ফিরে যাই।

কনক। দাঁড়াও, আরো কথা আছে।

[একটু চুপচাপ]

শম্পা (অসহিষ্ণু গলায়)। বল না! বোবা হ'য়ে গেলি নাকি হঠাৎ ?

কনক। একটা ভীষণ কথা শুনলাম, দিদি।

শম্পা (চমকে উঠে)। অদ্রি ? অদ্রির কিছু হয়েছে ?

কনক। না। অন্তত শুনিনি কিছু।

শম্পা। তবে আর ভীষণ কথা কী হ'তে পারে ?

কনক (দিদির গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে, ফিশফিশ ক'রে)। তোমাকে—তোমার জন্য—তোমার জন্য ওরা কী ঠিক করেছে, জানো ? পাগলা-গারদ।

শম্পা (হঠাৎ আর্তস্বরে—চাপা চীৎকারে)। ন্-না—আ—আ! (ভীত জন্তুর মতো কনকের পিছনে দাঁড়িয়ে, তার কাঁধ আঁকড়ে) তুই ঠিক শুনেছিস ?

কনক। আড়ি পেতে শুনেছি। টেলিফোনে কথা হচ্ছিলো ডাক্তার কাঞ্জিলালের সঙ্গে।

শম্পা। দু-জনের মধ্যে কে বলছিলো ?

কনক। অন্য জন। কয়েকটা কথা স্পষ্ট আমার কানে এলো। (কান্নাভরা গলায়) দিদি, তোমাকে ওরা জোর ক'রে ধ'রে নিয়ে যাবে!

শম্পা। আর সে—আমরা যাকে মা বলি—সে কিছু বললো ?

কনক। দুপুরে একবার আমার ঘরে এলেন হঠাৎ। আমি বিয়ে করছি ব'লে কত খুশি হয়েছেন, অনেকক্ষণ ধ'রে বললেন সে-কথা। তারপর বললেন, 'তোর দিদির জন্যেও পাত্র ঠিক করেছি। সুপাত্র। রাজি হ'লে তার ভালো হবে। তাকে বলিস। বুঝিয়ে বলিস। এই শেষবার বলছি।' —মা-কে কেমন করুণ লাগলো আজ। যেন ভেঙে পড়ছেন। একদিকে সাইকিয়াট্রিস্টের সঙ্গে পরামর্শ, আর-একদিকে তোমার বিয়ের তোড়জোড়—আমার কেমন ঝাপসা লাগছে সব। মা কি তবে অন্য ব্যাপারটা জানেন না ?

শম্পা। নিশ্চিন্ত থাক। দু-জনেই সমান শেয়ানা। চমৎকার ফাঁদ পেতেছে। মাথার ওপরে খড়্গ, পায়ের তলায় পাতাল।

কনক (ব্যাকুলভাবে)। দিদি, তুমি এখনো রাজি হবে না ?

শম্পা (গুনগুন সুরে)। আমি কারো স্ত্রী হবো না কোনোদিন। আমি কারো মা হবো না কোনোদিন।

কনক। কোনোদিন না ? কিছুতেই না।

শম্পা। কিছুতেই না। কোনোদিন না।

কনক (হঠাৎ একটা নতুন কথা ভেবে, সোৎসাহে)। একটা উপায় আছে, দিদি। চলো তুমি আমাদের সঙ্গে বম্বাইতে। এসো আমরা পালিয়ে যাই। কালকেই। বিয়ে না-হয় সেখানেই হবে। বলি সুনন্দকে ? কাল সকালের প্লেনেই ? সেখানে তোমাকে কেউ ছুঁতে পারবে না।

শম্পা। তুই কি আমাকে প্রাণের ভয়ে প্রতারণা করতে বলিস ?

কনক। প্রতারণা? প্রতারণা কাকে? (উদ্‌ভ্রান্তভাবে) বলো, দিদি, বুঝিয়ে বলো—বলো, আমি কী ক'রে এই আগুনের মুখে তোমাকে ফেলে যাই?

শম্পা (জলজ্বলে চোখে কনকের দিকে তাকিয়ে, একটু পরে)। থাকবি তুই আমার কাছে? থাকবি? (কনককে এক হাতে জড়িয়ে) আয় তবে, আমরা দু-জনে মিলে করি সেই কাজ—সেই কাজ—যার জন্য আমি বেঁচে আছি এখনো।

কনক (ঈষৎ ভীত স্বরে)। কী-কাজ?

শম্পা। যা করলে শরৎ আবার সুন্দর হবে, গানে ভ'রে উঠবে বর্ষার দুপুর, বাতাসে আর রক্তের গন্ধ লেগে থাকবে না।

কনক (শম্পার মুখের দিকে তাকিয়ে, তার মনের ভাব বোঝার চেষ্টা ক'রে)। কী বলছো তুমি?

শম্পা (একটু পরে—কনককে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে)। না, কিছু না। আমি কত রকম আজে-বাজে বকি জানিস তো। মনে হয় যেন কাকে কী কথা দিয়েছিলাম, যেন আমি ঋণী হ'য়ে আছি কারো কাছে।

কনক। আসবে না, দিদি, আমাদের সঙ্গে বম্বাইতে?

শম্পা। এ-বাড়ি ছেড়ে কোথাও যাবো না আমি। এখানেই আমার জীবন। আমার কর্ম। আমার নিয়তি।

কনক। দিদি, আমরা কি ওদের সঙ্গে লড়াই ক'রে পারবো? ওরা দুর্ধর্ষ—আর আমরা মেয়ে, অসহায়।

শম্পা। আমি অসহায় নই। আমি স্ত্রীলোকও নই।

কনক (প্রায় হতাশার সুরে)। তুমি কি কিছুতেই বুঝবে না কত বড়ো বিপদের সামনে দাঁড়িয়ে আছো ?

[বাইরে গাড়ির হর্নের শব্দ]

কনক (চকিত হ'য়ে)। ঐ সুনন্দ। আমাকে একটু বেরোতে হবে, দিদি। তুমি সাবধানে থেকো। যা বললাম ভুলো না।

শম্পা (শান্ত সুরে)। আমার জন্য ভাবিস না, কনক। তুই যে-পথে চলেছিস এগিয়ে যা।

কনক। মা হয়তো আজ কথা বলবেন তোমার সঙ্গে। ভেবে-চিন্তে উত্তর দিয়ো—কেমন ?

শম্পা। তা তো দিতেই হবে।

কনক (ঈষৎ আশ্বস্ত হ'য়ে)। চলি তাহ'লে ? আমি ফিরতে বেশি দেরি করবো না। খুব, খুব সাবধান। (দিদির গালে গাল রাখলো একবার, তারপর ডান দিক দিয়ে বেরিয়ে গেলো।)

শম্পা (কনকের চ'লে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে)। যে যার খোঁয়াড়ে ঢুকে পড়ছে। কনক, আমারই বোন, আমারই রক্তমাংস—সেও। খুলে গেলো জন্তুর গুহা—এই বাড়িতেই—আবার। সেই গুহা, যেখানে পেছন থেকে লাফিয়ে পড়ে যমদূত, আর অন্য দু-জন চোখে-চোখে ইশারা করে। তোর লজ্জা করলো না, কনক ? তুই কি কোনো স্ত্রী দেখিসনি, কোনো মা দেখিসনি ? ··· যা তবে, আমাকে তোর সুখের পথে বিঘ্ন হ'তে দিস না। আমি জানলাম আমার কেউ নেই, কিছু নেই। শুধু জ্বালা, শুধু কষ্ট, আর সেই

এক পথ চেয়ে থাকা। যা নেই তারই জন্য, যা হবে না তারই জন্য। আর প্রতিধ্বনি—অন্তহীন।

[শম্পা একটা চেয়ারে বসলো, গালে হাত দিয়ে ভাবলো একটুক্ষণ।]

ম্যানিয়া—মনোম্যানিয়া—অবসেশন—ফিক্সেশন! কত রকম শব্দ এরা তৈরি করেছে। জোচ্চোরের দল! ষণ্ডা! ধড়িবাজ! যেন ভালোবাসা ব'লে কিছু নেই, স্মৃতি ব'লে কিছু নেই, নিষ্ঠা ব'লে কিছু নেই!···সাইকিয়াট্রি! এই এক পাপ হয়েছে পৃথিবীর। আর ঐ উনি—যিনি ওপরে ব'সে আছেন, তিনিও বোধহয় নিউরটিক? স্কিংসোফ্রেনিক? উনি বোঝেননি উনি কী করছেন, অতএব উনি সেটা করেননি। বাঃ! (ছোট্ট হেসে) ভালো-মন্দ ন্যায়-অন্যায় কিছুই আর রইলো না। ভগবান নর্দমার জলে খাবি খাচ্ছেন।··· কেমন মেনে নিয়েছে সবাই যে মানুষটা নেই। তাই আমি আঁকড়ে আছি তাঁকে—প্রাণপণে, প্রাণপণে! শুধু আমি।

[একটু স্তব্ধ হ'য়ে রইলো শম্পা, তারপর উঠে দাঁড়ালো, মঞ্চের সামনের দিকে এগিয়ে এলো। তাকে হঠাৎ দেখালো বালিকার মতো।]

বাবা, তুমি কোথায়? তুমি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছো? আমি জানি, কত দুঃখী তুমি, কত নিঃসঙ্গ! আমি জানি কী ভীষণ ছিলো সেই রাত্রি, কী ভীষণ তোমার মৃত্যু।··· কেউ বিশ্বাস করে না, বাবা—বলে কিনা, দৈবাৎ! আমাকে

বলে, পাগল। কী-দোষ আমার? আমি ভালোবেসেছি, এখনো ভালোবাসি। মানুষটা নেই, তাই ব'লে কি ভালোবাসাও থাকবে না? বলো তো বাবা, ভালোবাসা কি দোকানদারি? এক হাতে দিয়ে আর-এক হাতে নিতে হবে? কত কান্না আমি কেঁদেছি তোমার জন্য, তা কি জানো না তুমি? না, এখন আর কাঁদি না—আমার চোখের জল শুকিয়ে গেছে, আমার বুক শুকিয়ে গেছে, আমি জটিবুড়ির মতো দেখতে হয়েছি—সেই আমি, তুমি যাকে বলতে কেশবতী, নয়নতারা, দোয়েলপাখি। জানো বাবা, আমিও তোমারই মতো একা। আমার মা নেই, আমিও কারো মা হবো না কোনোদিন। আমার বোন নেই, আমিও কারো বোন নই। ··· কিন্তু সেটা ওদের সহ্য হয় না, বাবা। জানো, ওরা ফাঁদ পেতেছে আমাকে ধরার জন্য। হয় আমাকে ওদের দলে ভিড়তে হবে, নয় আমাকে পশুর মতো পুরে দেবে খাঁচায়। ··· না, আমি তোমাকে বলছি না আমাকে বাঁচাও। আমি জানি তুমি তা পারো না। যদি তা-ই হ'তে হয় তো হোক। আমি আমার জন্য ভয় করি না। শুধু বলি: তুমি কি ওদের কোনো জবাব দেবে না এখনো? বলো, বাবা, শেষ কথা বলো—তোমার শেষ কথা শুনিয়ে দাও ওদের। বলো, পাপের নাম পাপ, বেদনার নাম বেদনা, প্রতিশোধের নাম প্রতিশোধ। সাইকিয়াট্রির বুজরুকি নয় এ-সব—সত্য! আমার মুখ দিয়ে, আমার মুখ দিয়ে শুনিয়ে দাও। আমাকে আশীর্বাদ করো, যেন আমি সেটুকু সময় পাই, যেন আমি শেষ মুহূর্তে ভেঙে না পড়ি। ··· বাবা!

[ক্লান্তভাবে ব'সে পড়লো শম্পা। শূন্য চোখে তাকিয়ে রইলো।
কয়েক মুহূর্ত নীরবতা, তারপর ধীর পায়ে বাঁ দিক দিয়ে মনোরমার প্রবেশ। তার সাজসজ্জা অসাধারণ জমকালো। উজ্জ্বল রঙের শাড়ি জামা। আঙুলে আংটি, গলায় নেকলেস, হাতে কঙ্কণ চুড়ি আর্মলেট—কিছুই বাদ দেয়নি। সব গয়না জড়োয়া। ঈষৎ কোঁকড়া ঘন কালো চুল—মধ্যিখানে সিঁথি-করা। পুষ্ট ঠোঁট লিপস্টিকে লাল—টুকটুকে। চোখ আয়ত, কালো, মুখ যেন ভাবলেশহীন। গয়না, সাজসজ্জা, মুখের ভাব—সব মিলিয়ে কোনো দেবীপ্রতিমার মতো দেখাচ্ছে তাকে—মোহিনী, এবং ঈষৎ ভীতিকর।
মনোরমা যখন ঢুকলো, শম্পা তাকে দেখতে পেলো না।]

মনোরমা (শম্পার পিছনে দাঁড়িয়ে)। শম্পা! (শম্পা চেয়ার ছেড়ে উঠলো, একটু দূরে স'রে দাঁড়ালো, বুকের উপর দু-হাত জোড় ক'রে, আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে।)

মনোরমা। আমার দিকে তাকাচ্ছিস না কেন? তুই কি চিরকাল আমার ওপর রাগ ক'রে থাকবি? (শম্পা চুপ।) চিরকাল ভাববি যে আমি তোর শত্রু? আমি—তোর মা? (শম্পা চুপ।) শম্পা, তুই কি একটুও ভালোবাসিস না আমাকে? চেষ্টা ক'রে দেখেছিস কখনো? কখনো কি তোর মনে হয়েছে যে আমিও হয়তো সুখে নেই? (শম্পা চুপ।) আমি আজকাল স্বপ্ন দেখি জানিস, সেই ভয়ে ঘুমোতে পারি না রাত্রে। তুই বলতে পারিস, কী করলে আর স্বপ্ন দেখবো না, ঘুমোতে পারবো?

শম্পা। স্বস্ত্যয়ন করো, মা, স্বস্ত্যয়ন। শান্তিজল ছিটিয়ে দাও বাড়িতে।

মনোরমা। তুইও তবে ঠাকুর-দেবতা মানছিস আজকাল ?

শম্পা। না-মেনে উপায় কী ? তাঁরাই তো ও-সব স্বপ্ন পাঠাচ্ছেন তোমাকে। তার অর্থ বোঝো না ?

মনোরমা। কী-অর্থ, বল।

শম্পা। তাঁরা প্রায়শ্চিত্ত চান।

মনোরমা। কে অপরাধ করেছে ? কী-অপরাধ ? কিসের জন্য প্রায়শ্চিত্ত ?

শম্পা। জিগেস কোরো নিজেকে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে। একলা ঘরে। নয়তো আমার দিকে তাকিয়ে দ্যাখো—আমিই তোমার আয়না, তোমার উত্তর।

মনোরমা (একটু পরে)। আমি হিন্দু সমাজের পায়ের তলায় জঞ্জাল হ'য়ে প'ড়ে থাকিনি তাই এত আক্রোশ তোর আমার ওপর ? স্বামীর মৃত্যু—সেটা কি কোনো স্ত্রীর পক্ষে অপরাধ, না তার দুর্ভাগ্য ? তুই, একালের মেয়ে, তুইও কি বলবি সেজন্য তাকে সারা জীবন দগ্ধাতে হবে ?

শম্পা। কেউ দুঃখ পায়, কেউ পায় না। কেউ ভালোবাসে, কেউ বাসে না।

মনোরমা। আমি তখন অসুখে শয্যাগত। দু-মাস ধ'রে ভুগছি। প্রায় মরো-মরো হয়েছিলাম। সেই সময়ে তোর বাবা হঠাৎ যুদ্ধের চাকরি নিয়ে চ'লে গেলেন। আমাকে একা ফেলে। অজেন আমার চিকিৎসা করছিলো, তার যত্নে আমি বেঁচে উঠলাম।

শম্পা। সত্যিকার পুরুষমানুষ স্ত্রীর আঁচল ধ'রে ঘরে ব'সে থাকে না।

মনোরমা। তারপর সাত বছর—দীর্ঘ সাত বছর—সেই মানুষের আর দেখা নেই। ছুটিতেও বাড়ি আসেন না। কোথায় আছেন তাও জানতে পারি না সব সময়।

শম্পা। তিনি ছিলেন বিপদের মুখে, কামানের সামনে, বোমা-পড়া আকাশের তলায়—লিবিয়ায়, শিঙাপুরে, বর্মার জঙ্গলে। ফাশিস্টদের সঙ্গে লড়াই করছিলেন।

মনোরনা। একদিন শুনলাম, তিনি আর্মি থেকে নিখোঁজ হয়েছেন। যুদ্ধ শেষ হ'লো, তবু দেখা নেই। পরে তাঁর খোঁজ পাওয়া গেলো নেতাজীর ফৌজে। লড়াই ক'রে আর আশ মেটে না।

শম্পা। আমার বাবা! দেশপ্রেমিক! বীর!

মনোরমা। বীরত্ব কাকে বলিস? ও তো হিংসা—ঘৃণা—বিদ্বেষ। আমি তাঁকে বলেছিলুম ঘরে থাকো, আমাকে ছেড়ে যেয়ো না। যুদ্ধ কোরো না—ভালোবাসো।

শম্পা। ভালোবাসো! কুকুর বেড়াল শুয়োর বাঁদর, এরাও যা পারে—তা-ই?

মনোরমা। ও-রকম একটা কুৎসিত কথা তোর মুখে আটকালো না? তুই তো একজন ভদ্রমহিলা!

শম্পা। সত্য যদি কুৎসিত হয় আমি কী করতে পারি?

মনোরমা। সব সত্য তুই জানিস না। জানিস না ঐ সাত বছর আমি কী-ভাবে কাটিয়েছিলাম। আমরা মেয়ে—একজন পুরুষ ছাড়া চলে না আমাদের—বড্ড একা লাগে, বড্ড ফাঁকা। আমরা আশ্রয় চাই।

শম্পা। 'আমরা' বোলো না। নিজের কথা বলো।

মনোরমা। আমি এত ক'রে বললাম, তবু তোর বাবা চ'লে গেলেন। আমার কথা শুনলেন না। আমার কথা ভাবলেন না।

শম্পা। তোমার বোধহয় তাঁর জন্য কষ্ট হয়েছিলো? সেই কষ্টে সান্ত্বনার জন্য—

মনোরমা (বাধা দিয়ে, ঠাণ্ডা গলায়)। আমি স্ত্রী। আমার প্রতি তাঁর কর্তব্য ছিলো।

শম্পা। কিন্তু তোমার কাছে তিনি কর্তব্য চাননি। এমন-কিছুই চাননি যা হৃদয়ের নয়, শুধু কর্তব্য। আর তুমি চেয়েছিলে তিনি তোমার আব্রু হ'য়ে, আড়াল হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকুন।

মনোরমা। হৃদয় নিয়ে কেউ বাঁচে না, শম্পা। যে যার নির্দিষ্ট কাজ ক'রে গেলে তবেই সংসার চলে।

শম্পা। তাঁর কর্তব্য সারা জগতে ছড়িয়ে ছিলো। তিনি মহৎ, তুমি স্বার্থপর।

মনোরমা। আমাকে স্বার্থপর হ'তে হয়েছিলো—তোদেরই জন্য। তোরা তিন ভাই-বোনই ছোটো তখন। অদ্রি প্রায় কোলের শিশু। যুদ্ধ চলছে। চারদিকে অশান্তি। কিছুরই কোনো স্থিরতা নেই। সেই অরাজকতার মধ্যে আমি একা—ছেলেমেয়ে নিয়ে—একজন স্ত্রীলোক।

শম্পা। মা, তুমি ওটুকুতেই ভয় পেয়েছিলে? জাপানিরা দুটো পটকা ছুঁড়েছিলো খিদিরপুরে, তাতেই আঁৎকে উঠেছিলে? কখনো কি লণ্ডন মস্কো বার্লিনের কথা ভাবোনি? হিরোশিমার কথা?

মনোরমা। যথেষ্ট—আমার পক্ষে ওটুকুই যথেষ্ট। যাদের মা হ'তে হয়, তাদের কাছে যুদ্ধের মতো বীভৎস কিছু নেই।

শম্পা। কিন্তু যোদ্ধারা পেছন থেকে মারে না। নিজেরাও মৃত্যুর মুখে দাঁড়ায়।

মনোরমা। আমি শৃঙ্খলা চাই। আমি শান্তি চাই।

শম্পা। রক্তের অক্ষরে লেখা : শান্তি। যুদ্ধ থেমে গেছে : থামলো কই?

মনোরমা। যা বলছিলাম বলতে দে। ঐ যখন জগৎটা যেন ওলোট-পালোট হ'য়ে যাচ্ছে, আমি দিশেহারা হ'য়ে পড়ছি, তখন অজেন আমার পাশে এসে দাঁড়ালো। এই সংসারের ভার তুলে নিলো সে। এমনি ক'রে কাটলো—একদিন না, দু-দিন না, সাত বছর। শেষ বছরটাতে এক টুকরো খবরও পাইনি। ইংরেজরা তাঁকে বিদ্রোহী ব'লে ঘোষণা করেছে। কোথায় লুকিয়ে আছেন জানি না। আছেন কিনা তাও জানি না। তারপর একদিন—দেশ তখন সদ্যোমাত্র স্বাধীন হয়েছে—হঠাৎ তিনি ফিরে এলেন।

শম্পা। স্বামী ফিরলেন স্ত্রীর কাছে—যে-মুহূর্তে সম্ভব হ'লো—সে-মুহূর্তেই।

মনোরমা। আগে আসেননি কেন? একবারও আসেননি কেন?

শম্পা। নিশ্চয়ই কোনো দুস্তর বাধা ছিলো।

মনোরমা। কী-বাধা? এমন-কী বাধা হ'তে পারে?

শম্পা। তা জানাবার সময় পেলেন কোথায়?

মনোরমা। ভাগ্য!

শম্পা। যুদ্ধের হাজার বিপদ—জঙ্গলের সাপজোঁক রোগের বীজাণু—সব পেরিয়ে এসে নিজের বাড়িতে—সত্যি ভাগ্য!

[একটু চুপচাপ]

মনোরমা। শম্পা, তুই কি আমার কথাটা বুঝবি না কখনো?

শম্পা। আমি আমার বাবার মেয়ে।

মনোরমা। অথচ আমিই তোকে গর্ভে ধরেছিলাম। জন্ম দিয়েছিলাম।

শম্পা। তুমি আমার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছো। তিনি নেই।

মনোরমা। পৃথিবীতে মায়েদের মতো দুঃখী আর কে? এক-একটা শিশু জন্মায়, বড়ো হয়—সব কষ্ট মায়েদের, সব খাটুনি মায়েদের—সব ত্যাগ, সব ধৈর্য, সব সেবা। বাবাদের কোনো অংশই নেই এতে। এক দেহের মধ্যে আর-এক দেহ, এক প্রাণে বাঁধা আর-এক প্রাণ—এ-সব তাঁদের ধারণার মধ্যে আসে না। তাঁরা আপন মনে থাকেন, সময় হ'লে একটু আদর করেন শিশুকে, ইচ্ছে হ'লেই দূরে চ'লে যান। আর সেই সন্তানই যখন বড়ো হ'য়ে মা-কে বলে—

শম্পা (বাধা দিয়ে)। থামো! ঐ হাম্বা রব আর সহ্য হয় না আমার। ঘেন্না করে।

মনোরমা। তোর ঘেন্না করে? 'মা' কথাটা শুনতে ঘেন্না করে?

শম্পা। বলো তো কেন?

মনোরমা। তুই অসুস্থ, তাই।

শম্পা। যদি অসুস্থ হই, চিকিৎসা কী? আমাকে সারিয়ে তুলতে পারো না?

মনোরমা। আমি তো তা-ই চেষ্টা করছি কতকাল ধ'রে। তোকে হাজারবার বলেছি, 'তোর যা ইচ্ছে তা-ই কর তুই, কিন্তু কিছু কর।' কিন্তু কলেজে তোর মন টিকলো না। নাচের স্কুল ছেড়ে দিলি। ফ্রেঞ্চ, সেতার, ছবি আঁকা—শুরু ক'রেই তোর অরুচি ধ'রে গেলো। চাইলাম বিদেশে পাঠাতে—ইংলণ্ড, ফ্রান্স, আমেরিকা, যেখানে চাস। তাও গেলি না।

শম্পা। অদ্রি ছোটো ছিলো, কিছু বোঝেনি। কিন্তু আমি কেন যাবো?

মনোরমা। জিগেস করতে পারি, কেন নিজের জীবনটাকে থেঁৎলে পিষে নষ্ট করলি?

শম্পা। আমি যা চাই তা-ই করেছি। তা-ই করছি।

মনোরমা। বল তুই, কার জন্য শোক করছিস? তাঁকে তোর কতটুকু মনে আছে?

শম্পা। আমাকে মনে রাখতে হ'লো—যাতে অন্যদেরও মনে পড়ে।

মনোরমা। এই দুঃখ তোর দুঃখ নয়, বিলাস।

শম্পা। আমাকে দেখে খুব বিলাসী মনে হয়—তা-ই না?

মনোরমা। ঐ ভিখিরির বেশে ঘুরে বেড়াতে লজ্জা করে না তোর?

শম্পা। আমি লজ্জা পেলে অন্যেরা লজ্জা পাবে কেমন ক'রে?

মনোরমা। দম্ভ—অমানুষিক দম্ভ। যেন জগতের দুঃখ তোরই একলার সম্পত্তি। আবার ঘটা ক'রে তার বিজ্ঞাপনও দেয়া চাই।

শম্পা (মা-র বেশবাসের দিকে তাকিয়ে)। অন্য কেউ বিধবা হ'লো না, কিন্তু কাউকে তো হ'তে হবে।

মনোরমা। ছি! তোর নির্লজ্জতার কি সীমা নেই?

শম্পা। কেউ-কেউ একে আদর্শ বলে, নিষ্ঠা বলে।

মনোরমা। আসল কথা কী, জানিস? তুই আমাকে কষ্ট দিতে চাস, তোর মা-কে কষ্ট দিতে চাস। তুই যা-কিছু করলি না, যা-কিছু করছিস—সবই ঐ জন্য। ঠিক বলছি কিনা, বল। (শম্পা চুপ।) তোর জ্বালায় অনেক জ্বলেছি আমি—জ্বলছি—এই বারো বছর ধ'রে। কিন্তু আর আমার সহ্য হয় না, শম্পা। এবার তোর বিষদৃষ্টি তুই তুলে নে—আমাকে বাঁচতে দে।

শম্পা। তুমি বাঁচতে চাও, মা? এখনো বাঁচতে চাও? যারা বেঁচে নেই তাদের কথা ভাবো না কখনো?

মনোরমা। কী নিষ্ঠুর তুই!

শম্পা। অনেকে শুধু অন্যের প্রতি নিষ্ঠুর। আমার আত্মপর ভেদ নেই।

মনোরমা। তবু আমাকে আবার কথা বলতে হবে—যেহেতু আমি মা।

[একটু চুপচাপ]

শম্পা। মা, তোমার নেকলেসের পাথরগুলো কী লাল! যেন রক্তের ফোঁটা। টাটকা তাজা ফোঁটা-ফোঁটা রক্তের মতো। তুমি কি এখনো লাল রং ভালোবাসো?

মনোরমা। আমার কুম্ভরাশিতে জন্ম, চুনি আর পান্নাতে আমার

মঙ্গল। তুই জন্মেছিলি মীনরাশিতে, তোর পক্ষে পোখরাজ ভালো, আর মুক্তো। তোর বিয়েতে কী-কী গয়না দেবো ভাবছিলাম।

শম্পা। ভুল করছো, বিয়ে কনকের।

মনোরমা (হঠাৎ কঠিন হ'য়ে)। শুনে রাখো, শম্পা, এবার তোমাকে বিয়ে করতে হবে।

শম্পা। ঘেন্না!

মনোরমা। আগে তোমার বিয়ে। তারপর কনকের। হ'তেই হবে। তোমার অবাধ্যতা অনেক সহ্য করেছি—আর না!

শম্পা। আমারও সহ্যের সীমা পেরিয়ে গেলো।

মনোরমা। যদি এবারেও রাজি না হও—তাহ'লে—

শম্পা। —তাহ'লে?

মনোরমা। তাহ'লে অন্য কিছু হবে। ভালো হবে না।

শম্পা। কী করবে? কী করবে তোমরা আমাকে নিয়ে?

মনোরমা। সন্তানের মঙ্গলের জন্য যা দরকার মনে হয়, তা-ই করবো।

[একটু চুপচাপ]

শম্পা। পাত্র কে?

মনোরমা। খুলে বলছি। জমির দালাল জনার্দন খুব ধ'রে পড়েছে। কিন্তু আমি তোমাকে অপাত্রে দিতে চাই না। সেই অভিজিৎ—চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট—মনে আছে? আজ হঠাৎ তার

একটা চিঠি পেলাম। সে এখনো বিয়ে করেনি। এখনো তার আশা—

শম্পা। আমি তো জনার্দনেও কোনো দোষ দেখি না। মুর্গি কি আর মোরগ বেছে নেয়?

মনোরমা। আমি ঠাট্টা করছি না, শম্পা। আমি জবাব চাই। স্পষ্ট জবাব।

শম্পা (একটু পরে)। আমাকে একটু ভাবার সময় দেবে না?

মনোরমা। নিশ্চয়ই। একদিন সময় দিচ্ছি।

শম্পা। মাত্র একদিন!

মনোরমা। এক রাত। আজকের রাতটা। অনেক সময়। প্রায় ষোলো ঘণ্টা। কাল সকালে তোমার উত্তর চাই। কালই ডেকে পাঠাতে চাই অভিজিৎকে। রাজি হ'লে তোমার ভালো হবে, মনে রেখো। আর না-হ'লে—পরে আমাকে দোষ দিয়ো না, বোলো না তোমাকে সাবধান করিনি। কাল সকাল পর্যন্ত সময়।

[ধীর গর্বিত পায়ে মনোরমা সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে গেলেন]

শম্পা। দুঃখ, এখন শুধু তুমি আর আমি—আর-কেউ নেই। এসো আমরা আসল কাজে ফিরে যাই।

[শম্পা সিঁড়ির তলার ঘরের দিকে চ'লে গেলো। একটু সময় মঞ্চ শূন্য। তারপর ডান দিক থেকে দ্রুত পায়ে ঢুকলো অদ্রিনাথ। একুশ বছরের যুবক। পরনে সরু ড্রেনপাইপ, কচিপাতা রঙের নাইলন শার্ট, সরু টাই,

মরচে-রঙের জ্যাকেট। পায়ে ছুঁচোলো ইটালিয়ান কায়দার জুতো। উড়ু-উড়ু সিঁথি-না-কাটা একমাথা চুল। মুখে ঠাণ্ডা দেশের স্বাস্থ্য ও অরুণিমা। কাঁধে প্লেনের ওভারনাইট-ব্যাগ, হাতে স্যুটকেস, পোর্টফলিও।]

অদ্রি। কেউ কোথাও নেই মনে হচ্ছে? (জিনিশগুলো মেঝেতে নামিয়ে) ব্যেরা! ব্যেরা! কোঁই হায়? সব ঘুমুচ্ছে নাকি?

[শম্পা বেরিয়ে এলো, এগিয়ে এলো আস্তে-আস্তে।]

অদ্রি (শম্পাকে দেখতে পেয়ে)। মেমসাব হায়? মিসিবাবালোগ? কাঁহা? উপরমে? মা আছেন বাড়িতে? দিদিমণিরা?

শম্পা। আপনি কাকে চান?

অদ্রি। কাউকে ডেকে বলো তো আমার জিনিশগুলো ওপরে নিয়ে যাক। (সিঁড়ির দিকে পা বাড়ালো।)

শম্পা (অদ্রির সামনে দাঁড়িয়ে)। আপনি কে?

অদ্রি। Sort of cheeky, this girl. (যাওয়া থামিয়ে) তোমাকে একটা কথা বলি, শোনো। ও-রকম নোংরা হ'য়ে আছো কেন তুমি? এ-বাড়িতে ওর চেয়ে ভালো জামা-কাপড় জোটে না?

শম্পা। আমার জামা-কাপড় নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না, ছোকরা। কী চাও তা-ই বলো। ডাক্তার কাঞ্জিলাল কি পাঠিয়েছেন তোমাকে?

অদ্রি (থমকে, শম্পার দিকে মন দিয়ে তাকিয়ে)। তুমি কে?

শম্পা। (অদ্রির দিকে মন দিয়ে তাকিয়ে)। তু মি কে?

[ভাই-বোনে তাকিয়ে রইলো পরস্পরের দিকে, নিঃশব্দে। অদ্রির মালপত্র চোখে পড়লো শম্পার, নিচু হ'য়ে লেবেলগুলো লক্ষ করলো। যখন সোজা হ'য়ে দাঁড়ালো, তার মুখের ভাব আশ্চর্য বদলে গেছে।]

শম্পা (রুদ্ধ স্বরে)। সত্যি? ··· সত্যি? ··· তুই!

অদ্রি। দি-দি! (দু-হাত বাড়িয়ে শম্পাকে জড়িয়ে ধরতে গেলো। কুঁকড়ে, পিছনে স'রে গেলো শম্পা।)

শম্পা। আমি পুরোনো কাগজপত্র ঘাঁটছিলাম। বড্ড ধুলো আমার গায়ে।

অদ্রি। ধ্যেৎ! ধুলো তো কী হয়েছে? (শম্পাকে জড়িয়ে ধরলো।) বাড়ির লোকজন সব কোথায়? মা? ছোড়দি?

শম্পা। আর-একজনের নাম করলি না?

অদ্রি। কে? ··· ও। (হালকা হেসে) দিদি, তুমি কি এখনো রেগে আছো? কী আশ্চর্য! ও-সব দেশে কতবার ক'রে বিয়ে করছে মেয়েরা, অল্প বয়সে বিধবা হ'লে তো কথাই নেই। আমার সেটাই ভালো লাগে। আর তাছাড়া—আমরা তো এখন বড়ো হয়েছি, দিদি।

শম্পা। আমার বাবার মতো মানুষ যার স্বামী, সে কোনো দেশেই আবার বিয়ে করে না।

অদ্রি (ব্যাপারটাকে হালকা করার চেষ্টা ক'রে)। এ-সব কথা এখন থাক। বলো, খবর বলো। আমি এলাম, আর তুমি কি মন-খারাপ ক'রে থাকবে? আমি তোমাকে দেবোই না মন-খারাপ করতে, দেখো।

শম্পা। বড়ো শক্ত কাজ, অদ্রি। পারবি?

অদ্রি। চেষ্টা করবো—যতদূর পারি। মা ঘুমুচ্ছেন নাকি? তাঁকে ডাকো।

শম্পা। তিনি এইমাত্র শুতে গেলেন ওপরে। কাল রাত্রে তাঁর ভালো ঘুম হয়নি।

অদ্রি (একটু নিরাশ হ'য়ে)। তাহ'লে থাক। ছোড়দি কোথায়?

শম্পা। কনক বেরিয়েছে। তার বিয়ে শিগগিরই।

অদ্রি। সত্যি? স্‌প্লেনডিড! খুব ভালো সময়ে এসে গেছি তাহ'লে।

শম্পা। হ্যাঁ, ঠিক সময়ে। একেবারে কাঁটায়-কাঁটায়।

অদ্রি। তোমরা বুঝি ভেবেছিলে আমি আর ফিরবো না?

শম্পা। আ মি তা ভাবিনি। কেউ কি নিজের দেশ ছেড়ে যায়? নিজের বাড়ি ছেড়ে যায়?

অদ্রি। বললে হয়তো রাগ করবে, কিন্তু যাকে বলে দেশের টান সেটা খুব ক'মে গেছে আমার। এ-ক'বছর খুব ঘুরে বেড়িয়েছি, জানো। প্রত্যেক ছুটিতে। য়োরোপ সত্যি আশ্চর্য। এক-এক সময় ইচ্ছে করে সেখানেই থেকে যাই।

শম্পা। তাহ'লে এলি কেন?

অদ্রি। বাঃ, তোমরা আছো না!

শম্পা। ঐ তো! নাড়ির টান, রক্তের টান। না-এসে তোর উপায় কী? ··· আয় বসি এখানে। (দু-জনে সোফায় বসলো, পাশাপাশি।) কোটটা খুলে ফ্যাল। গরম লাগছে না? (অদ্রির কোট খুলে ফেলতে সাহায্য করলো শম্পা, নেকটাই খুলে দিলো।) জুতোটাও খোল। আরাম ক'রে বোস। আমি খুলে দিই জুতোটা?

[নিচু হ'য়ে অদ্রির জুতো খুলে দিতে উদ্যত হ'লো শম্পা। অদ্রি তাকে হাতে ধ'রে বাধা দিলো।]

অদ্রি। ছি! কী করছো!

শম্পা। কেন, দোষ কী? ছেলেবেলায় তুই জুতো পরতে চাইতিস না কিছুতেই। আমিই পরিয়ে দিতাম, ছাড়িয়ে দিতাম। (অদ্রির জুতো খুলে নিয়ে) বাঃ, বড়ো সুন্দর তো জুতো-জোড়া।

অদ্রি (খুশি হ'য়ে)। রোমে কিনেছিলাম। এই ফ্যাশনটা নতুন বেরিয়েছে। (একটু চুপ ক'রে থেকে) দিদি, একবার আথেন্সে যেয়ো কখনো। সারা পৃথিবীতে ও-রকম কিছু নেই। পার্থেননের মতো কিছু নেই। আমি কিন্তু ভেবেছিলাম তুমি লণ্ডনে পড়তে আসবে। গ্র্যাণ্ড হ'তো তুমি এলে। কত বার লিখলাম—জবাবও দিলে না।

শম্পা। তুই লিখেছিলি? আমাকে চিঠি লিখেছিলি?

অদ্রি। সে কী! পাওনি? ··· সত্যি? একটাও না? (তার মুখে ছায়া পড়লো, দিদির চোখে তাকিয়ে রইলো একটুক্ষণ।) দিদি, তোমার চেহারা এত—এত বদলে গেলো কী ক'রে?

শম্পা। আমার সঙ্গে তোকে বিলেতি ভদ্রতা করতে হবে না। বল না আমি দেখতে বিশ্রী হ'য়ে গিয়েছি। ওরা আমাকে ডাইনি বলে—বোধহয় ভুল বলে না। (ছোট্ট হাসলো।)

অদ্রি। ওরা—কারা?

শম্পা। যাঁকে আমরা মা ডাকি। তিনি যাঁকে স্বামী বলেন।

[অদ্রি মাথা নিচু করলো। একটু চুপচাপ।]

অদ্রি (মুখ তুলে)। দিদি, তুমি কি ভালো নেই? কষ্টে আছো?

শম্পা। তুই কলকাতায় ক-দিন আছিস ?

অদ্রি। বেশিদিন না। এই—সপ্তাহ দুই। পথে একবার জাপানটাও দেখতে চাই। তারপর বার্কলি।

শম্পা। তুই আমেরিকায় যাচ্ছিস জানতাম না।

অদ্রি। জানতে না? আশ্চর্য! মা কি আমার কথা কিছুই বলেন না তোমাদের? (শম্পা চুপ।) আমি আসছি তাও কি বলেননি ?

শম্পা। তুই খবর দিয়েছিলি নাকি ?

অদ্রি। মা-কে টেলিফোন করেছিলাম। আথেন্স থেকে। জানো না কিছু ?

শম্পা। কবে ? কখন ?

অদ্রি। কাল রাত্রে। মানে, আজ ভোরে। মানে, কলকাতায় তখন প্রায় ভোর। কথা ছিলো কাল সন্ধে নাগাদ পৌঁছবো। হঠাৎ আগে চ'লে এলাম।

শম্পা। ও, তাই! তাই! এইজন্যে ষোলো ঘণ্টা সময়! (হঠাৎ, আবেগের উচ্ছ্বাসে অদ্রিকে জাপটে ধ'রে) অদ্রি! আমার ভাই! আমার বন্ধু!

অদ্রি (একটু স'রে গিয়ে)। কী হয়েছে, দিদি ?

শম্পা। পরে শুনিস। (মুগ্ধ চোখে অদ্রির দিকে তাকিয়ে) এখন একটু গল্প করি, আয়। ছেলেবেলার মতো। তোর মনে আছে আমি যখন তোকে 'সহজ পাঠ' পড়াতাম ?

অদ্রি (তার চোখেও মুগ্ধতা)। 'ছোটো খোকা বলে অ আ—শেখেনি সে কথা কওয়া।' (সরল সুখে হাসলো।)

শম্পা। তুই বলতিস—'ছটো খোকা'। আমি অনেক ক'রে 'ছোটো' বলতে শিখিয়েছিলাম। আর 'হ ক্ষ'-তে এসেই কী কাশির ধুম।

অদ্রি (আবৃত্তি ক'রে)। 'শাল মুড়ি দিয়ে হ ক্ষ—কোণে ব'সে কাশে খ ক্ষ।'

শম্পা। বাঃ, মনে আছে!

অদ্রি। এ-সব আবার কেউ ভোলে নাকি! আর দিদি—সেই 'কিঞ্চিৎ বিস্কুট'!

শম্পা (আবৃত্তি ক'রে)। 'বাঞ্ছা আমার জন্য চা নিয়ে আসুক আর কিঞ্চিৎ বিস্কুট।'

অদ্রি। ঐ 'কিঞ্চিৎ' কথাটা কী যে ভালো লাগতো আমার! ভাবতাম, একদিন রাত ভ'রে ঝড়-বৃষ্টি হোক, আর ভোর না-হ'তে কেউ নিয়ে আসুক আমার জন্যে চা আর 'কিঞ্চিৎ বিস্কুট'। দু-খানা গোল-গোল বিস্কুট চোখে দেখতে পেতাম। গন্ধ পেতাম বিস্কুটের, চায়ের।

[একটু চুপচাপ]

শম্পা। কতকাল পরে এলি। হঠাৎ। একেবারে হঠাৎ। ঠিক বাবার মতো। তাঁকে মনে আছে তোর? বাবাকে মনে আছে?

অদ্রি। কী ক'রে মনে থাকবে? আমার জ্ঞান হ'লো—তখন থেকেই তিনি যুদ্ধে।

শম্পা। আর সে দি ন—সেদিনও তুই এখানে ছিলি না। আশ্বিন মাস, ঝকঝকে রোদ্দুরের দিন। বিকেলবেলা একটা ট্যাক্সি

ঢুকলো গেট দিয়ে। আমি ওপর থেকে দেখতে পেয়েছিলাম। সকলের আগে দেখতে পেয়েছিলাম। ছুটে নেমে এলাম আমি, ঝাঁপিয়ে পড়লাম বাবার ওপর। হঠাৎ আমাকে চিনতে পারেননি, জানিস—অনেক দিন পরে তো, আর বড়ো হ'য়েও গিয়েছি, শাড়ি পরছি। তারপর—অত বড়ো ষোলো বছরের মেয়ে আমি, আমাকে একেবারে পাঁজাকোলা ক'রে তুলে নিলেন, গালে চুমো খেলেন। কী মিষ্টি তাঁর গায়ের গন্ধ—না, মিষ্টি না, চমৎকার পুরুষালি গন্ধ একটা। পরনে ছিলো খাকি স্যুট, নীল নেকটাই—কী সুন্দর দেখাচ্ছিলো কী বলবো। তোর চেয়ে লম্বা, এতটা চওড়া বুক। খশখশে নীলচে গাল। তক্ষুনি টেলিফোন করলেন দিগ্বিদিকে। তারপর গাড়ি নিয়ে বাজার করতে বেরোলেন। আমি সঙ্গে। সারাক্ষণ আমি সঙ্গে। কত কিছু কেনা হ'লো, কত জায়গায় ঘোরা হ'লো, কত রকম রান্না হ'লো, রাত্রে কত লোক এলো বাড়িতে। হাসি, গল্প, আনন্দ, বাবা যেন ফুর্তির ফোয়ারা। আমি সারাক্ষণ ছিলাম তাঁর কাছে, গা ঘেঁষে ব'সে ছিলাম। খাকি ছেড়ে একটা নীল প্যান্ট পরলেন, শাদা শার্ট—তখন তাঁকে আরো সুন্দর দেখালো। দশটা যখন বেজে গেলো, মা আমাকে খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়তে বললেন। বাবা বললেন, 'আহা থাক না, আজ না-হয় নিয়মের ব্যাঘাত হ'লো।' কিন্তু মা জোর করলেন। আর আমি (হাত মুঠ ক'রে, শূন্যে বাড়ি দিয়ে)—আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম—অদ্রি, আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

অদ্রি। থাক, দিদি।

শম্পা। না, শোন। বড়ো হয়েছিস, এখন তোকে সব বলা যায়। ঘুমের মধ্যে একটা বিকট শব্দ বিঁধলো আমাকে। ছুটে বেরিয়ে এলাম, এসে দেখি—কুকুর, মানুষ রক্তাক্ত হ'য়ে প'ড়ে আছে। ঠোঁট নড়ছিলো তখনও—একটা ঝাপসা গোঁ-গোঁ আওয়াজ। একটু পরে থেমে গেলো।

অদ্রি। দিদি, কেন মিছিমিছি এ-সব বলছো?

শম্পা (একটু চুপ ক'রে থেকে, নিশ্বাস নিয়ে)। রাক্ষুসিটার তিনটে নাতি-নাৎনিকে এখনো পোষা হচ্ছে এই বাড়িতে। খাওয়ানো হচ্ছে, বেড়ানো হচ্ছে, আদর করা হচ্ছে।

অদ্রি (দুর্বলভাবে)। ওদের আর দোষ কী।

শম্পা। আমি কি জন্তুগুলোকে দোষ দিচ্ছি? ··· আমাকে কী করেছিলো, জানিস? ওষুধ গিলিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিলো। ঐ অজেন ডাক্তার—ফাঁকি দিয়ে! প্রাণ ভ'রে কাঁদতে পর্যন্ত দিলো না আমাকে, একবার শেষ দেখা দেখতে দিলো না। যখন জেগে উঠলাম, তখন আর কিছু নেই, কিছুই নেই। মানুষটা হারিয়ে গেছে, মিলিয়ে গেছে—লুপ্ত, নিশ্চিহ্ন, চিরকালের মতো।

[কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ]

অদ্রি। তুমি—শ্মশানে যাওনি?

শম্পা। কোথায় আর যেতে পারলাম। ঘুমই ভাঙলো না। ওরা হুড়হুড় ক'রে সব চুকিয়ে দিলো।

অদ্রি (হঠাৎ)। কী-রকম বিছানায় তাঁকে নিয়ে গিয়েছিলো? জানো?

শম্পা। তা-ই বা কী ক'রে জানবো। কিন্তু ও-কথা কেন জিগেস করছিস?

অদ্রি (চুলের মধ্যে আঙুল চালিয়ে)। এমনি। জানো, দিদি—এত ঘোরাঘুরি করেছি, কিন্তু আথেন্সে আগে কখনো যাইনি। গিয়ে মনে হ'লো—দেবদেবীরা গল্প নয়, রূপকথা নয়, তাঁরা সত্যি—আথেন্সে তাঁরা আছেন এখনো। (ঈষৎ স্বপ্নাবিষ্টভাবে) রাত তখন বারোটা, আমি মা-কে ফোন ক'রে হোটেলের বারান্দায় বসলাম। বোধহয় পূর্ণিমা ছিলো, রাস্তায় নানাদেশের মানুষ, সবাই যেন এই জ্যোছনা রাতে পুজো দিতে এসেছে। আমি পার্থেননের দিকে তাকিয়ে আছি। তিনবার গিয়েছি সারাদিনে, খানিক আগে ফিরে এসেছি—তবু আশ মিটছে না। শাদা, সরল সারি-সারি থাম, ছাদ ভাঙা, কত কিছু নষ্ট হয়েছে, অন্যেরা নিয়ে গেছে—তবু, জীবন্ত। যাকে বলে জীবন্ত মন্দির, তা-ই। কখন যেন ব'সে-ব'সেই তন্দ্রা এলো, স্বপ্ন দেখলাম।

শম্পা (অদ্রির মুখের কাছে ঝুঁকে)। স্বপ্ন? স্বপ্ন দেখলি?

অদ্রি (নিচু গলায়)। বাবাকে দেখলাম।

শম্পা (উদ্গত চীৎকার চাপা দিয়ে)। বাবাকে!

অদ্রি। মুখটা যে চেনা তা নয়, কিন্তু ঠিক বুঝলাম—বাবা। শুয়ে আছেন, বড্ড ফ্যাকাশে। 'আমার বিছানা বড়ো ময়লা, চাদরটা বদলে দে।' স্পষ্ট যেন শুনলাম এই কথা। 'বিছানা ময়লা, বদলে দে।' আওয়াজটা মিলিয়ে যেতে-যেতে ঘুম ভেঙে গেলো।

শম্পা (রুদ্ধস্বরে)। তারপর?

অদ্রি। হঠাৎ মনে হ'লো, এক্ষুনি কলকাতায় চ'লে যাই। কেমন যেন অস্থির লাগলো। বেরিয়ে এলাম; দুটো-তিনটে এয়ার-লাইন ঘুরে একটা লুফটহানজায় জায়গা পাওয়া গেলো। এক ঘণ্টার মধ্যে ছাড়বে। গুছিয়ে নিলাম কয়েক মিনিটে; প্লেনে উঠে মনে হ'লো বোকামি করলাম—ছেলেমানুষি। আর-একটা দিন আথেন্সে থাকলাম না! আবার কবে আসবো!

শম্পা। (উঠে দাঁড়িয়ে, উদ্ভাসিত মুখে, বিজয়ের ভঙ্গিতে)। ভগবান, তুমি তাহ'লে আছো! ভালোবাসা, তুমি তাহ'লে মিথ্যে নও!

অদ্রি (অবাক হ'য়ে, আস্তে-আস্তে উঠে দাঁড়িয়ে)। দিদি, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। মনে হচ্ছে অনেক-কিছু আমি জানি না এখনো। তোমাকে কেমন অচেনা লাগছে।··· কী হয়েছে, দিদি? কী হয়েছে?

শম্পা। কাছে আয়। (অদ্রি এগিয়ে এলো, শম্পা তার গলা জড়িয়ে ধ'রে ফিশফিশ ক'রে কথা বললো।)

অদ্রি (ছিটকে স'রে গিয়ে)। ক্-কী? কী বললে? পাগলা-গারদ? (শম্পা আস্তে মাথা নাড়লো।) না! না! না! (তার চোখে আতঙ্ক।)

শম্পা (তার চোখে অস্বাভাবিক দীপ্তি)। ঐ শোন, আমার বুকের মধ্যে ঘণ্টা বেজে উঠলো। (অদ্রির মাথাটা তার বুকের কাছে নামিয়ে আনলো।) তোকেও তিনি আদেশ দিয়েছেন। ঋণশোধ হবে। পণরক্ষা হবে। তৃষ্ণা আর থাকবে না আকাশে, শুদ্ধ হবে বাতাস, গানে ভ'রে উঠবে বর্ষার দুপুর। শুধু এটুকু—শুধু এটুকু আমি চেয়েছিলাম, অদ্রি। তারই জন্য আমার পথ চেয়ে

থাকা। তোরই জন্য। তারপর—তুই আর আমি একসঙ্গে। জেলখানায়, পাগলা-গারদে—কী এসে যায়? আমরা দুই পাখি—সমুদ্রের পাখি—স্বাধীন।

[শম্পার দিকে তাকিয়ে রইলো অদ্রি — ভীত, নির্বাক, নিষ্পলক।]

শম্পা। অমন ক'রে তাকিয়ে আছিস কেন? আমাকে সত্যি পাগল ভাবছিস?

অদ্রি। ন্‌না। আমি তা ভাবছি না। ··· বলো, দিদি, আমি কী করবো—আমি কী করতে পারি?

শম্পা (ঠোঁটে আঙুল রেখে)। চুপ! সিঁড়িতে শব্দ। উনি আসছেন।

অদ্রি (ফিশফিশ ক'রে)। কে? মা?

শম্পা (ফিশফিশ ক'রে)। অদ্রি—সাবধান! একটি কথা না! পরে তোকে সব বলবো।

[মনোরমাকে সিঁড়ির বাঁকে দেখা গেলো। বেশবাস আগের মতোই।]

মনোরমা (দু-ধাপ নেমে, প্রথমে শম্পাকে দেখতে পেয়ে)। এখানে এত চ্যাঁচামেচি কেন? তুই কার সঙ্গে কথা বলছিলি? কোথাও একটু শব্দ হ'লেই আমার ঘুম ভেঙে যায়। তুই কি আমাকে শান্তিমতো ঘুমোতেও দিবি না?

শম্পা (শান্ত গলায়)। মা, কে এসেছে দ্যাখো।

[মনোরমা এবার অদ্রিকে দেখতে পেলো, পা বাড়িয়ে থেমে গেলো সিঁড়িতে। শম্পা একটা দ্রুত দৃষ্টি ছুঁড়ে দিলো তার দিকে। একবার

অদ্রির দিকে, আর-একবার শম্পার দিকে তাকালো মনোরমা, তার
মুখে ফুটে উঠলো একই সঙ্গে আনন্দ আর ভয়।]

অদ্রি (সিঁড়ির তলায় দাঁড়িয়ে, উৎফুল্ল স্বরে)। মা, আমি এসেছি। আমি!

[মনোরমা নেমে এলো, সিড়ির শেষ ধাপে এসে অদ্রির দু-গালে দুই
হাত রাখলো, একটু তাকিয়ে রইলো তার দিকে।]

অদ্রি (হেসে)। কী, মা? বিশ্বাস হচ্ছে না যে আমি?

মনোরমা (বিহ্বল গলায়)। অদ্রি! আমার আদর! আমার আতুলসোনা! কত বড়ো হ'য়ে গেছিস। (অদ্রির কপালে চুমো খেলো, কুঁকড়ে স'রে গেলো অদ্রি।) কী—এখন বুঝি আদরে লজ্জা করে? কিন্তু মা-র কাছে ছেলে কি আর বড়ো হয় কখনো!

অদ্রি। কেমন আছো, মা?

মনোরমা। কেমন দেখছিস?

অদ্রি (হাসি-ভরা গলায়)। ভালো। খুব ভালো। খুব সুন্দর দেখাচ্ছে তোমাকে।

মনোরমা। আপন মা-কে কে না সুন্দর দ্যাখে!

অদ্রি (হঠাৎ, অন্য রকম গলায়)। মা, অত গয়না পরেছো কেন?

শম্পা। দেখেছিস, অদ্রি, মা-র নেকলেসের পাথরগুলো কী সুন্দর! জ্বলজ্বলে লাল—টাটকা তাজা ফোঁটা-ফোঁটা রক্তের মতো। (অদ্রি মা-র গলার দিকে তাকালো।)

মনোরমা। ও-সবের দ্রব্যগুণ আছে। ধারণ করা ভালো। তুই বিয়ে করলে সব তোর বৌয়ের হবে। ··· শম্পা, কী অদ্ভুত রে তুই, এখানেই ব'সে ছিলি অদ্রিকে নিয়ে? ওপরে গেলি না? আমাকে ডাকলি না?

শম্পা। অদ্রি আমাকে বারণ করলো তোমার ঘুম ভাঙাতে। বিলেতি আদবকায়দা শিখেছে তো।

অদ্রি (তাড়াতাড়ি)। আমি—আমি এইমাত্র এলাম, মা। এই একটু আগে।

শম্পা (সরু চোখে মা-র দিকে তাকিয়ে)। মা, অদ্রি কেমন হঠাৎ চ'লে এলো—কাউকে কোনো খবর না-দিয়ে! ঠিক বাবার মতো—না?

মনোরমা (ঈষৎ ফ্যাকাশে হ'য়ে)। তা ঘরের ছেলে ঘরে ফিরবে, তাকে আবার খবর দিতে হবে কেন? (অদ্রি মা-র দিকে তাকালো, মনোরমা চোখ নামিয়ে নিলো।)

অদ্রি (গম্ভীর গলায়)। ঠিক বলেছো, মা। আমি বাড়ির ছেলে—আমাকে আবার খবর দিতে হবে কেন? (একটু পরে, চেষ্টাকৃত হালকা সুরে) হঠাৎ তোমাকে দেখতে খুব ইচ্ছে করলো, মা। তাই এলাম।

মনোরমা (খুশি হ'য়ে—তাড়াতাড়ি)। শোন, অদ্রি, এখনই বলি কথাটা। তুই আর দেশের বাইরে যাস না। এখানে থাক—নিজের বাড়িতে—মা-র কাছে। তোকে আমি পুরো তেতলাটা ছেড়ে দেবো। সাজিয়ে দেবো তোর মনোমতো ক'রে। তোরই বাড়ি—তোরই ইচ্ছেমতো সব চলবে। (ছেলের গা ঘেঁষে

দাঁড়িয়ে) কেমন, থাকবি তো? (অদ্রি কুঁকড়ে স'রে গেলো।)

শম্পা। সত্যিকার পুরুষ মা-র আঁচল ধ'রে ব'সে থাকে না।

মনোরমা। অদ্রি—থাকবি না? আবার চ'লে যাবি?

অদ্রি। আমাকে যে—আমাকে যে বার্কলিতে যেতে হবে, মা। যাবো ব'লে লিখে দিয়েছি।

মনোরমা। অদ্রি, আমি বুড়ো হ'য়ে যাচ্ছি—

অদ্রি। না, না—তুমি বুড়ো হওনি, একটুও বুড়ো দেখায় না তোমাকে। (একবার শম্পার, একবার মা-র দিকে তাকিয়ে) তুমি ঠিক একই রকম আছো। কিন্তু দিদিকে দেখে—আমি হঠাৎ চিনতে পারিনি, জানো।

মনোরমা (নিষ্প্রাণ গলায়)। তা-ই নাকি? তা বার্কলিতে তোকে যেতেই হবে?

অদ্রি। ওরা আমাকে একটা ফেলোশিপ দিয়েছে—খুব ভালো সেটা। তোমার আর কিছু খরচ হবে না আমার জন্য।

মনোরমা। আ-হা, কথা শোনো ছেলের! আমি যেন খরচের ভয়ে কাঁপছি। আমার যা-কিছু আছে সবই তো তোর। মেয়ে হ'লো জন্ম-পর, ছেলেই আসল।—একটা সুখবর শোন। তোর ছোড়দির বিয়ে।

অদ্রি (বিস্ময়ের ভান করে, নিষ্প্রাণ স্বরে)। তা-ই নাকি? বাঃ, খুব সুখের কথা।

মনোরমা (একটু পরে, সতর্কভাবে)। তোর দিদিরও বিয়ে হ'তে পারে।

অদ্রি (সত্যিকার অবাক হ'য়ে)। দিদির বিয়ে? দিদির? (শম্পার দিকে তাকাতে গিয়ে চোখ সরিয়ে নিলো।)

শম্পা (হঠাৎ, করুণ ভঙ্গিতে)। তোমার দুটি পায়ে পড়ি, মা, আমাকে বিয়ে করতে বোলো না।

মনোরমা (কোমল স্বরে)। এই এক অদ্ভুত জেদ তোর দিদির, বিয়ে করবে না। এদিকে কনকের বিয়ে ঠিক হ'লো—আগে শম্পার না-হ'লে কি ভালো দেখায়? এমনিতে একটা নিয়মও তো আছে আমাদের দেশে। এবারে তুই এসে গেলি, অদ্রি, দ্যাখ না যদি ব'লে-ক'য়ে রাজি করাতে পারিস।

শম্পা। অদ্রি, তুই যোগ-বিয়োগ জানিস তো। কেউ দু-বার, কেউ একবারও নয়—তবে তো হিশেব মিলবে।

মনোরমা। আমার হিশেব অন্য রকম। দুঃখ আছে জীবনে, কিন্তু তবু তো মানুষ সুখী হবারই চেষ্টা করে।

শম্পা। মাছিরা রক্তপুঁজ খেয়ে সুখী। ব্যাঙের স্বর্গ নর্দমা।

মনোরমা। শুনলি, অদ্রি? তোর দিদির কথাটা শুনলি?

অদ্রি (উন্মনভাবে)। তোমাদের এ-সব ব্যাপারে আমাকে জড়িয়ো না, মা। আমি কিছুতে নেই। (দূরে স'রে গেলো।)

[অজেন ঢুকলো ডান দিকের দরজা দিয়ে। তার পরনে প্যাণ্ট, বুশ-শার্ট। ঢুকেই থমকে দাঁড়ালো দরজার ধারে, তার চোখ স'রে-স'রে গেলো শম্পা থেকে অদ্রির, অদ্রি থেকে মনোরমার দিকে, ক্ষণিকের জন্য চোখোচোখি হ'লো মনোরমার সঙ্গে। কালো হ'য়ে ছায়া পড়লো অজেনের মুখে, কিন্তু তক্ষুনি, মুখে হাসি ফুটিয়ে, সে অদ্রির দিকে এগিয়ে গেলো। শম্পা বেরিয়ে গেলো অলক্ষিতে, নিঃশব্দে।]

অজেন (দরাজ গলায়)। Hullo, my boy. Nice to see you. (হাত বাড়িয়ে দিলো।)

অদ্রি (হাত বাড়িয়ে দিয়ে)। Hullo. (বিলেতি কায়দায় করমর্দন করলো দু-জনে।)

অজেন। Welcome home.

অদ্রি। আমি—হঠাৎ চ'লে এলাম।

অজেন। খুব ভালো! খুব ভালো! বাঃ, চেহারাটি চমৎকার বাগিয়েছো তো। একেবারে নব্যযুবক! দেখেছো, রমা, এ-রকম স্বাস্থ্য কি আর এ-দেশে থাকলে হ'তো কখনো! So you are a B. A., Cantab! Wonderful! তারপর—তুমি কি বার্কলির পথে, না ঘরের ছেলে ঘরে ফিরলে?

অদ্রি (উন্মনভাবে)। বার্কলি? ··· হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। আমাকে যেতে হবে। (একটু পরে, হঠাৎ, যেন অন্য কিছু ভেবে নিয়ে) মানে—আমার সেখানে পৌঁছবার কথা পঁচিশ তারিখে, কিন্তু—কী করবো ঠিক বুঝতে পারছি না।

মনোরমা (তার মুখ উজ্জ্বল)। তাহ'লে—যাচ্ছিস না? এই ঠিক তো?

অদ্রি। ভাবছি। (একটু পরে) জানো মা, যাকে বলে দেশের টান তা আমার কিছুই নেই। কিন্তু অন্য একটা জিনিশ আছে—নাড়ির টান, রক্তের টান—এখানে এসেই তা টের পাচ্ছি। কেমন মনে হচ্ছে (ঘরের চারদিকে তাকিয়ে) এটাই আমার ঠিক জায়গা।

মনোরমা (গ'লে গিয়ে)। আমার অদ্রি! আমার আদর! (অজেনকে) তুমি একটু বুঝিয়ে বলো, ওকে থেকে যেতে বলো।

অজেন। সাবালক ছেলে—যা নিজে ভালো বোঝে তা-ই করবে। আমাদের দেশে মা-বাবারা বড়ো বেশি হস্তক্ষেপ করেন, ছেলেরা তাই পুরোপুরি মানুষ হ'তে পারে না। ঠিক বলিনি, অদ্রি? (সস্নেহ ভঙ্গিতে অদ্রির কাঁধে হাত রাখলো, অদ্রি স'রে গেলো।) Have a smoke? (অদ্রির সামনে সিগারেট-কেস খুলে ধরলো।)

অদ্রি। থ্যাঙ্কিউ। (সিগারেট নিতে গিয়ে থেমে গেলো।) এখন না—পরে।

অজেন (অতিরিক্ত সহৃদয়তার সুরে)। বাঃ, নাও না। বিলেতে মানুষ হ'য়েও ও-সব সেকেলেপনা আছে নাকি তোমার? শোনো, একটা সাফ কথা বলি। আমাকে কিন্তু গুরুজন-ফুরুজন ভেবো না। We are friends. O. K? (আবার সিগারেট-কেস বাড়িয়ে দিলো।)

অদ্রি (সিগারেট নিয়ে, নিখুঁত বিলেতি সৌজন্যের সুরে)। Thank you, sir. (অজেনের লাইটারে সিগারেট ধরিয়ে) মা, এখন একটু চা খেলে হয় না?

মনোরমা (ব্যস্ত হ'য়ে)। নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই! কী কাণ্ড, আমার খেয়ালই হয়নি এতক্ষণ—তোকে দেখে সব ভুলে গিয়েছিলাম। (বাঁ দিকের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে) বেয়ারা, চা! কী খাবি, বল, চায়ের সঙ্গে? স্যাণ্ডুইচ, না লুচি? আয় না খাবার ঘরে গিয়ে বসি সবাই।

অদ্রি। আমি চট ক'রে একটু স্নান ক'রে আসি, মা।

মনোরমা। দেরি করিস না, চা হ'য়ে যাবে এক্ষুনি। ওপরে চ'লে যা,

তোর জিনিশগুলো পাঠিয়ে দিচ্ছি। ··· আমিও আসছি এক্ষুনি, যদি কিছু দরকার হয়—

অদ্রি। ব্যস্ত হোয়ো না। কিছু লাগবে না আমার।

[অদ্রি সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে গেলো। সে অদৃশ্য হওয়ামাত্র বদলে গেলো অজেনের মুখের ভাব, মনোরমারও। কাছাকাছি দাঁড়ালো দু-জনে, দু-জনেই চিন্তান্বিত।]

অজেন। কখন এলো ?

মনোরমা। ঠিক জানি না। আমি একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। নিচে এসে চমকে উঠলাম।

অজেন। ডাইনিটাও ছিলো ?

মনোরমা। ছিলো। (অজেনের মুখ মেঘাচ্ছন্ন) অত ভাবছো কেন ? একটা অসহায় মেয়ে—তাকে তোমার এত ভয় ?

অজেন। এখন আর অসহায় নেই।

মনোরমা। কিন্তু আমার ছেলে আমাকে ভালোবাসে—বাসবে। 'রক্তের টান' বললো শুনলে না ?

অজেন (অনেকটা আপন মনে)। এদিকে আমি সব ব্যবস্থা ক'রে এলাম। কাঞ্জিলাল কাল সকালে লোকজন পাঠিয়ে দেবে। কিন্তু—অদ্রি এই এলো—আর সঙ্গে-সঙ্গে তার দিদিকে—না, বরং দেখা যাক দু-চারদিন—চোখে-চোখে রাখতে হবে ওদের, তারপর যদি (কথা শেষ না-ক'রে)—কেন একদিন আগে চ'লে এলো বললো কিছু ?

মনোরমা (বিগলিতভাবে)। বললো, 'তোমাকে হঠাৎ দেখতে ইচ্ছে করলো, মা।'

অজেন (অনেকটা আপন মনে)। অদ্রি বোধহয় বার্কলিতেই চ'লে যাবে। বেশিদিন এখানে থাকবে না। তাহ'লে ··· শম্পার ব্যবস্থা ··· পরে করলে ··· ক্ষতি কী ?

মনোরমা। আমি বলি, শোনো। কাল কাঞ্জিলালের লোকজন আসে তো আসুক। সুবিধে না বোঝো, চ'লে যেতে বোলো। কেউ তো বুঝবে না ওরা কে, কেন এসেছিলো। আমি আজ শম্পার কথা বুঝিয়ে বলবো অদ্রিকে। বড়ো হয়েছে, বুদ্ধিমান ছেলে, বিলেতে মানুষ, সে নিশ্চয়ই অবুঝ হবে না। ··· আর তাছাড়া, শম্পার যদি হঠাৎ বিয়েতে মত হ'য়ে যায়, তাহ'লে তো কথাই নেই। ··· আমি কী চাই তা তো জানো। অদ্রি থাকবে, শম্পা থাকবে না—এ-ই আমি চাই।

অজেন। তুমি অদ্রিকে চাও ? (একটু পরে) লক্ষ করেছো, কী-রকম ওর বাবার মতো দেখতে হয়েছে ? ছেলেবেলায় কিন্তু বোঝা যায়নি। কপাল, ঠোঁট—প্রায় চমকে উঠতে হয়।

মনোরমা। তা-ই তো। ··· হ্যাঁ ··· ঠিক বলেছো। এমনকি গলার আওয়াজটা—

অজেন। একেবারে ইন্দ্রনাথের।

[পরস্পরের চোখে চোখ রাখলো দু-জনে। যবনিকা নামলো।]

তৃতীয় অঙ্ক

[কয়েক ঘণ্টা পরে, ড্রয়িংরুমের একই অংশে যবনিকা উঠলো। মনোরমা একলা ব'সে। তার বেশবাস অন্য রকম। হালকা রঙের কটকি শাড়ি, শাদা ব্লাউজ়, কপালে সিঁদুরের টিপ। গায়ে অলংকার অল্প। তার মুখের ভাব প্রফুল্ল।

রাত এখন সাড়ে-এগারোটা।

ট্রেতে কফি সাজিয়ে, বাঁয়ের দরজা দিয়ে কনক ঢুকলো]

কনক। মা, অদ্রি কোথায়?

মনোরমা। এক্ষুনি দেখলাম তো খাবার ঘরে।

কনক। বললো কফি খাবে—(একটি টিপয়ের উপর ট্রে নামিয়ে রাখলো।)

মনোরমা। জ্যাসমিনকে নিয়ে বারান্দায় গেছে বোধহয়।

কনক। জ্যাসমিন চ'লে গেলো দেখলে না ?

মনোরমা। ও—হ্যাঁ, আজ কেমন ভুল হচ্ছে আমার। সব অন্য রকম লাগছে।

কনক (মুচকি হেসে, মা-র সঙ্গে নতুন অন্তরঙ্গতার সুরে)। তুমি যা ভাবছো তা নয়, মা। জ্যাসমিন—মঞ্জুলা—কস্তুরী—মেয়েগুলো তো রঙ্গভঙ্গ কম করলো না, কিন্তু অদ্রি যেন কাঠ হ'য়ে রইলো।

মনোরমা (সহাস্যে, মেয়ের সঙ্গে নতুন অন্তরঙ্গতার সুরে)। কাউকে মনে ধরেনি আরকি। বিলেতে হয়তো আছে অন্য কেউ।

কনক। আমার তা মনে হয় না। অদ্রিটা যেন কেমন হ'য়ে এসেছে এবার।

মনোরমা (ঈষৎ তীক্ষ্ণ স্বরে)। কেমন আবার হবে। তার জন্যেই তো এ-বাড়িতে এত আনন্দ আজ।

কনক (অভিমানের সুরে)। আর-একটা কারণ ভুলে যাচ্ছো।

মনোরমা (সস্নেহে, কনকের পিঠে হাত রেখে)। না রে না, ভুলিনি। কিন্তু কী ভাগ্য বল দেখি—তোর বিয়ে ঠিক হ'লো, আর অদ্রিও এসে গেলো সঙ্গে-সঙ্গে।

কনক (প্রশমিত)। তা সত্যি। কিন্তু জানো, অদ্রির যেন কিছুতেই গা নেই। কেমন ছাড়া-ছাড়া, আলগা-মতো। সুনন্দর সঙ্গেও কথাবার্তা বললো না তেমন।

মনোরমা। মন বসাবার জন্য একটু সময় দিবি তো।

কনক (ঈষৎ উষ্মার স্বরে)। আহা—মন বসাবার কী আছে আবার! এই ওর বাড়ি, এই ওর দেশ। আমরাই ওর আপন জন।

মনোরমা। ওর মন এখনো ও-সব দেশেই প'ড়ে আছে। শুনলি না কেমন থেকে-থেকে গ্রীসের কথা বলছিলো? ও-রকম হয়, জানিস। ছেলেবেলায় প্রথম যেবার পুরী গেলাম, ফিরে এসে আমি শুধু ঢেউয়ের শব্দ শুনলাম কয়েকদিন।

কনক (একটু চুপ ক'রে থেকে)। দিদি কিন্তু—(হঠাৎ থেমে গেলো।)

মনোরমা (উৎসাহ দিয়ে)। বল।

কনক। দিদি কিন্তু আজ অবাক ক'রে দিয়েছে আমাদের—তা-ই না? ওর আসল চেহারাটা যেন ভুলেই গিয়েছিলাম।

মনোরমা। তোর কি মনে হয় ওর পাগলামি এবার সেরে যাবে?

কনক (তার হাসিখুশি মুখে ছায়া পড়লো, গলার স্বর ঈষৎ তীব্র)। না, না, পাগলামি কেন হবে—আমি তো কিছু পাগলামি দেখি না ওর মধ্যে। দিদি যেমন থাকতে চায় থাক না। তাতে কার কী ক্ষতি? (আবেগের সঙ্গে, মিনতির সুরে) মা, তোমরা জোর কোরো না ওর ওপর, কোনোরকম জোর কোরো না। আমি, সুনন্দ—আমরা ওকে দেখবো। ওর জন্য তোমাকে ভাবতে হবে না।

মনোরমা (বিরক্তির সুরে)। এমনভাবে কথা বলিস যেন শম্পা আমার কেউ নয়।

[মাঝের দরজা দিয়ে অজেন ঢুকলো। তার পরনে ঢোলা শাদা পাজামা আর পাঞ্জাবি, দাঁতের ফাঁকে পাইপ, মুখের রেখায় দুশ্চিন্তা।]

অজেন (কনককে দেখে, মুখে হাসি ফুটিয়ে)। আজ তোমরা বেশ জমিয়েছিলে, কনক। বেশ কাটলো সন্ধেটা। সুনন্দ গান গাইতে পারে জানতাম না। সুন্দর গাইলো। চমৎকার ছেলে সুনন্দ। ··· অদ্রিকে দেখছি না? ভেবেছিলুম আমার চেরি-ব্র্যাণ্ডিটা তাকে চাখতে বলবো।

মনোরমা। বোধহয় শুতে চ'লে গেছে। ক্লান্ত আছে তো আজ। একটু দেখবি, কনক, ওর কিছু চাই-টাই কিনা?

[মা-র দিকে একটা দৃষ্টিপাত ক'রে কনক উপরে চ'লে গেলো। অজেন পাইপ মুখে নিয়ে একটু পাইচারি করলো।]

অজেন (পাইচারি থামিয়ে, মনোরমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে)। তুমি বুঝি আজ মাতৃমূর্তি ধারণ করেছো? বাঙালি গৃহলক্ষ্মী? (ব্যঙ্গের সুরে) হাঃ!

মনোরমা (ঈষৎ সলজ্জভাবে)। অত গয়নাগাঁটি অদ্রির চোখে ভালো লাগে না।

অজেন। ওরেব্‌বাবা, তোমরা যে মা-মেয়েতে মিলে প্রতিযোগিতা ক'রে তোয়াজ করছো অদ্রিকে: এদিকে কন্যার আজ রঙিন শাড়ি, শ্যাম্পু ক'রে চুল বাঁধা হয়েছে।

মনোরমা। ভালো তো! সুলক্ষণ। ওর এতদিনের সাংঘাতিক জেদ—তাও তো ভাঙলো। দু-একখানা গয়না পরেছে পর্যন্ত।

অজেন। ভাইয়ের জন্য পেখম ধরেছে, তাকে তুমি সুলক্ষণ বলছো?

মনোরমা। আমার—আমার কেমন আশা হচ্ছে, জানো? হয়তো—কে জানে—শম্পা তার ভুল বুঝতে পেরেছে এতদিনে।

অজেন। তুমি কি ছেলেকে দেখে বোকা হ'য়ে গেলে? অন্ধ হ'য়ে গেলে? তুমি কি শম্পার চোখের দিকে তাকাওনি?

মনোরমা। আজ আমার ভালো লাগছে, অজেন।

অজেন। তুমি কি শুধু সাজগোজ দেখেছো, চোখের দিকে তাকাওনি? আমি দেখেছি—খাবার টেবিলে ওর সঙ্গে আমার চোখোচোখি হ'লো কয়েকবার। তেমনি হিম। কঠিন। অটল। আমাদের সঙ্গে এসে বসলো বটে, কিন্তু কিছুই খেলো না—শুধু নাড়াচাড়া করলো খাবার নিয়ে। (মনোরমার মুখে কালো হ'য়ে ছায়া পড়লো।) আমি ··· ওকে লক্ষ করছিলাম। আর হঠাৎ ··· এক-এক সময় ··· আমার তোমার কথা মনে পড়ছিলো।

মনোরমা। আমার কথা? আমার কথা কেন?

অজেন (অনেকটা আপন মনে)। সেই রাত্রি—যেদিন—ইন্দ্রনাথ ফিরে এলো। সেদিন তুমিও দূরে ব'সে ইন্দ্রনাথকে দেখছিলে—আর আমি দেখছিলাম—(ফিশফিশ ক'রে) তোমাকে।

মনোরমা (তীব্র ভঙ্গিতে, অজেনের মুখে হাত চাপা দিয়ে)। না—বোলো না।

অজেন (রূঢ়ভাবে মনোরমার হাত সরিয়ে দিয়ে)। হঠাৎ মনে পড়লো সে-কথা। একটা অদ্ভুত ধরনের তাকানো। ঠাণ্ডা। হিম। কঠিন। (মনোরমার খুব কাছে স'রে এসে, চোখে চোখ রেখে, ফিশফিশে গলায়, কিন্তু প্রতিটি শব্দ স্পষ্ট উচ্চারণ ক'রে) শম্পা তোমারই মেয়ে, তা ভুলো না।

মনোরমা (আর্ত চাপা গলায়)। না—শুনবো না আমি। তুমি চুপ করো!

অজেন (যেন নিজের উপর শাসন হারিয়ে)। তুমি কি এরই মধ্যে সব ভুলে গেলে? আজই সকালে—তোমার দুঃস্বপ্ন—আর তক্ষুনি অদ্রির টেলিফোন?

মনোরমা। অজেন, অবশেষে তুমিও কি যন্ত্রণা দেবে আমাকে?

অজেন। সব ঠিক ছিলো। কাল থেকে শম্পাকে কেউ দেখতে পেতো না। কিন্তু অদ্রি হঠাৎ একেবারে দমদম থেকে সোজা ট্যাক্সি নিয়ে ··· কিছু না-জানিয়ে ··· জানো, শম্পা একবারও অদ্রির দিকে তাকায়নি? এই যে এতক্ষণ ধ'রে খাওয়াদাওয়া গল্পগুজব হ'লো, তার মধ্যে একবারও অদ্রির দিকে তাকায়নি?

মনোরমা। তাতে কী? তাতে কী হয়েছে? তাতে ভয় পাবার কী আছে?

অজেন। (ছোট্ট আওয়াজে হেসে, বুক টান ক'রে) আমাকে দেখে ভিতু মনে হচ্ছে? ··· কিন্তু সত্যিকার কারণ যেখানে আছে, সেখানে ভয় না-করাটাও মূর্খামি।

মনোরমা (একেবারে ফ্যাকাশে)। কী-কারণ? কেন ভয়? কেন যন্ত্রণা? আমি কী করেছি? আমরা কী করেছি?

[মুহূর্তের জন্য নিথর স্তব্ধতা, মুখোমুখি দু-জনে, দু-জনেরই মুখ কঠিন।]

মনোরমা (স'রে এসে—হঠাৎ ছোট্ট হেসে উঠে)। বাজে। স্বপ্ন বাজে। কোনো মানে নেই। শনিবার--ভাদ্র মাস : সব বাজে। ও-সব আর ভাববো না। আমি সব বুঝি। তোমার চেয়ে বেশি বুঝি। শোনো : সেদিন—সেই সেদিন—তুমি যাকে

দেখেছিলে, আর এই যে আজ আমাকে দেখছো—এ-ছু'জন এক মানুষ নয়। সেদিনের সেই মনোরমা আর নেই। আমি অন্য একজন। আমি এখন অদ্রির মা।

অজেন (নিষ্ঠুরভাবে)। তুমি স্ত্রীও ছিলে—

মনোরমা। সে আমি নই—অন্য একজন।

অজেন। অদ্রির বাবার স্ত্রী।

মনোরমা (তীব্র চাপা গলায়)। তাই ব'লে কি চিরকাল আমাকে ভয়ে-ভয়ে বাঁচতে হবে ?

অজেন। শুধু তখনই মানুষের ভয় চ'লে যায়, যখন সে মরে। কেউ ছু-বার মরে না।

মনোরমা। যে মরে তার কোনো ছুঃখও থাকে না। নালিশ থাকে না। সে মেনে নেয়—ক্ষমা করে।

অজেন। জানি না। পরলোকের কথা কিছুই জানি না আমি। (পাইচারি করতে-করতে, যেন অনেকটা আপন মনে) আমি ডাক্তার, আমি এটুকু বুঝি যে মানুষ বাঁচতে চায়—যতদিন সম্ভব। কিন্তু কেউ-কেউ আবার চায়ও না। বেঘোরে মরে, স্রেফ নিজের বোকামির জন্য। বোঝে না, কখন কোন জন্তুর ল্যাজ মাড়িয়ে দিতে নেই। বা নিজের স্ত্রীকে এড়িয়ে চলতে হয় কোন সময়ে। যেমন ধরো, পাণ্ডু। ঐ যে—মহাভারতে। ··· লোকে বলে যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। ঠিক বলে। কিন্তু— উল্টোটাও তেমনি সত্য : যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ ত্রাস।

মনোরমা। মানি না। নতুন ক'রে বাঁচবো আমি আজ থেকে। অদ্রি আমাকে ভালোবাসে। আমারই জন্য সে হঠাৎ ফিরে এলো।

অজেন (সে কথা বলতে-বলতে জানলার কাছে স'রে এসেছিলো, হঠাৎ বাইরে তাকিয়ে—উত্তেজিত গলায়)। দ্যাখো—এসো এখানে, দেখে যাও!

মনোরমা (ছুটে এসে, অজেনের পাশে দাঁড়িয়ে)। কী? কী দেখছো বাইরে?

অজেন। দেখতে পাচ্ছো না? আর তুমি ভাবছিলে শুতে গেছে!

মনোরমা (জোরে নিশ্বাস নিয়ে)। তা-ই তো!

অজেন। দ্যাখো—কী-রকম কাঁধে কাঁধ ঠেকিয়ে হাঁটছে দু-জনে। অস্বাভাবিক রোগা আর লম্বা দেখাচ্ছে দু-জনকেই—ছায়ার মতো—যেন দুটো ছায়া হঠাৎ সোজা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, হাঁটছে। অদ্রির মাথা হেঁট, আর—আর ডাইনিটা তাকিয়ে আছে তার দিকে—কথা বলছে—কানের কাছে মুখ নিয়ে কথা বলছে। (ব্যাকুল গলায়) ডাকো—ডাকো ওদের—শিগগির ঘরে আসতে বলো!

মনোরমা (জানলায় ঝুঁকে, চেঁচিয়ে)। অদ্রি-ই! অদ্রি-ই!

অজেন। শুনতেই পাচ্ছে না। কেউ তাকাচ্ছে না পর্যন্ত এদিকে।

মনোরমা (গলা আরো চড়িয়ে)। অদ্রি-ই-ই! অদ্রি-ই-ই! শোন—কথা আছে—শিগগির! ··· (অজেনকে) আমি কথা বলবো অদ্রির সঙ্গে। এখনই। তুমি শুতে চ'লে যাও।

অজেন। তুমিও দেরি কোরো না। আর অদ্রিকেও জাগিয়ে রেখো না বেশিক্ষণ। আজ রাত্তিরটা ভালো ক'রে ঘুমোও—অলক্ষ্মীটাকে কালই আমি বিদেয় করবো।

মনোরমা। কালকের কথা কাল হবে। তুমি যাও!

অঞ্জন (সিঁড়িতে দু-ধাপ উঠে, ফিরে তাকিয়ে)। অদ্রিকে জাগিয়ে রেখো না কিন্তু। (উপরে চ'লে গেলো।)

[ডান দিক দিয়ে অদ্রি আর শম্পা ঢুকলো। ঘন-নীল শাড়ি পরেছে শম্পা, গলায় একটি মুক্তোর মালা, তার চুলে কোঁকড়া কালো ঢেউ দেখা যাচ্ছে। পুরোনো হাতির দাঁতের মতো গায়ের রং। অদ্রির পরনে গাঢ়-নীল স্ল্যাক্স, খাটো হাতার শাদা শার্ট। মা-কে দেখে অদ্রি স'রে এলো শম্পার পাশ থেকে, কনকের রেখে-যাওয়া ট্রে-র সামনে দাঁড়ালো, অন্য দু-জনের দিকে পিঠ ফিরিয়ে।]

মনোরমা। কোথায় গিয়েছিলি তোরা? (তার গলার উত্তেজনা লুকোনা রইলো না।)

শম্পা। যাইনি তো কোথাও। বাগানে বেড়াচ্ছিলাম।

মনোরমা। এত রাত্রে বেড়াবার শখ চাপলো?

শম্পা। অদ্রি বললো চাঁদের আলোয় হাঁটবে।

মনোরমা। আমি তো আকাশে মেঘ দেখলাম।

শম্পা (ঈষৎ হেসে)। এ-রকম মেঘ-চাপা জ্যোছনাই ভালো লাগে অদ্রির। তুমি ডাকছিলে কেন?

মনোরমা। বাঃ, রাত হয় না? ঘুমোতে হবে না? … অদ্রি, এখন কফি খাচ্ছিস?

অদ্রি। খাই একটু।

মনোরমা। আবার ঘুম ছুটে যাবে না তো?

অদ্রি (পট থেকে কফি ঢেলে)। আমার বেশি রাত্রেই কফি ভালো লাগে। (কফির পেয়ালা নিয়ে সোফায় বসলো, একটা বই খুললো।)

মনোরমা (কফির পটে হাত ঠেকিয়ে)। তেমন গরম নেই বোধহয় ? নতুন ক'রে আনবো ?

অদ্রি। না, ঠিক আছে। দিদি একটু খাবে নাকি ?

শম্পা। নাঃ, আমার ঘুম পেয়ে গেছে। (হাতের উল্টো পিঠে হাই চাপার ভঙ্গি ক'রে) আমি যাই। (যাবার জন্য এগিয়ে গেলো দরজার দিকে।)

মনোরমা (শম্পার সামনে দাঁড়িয়ে, নিচু গলায়)। তুই কিছু ঠিক করলি, শম্পা ?

শম্পা। ও, সেই কথা! তা এখনো তো সময় আছে। এখনো ষোলো ঘণ্টা হয়নি।

মনোরমা। ষোলো ঘণ্টা ? সে আবার কী ? (অদ্রির দিকে একটা দ্রুত দৃষ্টি ছুঁড়ে দিলো, অদ্রির চোখ বইয়ের পাতায়।) তাহ'লে ভেবে দেখছিস ?

শম্পা। ভাবছি। তৈরি হচ্ছি। মনে-মনে তৈরি হচ্ছি।

মনোরমা (চাটুকারী গলায়)। তোকে সুন্দর দেখাচ্ছে আজ। মালাটা বেশ মানিয়েছে।

শম্পা (সূক্ষ্ম হেসে, মালাটা আঙুলে খুঁটে)। এটা কিন্তু তোমার। মনে আছে ?

মনোরমা (ঈষৎ ফ্যাকাশে হ'য়ে)। তা— হ্যাঁ— মনে আছে বইকি। কিন্তু মুক্তো আমার পক্ষে অপয়া।

শম্পা। কী ভাগ্য আমার পক্ষে নয়। আমার মুক্তো ভালো লাগে। এই মালাটা বিশেষ ক'রে।

মনোরমা। বেশ তো। খুব সুখের কথা। আমি তোকে পুরো

মুক্তোর সেট করিয়ে দেবো— যত চাস, যা তোর ইচ্ছে।— কাল সকালে আমাকে বলবি তাহ'লে ?

শম্পা। সকাল হোক, তারপর। (মাঝের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলো।)

[একটু চুপচাপ। মনোরমা ছ-একবার অদ্রির দিকে তাকালো, অদ্রি বই থেকে চোখ তুললো না।]

মনোরমা (অদ্রির কাছে দাঁড়িয়ে)। অদ্রি, একটা কথা শোন। (অদ্রি চোখ তুলে তাকালো।) তোর দিদিকে তুই কেমন দেখছিস ?

অদ্রি। বড্ড রোগা হ'য়ে গেছে— না ?

মনোরমা (অদ্রির পাশে সোফায় ব'সে)। তুই কিছু অদ্ভুত লক্ষ করিসনি ওর মধ্যে ? মাঝে-মাঝে ওকে তোর মনে হয়নি— অস্বাভাবিক ?

অদ্রি। কী যেন ··· আমি ঠিক ··· (হঠাৎ) মা, তুমি ভালো আছো তো ?

মনোরমা। তেমন আর ভালো কী। আমার হার্ট তেমন ভালো যাচ্ছে না। (একটু পরে) তোর বাবাও হার্টফেল ক'রে মারা যান।

অদ্রি। আজকাল শুনছি হার্ট বন্ধ হ'লেও আবার চালিয়ে দিচ্ছে।

মনোরমা। তা মৃত্যু তো আসবেই কোনো-এক সময়। তখনকার মতো যত কষ্টই হোক, শেষ পর্যন্ত মেনে নিতে হয়। কিন্তু শম্পা— সেটাকেই পুষে রাখছে।

অদ্রি। হুঁ। (কফিতে চুমুক দিয়ে) আমি তোমার সঙ্গে একমত, মা। দিদির এবার বিয়ে হ'লে ভালো হয়।

মনোরমা (হাসিমুখে)। তা-ই তো! তুই আসামাত্র বুঝে নিয়েছিস। বোঝা তো কিছু শক্ত নয়। একটা মেয়ে— বেকার ব'সে আছে বাড়িতে— পাশ-টাশও কিছু করলো না— এদিকে বয়স তিরিশ হ'তে চললো— এ-ভাবে কি আর মন-মেজাজ সুস্থ থাকতে পারে কারো? কিন্তু— ব্যাপারটা কী, জানিস? বিয়েতে ওর ঘেন্না, সুখে ওর ঘেন্না, ভালোবাসায় ওর ঘেন্না।

অদ্রি (উঠে দাঁড়িয়ে)। ভালোবাসায় ··· ঘেন্না?

মনোরমা (সেও উঠে দাঁড়ালো)। ঠিক তা-ই। যা-কিছু ভালো, সুন্দর, সুখের, যা-কিছু লোকেরা চায় জীবনে— সেই সব-কিছুতে ভীষণ, ভীষণ ঘেন্না ওর। বল তো, একে মানসিক ব্যাধি ছাড়া আর কী বলে?

অদ্রি। তুমি বলছো ··· মানসিক ব্যাধি?

মনোরমা। আমি না, কলকাতার বড়ো-বড়ো সাইকিয়্যাট্রিস্টরা তা-ই বলছেন।

অদ্রি। তাহ'লে ··· এতদূর?

মনোরমা। তাঁরা বলেন, এখনো বিয়ে হ'লে সেরে যেতে পারে। নয়তো আরো খারাপ হবে দিনে-দিনে।

অদ্রি। হুঁ। (জানলার ধারে গেলো, দাঁড়ালো একটু, ফিরে এলো।) মা, বাগানে তোমার কুকুরগুলোকে দেখলাম। চমৎকার! অমন কুচকুচে কালো অ্যালসেশান খুব কম দেখেছি।

মনোরমা। তোর ভালো লাগলো?

অদ্রি। কিন্তু ওরা যেন তেমন পছন্দ করলো না আমাকে।

মনোরমা। কী যে বলিস। দু-দিন যাক, তোর কেমন ভক্ত হ'য়ে যায় দেখবি।

অদ্রি। মজা লাগে ভাবতে— কত কুকুর-বেড়াল মানুষের ভালোবাসা পায়, আর কত মানুষ তা পায় না। (একটু অসংলগ্নভাবে ছোট্ট ক'রে হেসে উঠলো।)

মনোরমা (ঈষৎ ফ্যাকাশে)। এ আবার কী-রকম কথা? ভালোবাসা কি ব্যাঙ্কের টাকা যে একে দিলে ওর ভাগে কম পড়বে। তাছাড়া, অনেক রকম ভালোবাসা আছে তো। সব রকম নিয়েই মানুষের সুখ।

[একটু চুপচাপ]

অদ্রি (ভুলে-যাওয়া কফিতে আবার চুমুক দিয়ে, একটু পরে)। সুখ। আমরা যাকে সুখ বলি। আমরা যা চাই। তার পেছনে মস্ত একটা ফাঁকি আছে, মা।

মনোরমা (কাঁপা গলায়)। কেন? ফাঁকি কেন থাকবে?

অদ্রি। আমরা অন্যের কষ্ট ভুলে থাকি ব'লেই নিজেরা সুখী হ'তে পারি।

মনোরমা (করুণ স্বরে)। অদ্রি, আমরা তো একটাই মানুষ। আমরা তো ভগবান নই যে সকলের সব দুঃখ দেখতে পাবো।

অদ্রি। কিন্তু যদি কেউ থাকে যে অন্যায়কে ন্যায় করতে চায়? অবিচারের প্রতিকার খোঁজে? দুঃখীকে ভুলতে পারে না?

মনোরমা। তাদের দিয়ে কী-লাভ হবে আমাদের? বড়োজোর তারা রাগের ঝোঁকে খুব খানিকটা ভাঙচুর করবে। আর তার মানে: আরো দুঃখ, আরো অন্যায়, আরো অবিচার।

অদ্রি। কিংবা ধরো, আমার এক বন্ধু ক্যানসারে মারা যাচ্ছে হাসপাতালে, আর আমি একটা পার্টিতে গিয়ে আনন্দ করছি। যদি হঠাৎ সেই বন্ধুকে আমার মনে প'ড়ে যায়?

মনোরমা। তোর দোষে তোর বন্ধুর ক্যানসার হয়নি। তুই পার্টিতে না-গেলেও সে বাঁচবে না।

অদ্রি। ঠিক বলেছো। আমি পার্টিতে না-গেলেও সে বাঁচবে না। কিন্তু যে-লোকটি মারা যাচ্ছে সে তো আমার স্ত্রীও হ'তে পারে? আমার বাবাও হ'তে পারে?

মনোরমা (ফ্যাকাশে হ'য়ে)। তুই এ-সব বলছিস কী, অদ্রি। মানুষ ম'রে যায় ব'লে কি অন্য মানুষ বাঁচবে না?

অদ্রি (একটু চুপ ক'রে থেকে)। তা-ই তো। ঠিক কথা। ··· (ঝাপসা হেসে) জানো, প্লেনে আসতে-আসতে একটা বই পড়ছিলাম, তাতে লিখেছে—

মনোরমা। ও-সব বইয়ের কথা রেখে দে। জীবন মানে জীবন—বই নয়। সুখ-দুঃখ ভালো-মন্দ সব-কিছু নিয়েই সংসার। দুঃখ আছে, কষ্ট আছে, কিন্তু মোটের ওপর ভালো। জীবন ভালো। বেঁচে থাকা ভালো। ··· বল তুই, এই যে আজ তোকে দেখে আমার এত আনন্দ, তা কি ফাঁকি? (ভরা চোখে অদ্রির দিকে তাকালো।)

অদ্রি (মা-র চোখে চোখ রেখে)। আমারও ভালো লাগছে, মা। খুব। (ক্লান্তভাবে সোফায় ব'সে পড়লো।)

মনোরমা (একটু পরে, সতর্কভাবে)। হয়েছে কী, জানিস, ঐ ভালো লাগা ব্যাপারটাই আর নেই ওর। তোর দিদির কথা বলছি। ও যেন চেষ্টা ক'রে দুঃখী, জোর ক'রে দুঃখী।

অদ্রি। অনেকে আবার চেষ্টা ক'রে সুখী। জোর ক'রে সুখী।

মনোরমা। তারাই ভালো। তাদেরই জন্য সংসার টিকে আছে। যে নিজে সুখ চায় সে অন্যদেরও সুখী হ'তে দেয়। যে দুঃখই চায়, সে অন্যদেরও দুঃখী না-ক'রে ছাড়ে না। এই তো শম্পা— কী-দুঃখ ওর বল দেখি? কিছুই না, সবই ওর বানানো, দুঃখী না-হ'লে ইজ্জৎ থাকে না ওর। তুই তো ওর হাল দেখেছিস এসে— কী বিশ্রী! কী লজ্জার! কেন ও-রকম করে জানিস? অমনি ক'রে আমাকে শাস্তি দেয়। আমাকে শাস্তি দেবে— এই ওর মর্মান্তিক পণ।

অদ্রি (উন্মনভাবে)। শাস্তি ··· তোমাকে?

মনোরমা। বিষের চোখে দ্যাখে আমাকে শম্পা। এ যে আমার কী কষ্ট তা তুই তো বুঝবি।

[মনোরমা হাত বাড়িয়ে দিলো অদ্রির দিকে, অদ্রি স'রে গেলো। একটু চুপচাপ।]

মনোরমা (নিচু গলায়)। একটা কথা জিগেস করি, অদ্রি। তুই কি তোর বাবার কথা— ভাবিস কখনো?

অদ্রি (ঈষৎ ফ্যাকাশে হ'য়ে)। বাবার কথা? না তো। কেন ভাববো? আমি তো ঠিক— চিনতাম না তাঁকে।

মনোরমা। তবু— কিছু জানতে ইচ্ছে করে না? (অদ্রি চুপ।) বল না, কিছু জানতে চাস তো বল।

অদ্রি (ক্লান্ত স্বরে)। থাক, মা।

[অদ্রি বইয়ের পাতায় চোখ নামালো। মনোরমা ঘুরে গিয়ে দাঁড়ালো তার সোফার পিছনে, নিচু হ'য়ে তার মুখের দিকে তাকালো।]

মনোরমা। কিন্তু আমি তোকে দু-একটা কথা বলতে চাই। বড়ো হয়েছিস, এখন সব বলা যায় তোকে।

অদ্রি (যেন চমকে উঠে, চোখ তুলে)। না, মা, সব কেউ বলতে পারে না। তা শুনতেও চাই না আমি।

[একটু চুপচাপ]

মনোরমা। আচ্ছা, তোর কি কখনো মনে হয়েছে যে তোর বাবার সঙ্গে আমার— যে তোর বাবাকে আমি— কোনো দুঃখ দিয়েছিলাম?

অদ্রি। কী আশ্চর্য! এ-সব কেন বলছো?

মনোরমা। বলছি এইজন্য যে শম্পা তা-ই ভাবে— ভাবছে এই বারো বছর ধ'রে।

অদ্রি। তুমি তার ভুল ভাঙাতে পারলে না?

মনোরমা। হয়তো ভুল নয়। দুঃখ হয়তো দিয়েছিলাম— পেয়েও-ছিলাম, অদ্রি। কিন্তু শম্পা কখনো ভাবে না যে আমারও মন আছে, আমিও দুঃখ পেতে পারি। তার সব দরদ মৃতের জন্য, আর আমাকে সে মুচড়ে-মুচড়ে কষ্ট দেয়, যেন আমার বেঁচে থাকাটাই অপরাধ। আর— আমাকে আরো অপরাধী করার জন্য নিজেকেও কষ্ট দিচ্ছে সারাক্ষণ— এতদিন ধ'রে— বারো বছর ধ'রে। (একটু পরে, সতর্কভাবে) এটাকে তুই অসুখ বলবি না?

অদ্রি। তা— হ্যাঁ— এক ধরনের অসুখ বইকি। কিন্তু আর কথা বোলো না, মা। শুতে যাও।

মনোরমা। আমাকে আর-একটু বলতে দে, অদ্রি। (একটু চুপ ক'রে থেকে, নরম গলায়) শোন, তুই কি কোনো কারণে রাগ ক'রে ছিলি আমার ওপর— সেইজন্য এতদিন আসিসনি?

অদ্রি। কেন আসিনি জানি না, কিন্তু কেন এলাম তা তো তোমাকে বলেছি। তোমার জন্য।

মনোরমা (উদ্ভাসিত মুখে)। তাহ'লে— তাহ'লে, অদ্রি— সত্যি ক'রে বল— তোর কোনো রাগ নেই আমার ওপর? অজেনের জন্য কোনো রাগ নেই?

অদ্রি (অদ্ভুত ধরনে হেসে)। রাগ কেন থাকবে? যার-যার জীবন তার নিজের হাতে, এই হ'লো আমার মত। যে যাতে ভালো থাকে, সেটাই তার পক্ষে ভালো।

মনোরমা। ঠিক! আমিও ঠিক তা-ই ভেবেছিলাম। চেয়েছিলাম, যে যার মনে সকলেই সুখে থাক। তোদের সকলের ভালো

চেয়েছিলাম। এখনো আমার তা-ই চেষ্টা। কিন্তু— তোর দিদি— তারই জন্য শান্তি নেই এই বাড়িতে, মুহূর্তের শান্তি নেই। তোরই বাড়ি, তোরই মা-বোন, আপনজন।

অদ্রি। বলো, মা, আমি কী করতে পারি ?

মনোরমা (সোফায় অদ্রির পাশে ব'সে)। তুই ওকে বোঝা, ওকে ফিরিয়ে আন আমাদের মধ্যে, মানুষের সংসারে। পারবি— তুই পারবি, অদ্রি। তোকে দেখে মন গলেছে পাষাণীর। ও বদলে গেছে হঠাৎ— আশ্চর্য বদলে গেছে। এখন তুই বললে— তুই বোঝালে— বিয়েতেও মত দেবে হয়তো। তুই এলি ··· তোর তুই দিদির বিয়ে ··· আমার সব আশা পূরণ হবে ··· একসঙ্গে।

অদ্রি (উদ্‌ভ্রান্তভাবে)। সব আশা ··· একসঙ্গে।

মনোরমা। কষ্ট— অনেক দিনেব কষ্ট আমার। যেন দম আটকে আসে। কী-আক্রোশ শম্পার চোখে— এখনো! কিন্তু কেন— আমি কী-দোষ করেছি তার কাছে, যদি বা কোনো দোষ ক'রে থাকি সে কি তা ভুলতে পারে না ? এই জগৎ-সংসারে একেবারে নির্দোষ কে আছে ?

অদ্রি (কপালের দু-দিকে আঙুল চেপে— বিড়বিড় ক'রে)। যা ভাবা যায় না, তা-ই। যা বিশ্বাস হয় না, তা-ই।

মনোরমা। দোষ যে ক'রে, সে এক মানুষ ; শাস্তি যে পায় সে অন্য একজন। পৃথিবীতে সুবিচার ব'লে কিছু নেই।

অদ্রি (বিড়বিড় ক'রে, শূন্যে তাকিয়ে)। না— মানি না, মানবো না আমি! জগৎ ভালো— জীবন ভালো— আমরা বাঁচতে চাই।

মনোরমা (বিহ্বল গলায়)। অদ্রি, তুই আমার দেবতার বর— আমাকে এই কষ্ট থেকে বাঁচা।

অদ্রি (হঠাৎ যেন জেগে উঠে, মা-র মুখের উপর ঝুঁকে প'ড়ে)। মা, ছেলেবেলার কথা আমাদের মনে থাকে না কেন? আমাদের যখন ছ-মাস বয়স, দু-বছর বয়স, তখনকার কথা মনে থাকে না কেন? মা, তুমি কি আমাকে কোলে নিয়ে নাচাতে? আমি প'ড়ে গেলে 'ষাট ষাট' ব'লে আদর করতে? আমি যখন খেতে চাইতাম না, পালিয়ে যেতাম, তুমি আমার পেছন-পেছন ছুটে একটু-একটু ক'রে খাওয়াতে না? বলো, মা— বলো!

মনোরমা (বিগলিত)। আমার আদর! আমার আদুল সোনা!

অদ্রি। কেন মনে থাকে না? কেন মনে হয় বড়ো হ'য়েই জন্মেছিলাম? ··· বড়ো হওয়া: বড্ড বেশি দায়িত্ব। কে ভাবতে চায়, বলো? কে না আবার শিশু হ'তে চায়?

মনোরমা। অদ্রি! আমার শান্তিজল! আমার স্বস্ত্যয়ন! (অদ্রির মাথাটা দু-হাতে টেনে নিলো।)

অদ্রি (যন্ত্রণার স্বরে)। মা, মা গো! (মা-র কাঁধে মুখ রাখলো।)

[একটু চুপচাপ। মনোরমা অদ্রির চুলে আঙুল বুলোতে লাগলো।]

মনোরমা। অদ্রি, আমাকে একটা কথা বলবি? শম্পা কী চায়? আমি কী করলে সে ভালো থাকবে? সে কি তোকে বলেছে কিছু— যখন বাগানে বেড়াচ্ছিলি?

তৃতীয় অঙ্ক

[অদ্রি একটুক্ষণ তাকিয়ে রইলো মা-র মুখের দিকে, তারপর আস্তে মা-র পাশ থেকে স'রে গেলো।]

মনোরমা। বল না।

অদ্রি (ঠাণ্ডা গলায়)। তুমি যা বললে তা-ই বলছিলো। তোমরা বিয়ে দিতে চাও, সে বিয়ে করতে চায় না— এই সব।

মনোরমা। এক-এক সময় বেশ গুছিয়ে কথা বলে। কোনো গোলমাল আছে বোঝাই যায় না।

অদ্রি। সেই তো। ··· তা— তা আমি কথা বলবো দিদির সঙ্গে। নিশ্চয়ই। (বই খুললো।)

মনোরমা। আবার বই খুললি কেন? শুবি না?

অদ্রি। কেম্ব্রিজে এই এক অভ্যেস হ'য়ে গেছে, মা। রাত জেগে পড়া।

মনোরমা। তা শুয়ে-শুয়েও বই পড়া যায় তো। এতটা পথ একটানা এলি, আজ আর রাত জাগিস না।

অদ্রি। তুমি শুয়ে পড়ো মা। আমি একটু পরে আসছি। এই ঘরটা বেশ লাগছে, জানো। এই সোফাটায় ব'সে ভারি আরাম।

মনোরমা (খুশি হ'য়ে)। আমি চলি তবে। (উঠে দাঁড়ালো।) দোতলায় পুবের ঘরটায় শুবি আজ, কাল তেতলাটা সাজিয়ে দেবো। চটপট ঘুমিয়ে পড় এবার।

[মনোরমা সিঁড়ি দিয়ে উপরে চ'লে গেলো। অদ্রি সিগারেট ধরিয়ে গা এলিয়ে দিলো সোফায়। মঞ্চ আস্তে-আস্তে অন্ধকার হ'লো। দেখা গেলো শুধু সিগারেটের লাল বিন্দু, আর মাঝে-মাঝে

অদ্রির হাতের ছাই ঝাড়ার ভঙ্গি। এমনি কাটলো কয়েক মিনিট, তারপর আবার আলো ফুটলো মঞ্চে—ঝাপসা নীল আলো, প্রথম দৃশ্যের মতো। এখন নিশুতি রাত ; একই সোফায় টান হ'য়ে ব'সে অদ্রি। তার চুল বিস্রস্ত, মুখ বিবর্ণ, ছাইদানে অনেক ছাই আর টুকরো সিগারেট জমেছে। মাঝের দরজা দিয়ে পা টিপে-টিপে শম্পা ঢুকলো। একই শাড়ি, একই মুক্তোর মালা। তার হাতে অদ্রির প্লেনের ওভারনাইট-ব্যাগ। শম্পা অদ্রির পাশে বসলো, তার দিকে তাকালো।]

অদ্রি (শম্পার দিকে না-তাকিয়ে)। আমি প্রমাণ চাই, প্রমাণ!

শম্পা। প্রমাণ এনেছি। (নিচু হ'য়ে ব্যাগের মুখ খুললো।) চিঠি—বাবার, মা-কে লেখা। (একটা ফিতেয় বাঁধা মোটা বাণ্ডিল বের করলো।) মা-র— বাবাকে। (একটা ফিতেয় বাঁধা রোগা বাণ্ডিল বের করলো।) আর এগুলো— অজেনকে লেখা, মা-র। (একটা ফিতেয় বাঁধা মোটা বাণ্ডিল বের করলো।) পুরোনো চিঠি— জ্যান্ত অতীত। আমি সাজিয়ে নিয়েছি পর-পর তারিখে, ওরা আমাকে অনেক গল্প শুনিয়েছে।

অদ্রি (চিঠিগুলোর দিকে তাকালো, কিছু বললো না)।

শম্পা। কোথায় ছিলো জানিস? ঐ সিঁড়ির তলায় খুপরিটায়—ধুলো ময়লা জঞ্জালের মধ্যে।

অদ্রি। বাবার চিঠি— ওখানে!

শম্পা। আরো দেখবি? (ব্যাগ থেকে একটা বড়ো খাম বের করলো, খাম থেকে এক তাড়া ফোটোগ্রাফ।) বাবার সব ছবি—তাও ওখানে। (কয়েকটা ছবি তাসের মতো খুলে ধ'রে)

দ্যাখ। কোনোটা হলদে হ'য়ে গেছে। কোনোটা দোমড়ানো। একটা ভাঙা ট্রাঙ্কের তলায় প'ড়ে ছিলো।

অদ্রি (একটা ছবি হাতে নিয়ে দেখতে লাগলো, কুঁচকে গেলো তার ভুরু, গাল, কপাল)।

শম্পা। স্বপ্নে তুই এই মুখ দেখেছিলি। কাল। আথেন্সে।

অদ্রি (ছবির দিকে তাকিয়ে)। এই মুখ— হ্যাঁ, তা-ই তো। না— ঠিক মনে পড়ছে না।

শম্পা। কিন্তু চিনতে তোর ভুল হয়নি। শুনতে তোর ভুল হয়নি।

[অদ্রি জবাব দিলো না, একটার পর একটা ছবি দেখতে লাগলো।
শম্পা স্থির চোখে তাকিয়ে রইলো তার দিকে।]

শম্পা (নিচু গলায়, গুনগুন ক'রে)। বাবা তোকে পাঠিয়ে দিলেন কলকাতায়। একদিন আগে। যাতে আমাকে ওরা ধরতে না পারে। যাতে তুই তোর আসল কাজ করতে পারিস।

অদ্রি (ছবি সরিয়ে রেখে)। কাল? ··· আমি কাল আথেন্সে ছিলাম? না কি বহুকাল আগে? আর-এক জন্মে? জেট-প্লেনে সময় বড়ো এলোমেলো। ঘড়ির সঙ্গে সকাল-সন্ধ্যা কিছুই মেলে না। কখনো রাত অফুরান, কখনো মাঝরাতেই ভোর। 'আজ' আর 'কাল'-এর মধ্যে তফাৎ মুছে যায়। 'হবে', 'হচ্ছে', 'হ'য়ে গেছে'— সব এক মনে হয়। (একটু চুপ ক'রে থেকে, কপালে হাত বুলিয়ে) আমার মাথার ভেতরটা কেমন গোলমাল হ'য়ে যাচ্ছে। আমার বোধহয় ঘুমোনো উচিত। (চোখ বুজলো।)

শম্পা। বাবা এখনো জেগে আছেন। আগে তাঁকে ঘুম পাড়া।

অদ্রি (যেন চেষ্টা ক'রে চোখ খুলে)। তুমি তাঁকে জাগিয়ে রাখছো। বারো বছর ধ'রে জাগিয়ে রাখছো।

শম্পা। তিনি যুদ্ধে মরেননি। বিছানায় শুয়ে অসুখে মরেননি।

অদ্রি। সব মৃত্যু সমান। সব মৃতের মুখ এক রকম। তারা মনে রাখে না।

শম্পা। আমরা বেঁচে আছি। আমরা কী ক'রে ভুলি?

অদ্রি। তুমি যা-ই করো, তাঁকে ফিরে পাবে না।

শম্পা। অন্তত তাঁর প্রাপ্য তাঁকে ফিরিয়ে দেবো। ঋণ শোধ হবে।

অদ্রি (একটা অস্থিরতার ভঙ্গি ক'রে)। তুমি কি পুলিশের তদন্ত চাও? আদালতের হাঙ্গামা? কাগজের হেডলাইন? দেশ-জোড়া কেলেঙ্কারি চাও? আমাদের মা, বাবা— তাঁদের নাম রাস্তার কাদায় গড়াগড়ি যাক, তা-ই চাও?

শম্পা (তার ঠোঁটে তীক্ষ্ণ তাচ্ছিল্যের হাসি)। তুই বুঝি কান্না পেলে পীনাল কোড খুলিস? তোকে কেউ ভালোবাসলে ব্যারিস্টারের বাড়িতে দৌড়োস? কখন কতটুকু কাঁদতে হবে, কাকে কতটুকু ভালোবাসতে হবে— সব বুঝি আইনের বইয়ে লেখা আছে?

অদ্রি। আমি বলি : আইন আইনের মনে থাক, আমরা আমাদের মনে থাকি।

শম্পা। কিন্তু আমাদের হৃদয় আছে, অদ্রি। আইনের চেয়ে বড়ো। যুক্তি তর্ক বুদ্ধি বিচার সব-কিছুর চেয়ে বড়ো। সেই হৃদয়ের আছে চোখ— যা দেখতে পায়। সেই হৃদয় শুনতে পায়, যা অন্য কেউ শোনে না। ··· আমার কী মনে হয়, জানিস? বাবা

যেন চোখে-চোখে রাখছেন আমাকে, সব হারিয়েও আমাকে তিনি হারাতে চান না। আমি পারি না তাই অন্য কোনো দিকে মন দিতে, অন্য কোনো কথা ভাবতে। তুই এলি, আমার বুকের মধ্যে ঘণ্টা বেজে উঠলো। আমি তৈরি। তোকেও তৈরি হ'তে হবে। তিনি তোর দিকেও তাকিয়ে আছেন। এই দ্যাখ (অদ্রির হাতে একটা ফোটো গুঁজে দিয়ে)— তাঁর চোখের দিকে তাকিয়ে দ্যাখ। এই চোখ তুই স্বপ্নে দেখেছিলি।

অদ্রি (ছবির দিকে তাকিয়ে, আবিষ্টভাবে)। এই চোখ আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম। আমার বাবাকে আমি দেখিনি। আমার বাবাকে আমি দেখেছি।

শম্পা (অদ্রির মুখের উপর ঝুঁকে প'ড়ে)। তিনি তোকে ভোলেননি।

অদ্রি (হঠাৎ, যেন জেগে উঠে, বড়ো-বড়ো চোখে তাকিয়ে)। একে প্রমাণ বলে না। কোনো আদালতে একে প্রমাণ বলবে না।

শম্পা (অদ্রির দিকে চিঠির বাণ্ডিল এগিয়ে দিয়ে)। প'ড়ে দ্যাখ।

অদ্রি (চিঠির বাণ্ডিলে ঝাঁকানি দিয়ে)। কী? কোনো কেউটে সাপ লুকিয়ে আছে? কিন্তু তাহ'লে কেন জমিয়ে রেখেছিলো? কেন পুড়িয়ে ফ্যালেনি?

শম্পা। রন্ধ্র থাকবেই। কোনো-না-কোনো রন্ধ্র। সেই ফাঁক দিয়ে সত্য বেরিয়ে পড়ে।

অদ্রি। যেমন?

শম্পা। বাবা যুদ্ধে যাবার আগে থেকেই অজেন। সেইজন্যেই তাঁর চ'লে যাওয়া।

অদ্রি। গিয়েছিলেন কেন? তিনি থাকলে হয়তো সবই অন্য রকম হ'তো।

শম্পা। যে পুরুষ ভালোবাসে, সে ভিখিরির মতো হাত পাতে না। জোর ক'রে কেড়েও নেয় না।

অদ্রি। বাড়ি ছেড়ে বহুকাল ছিলেন তিনি।

শম্পা। তিনি যোদ্ধা, তিনি বীর, তিনি দেশপ্রেমিক।

অদ্রি। মা একা ছিলেন।

শম্পা। একা? সারাক্ষণ অজেন।

অদ্রি। এ-সব ব্যাপার বোঝা খুব শক্ত। ভালো মন্দ কিছু বলা খুব শক্ত। আর তাছাড়া ··· বাবাও হয়তো কোনো সময়ে—

শম্পা (ফুঁশে উঠে)। চুপ! বাবার নামে একটি কথা না! তোর মা তোকে জপিয়েছে বুঝি এরই মধ্যে? ইনিয়ে-বিনিয়ে? 'আমি একা ছিলাম— অসুস্থ ছিলাম— তোর বাবা নিজের খেয়ালে চলতেন— অজেন আমাকে সারিয়ে তুলেছিলো।' আমার ঢের ঢের শোনা আছে ও-সব। ন্যাকামি! মিথ্যা! মায়াকান্না! আমি বলি, বাবা বেশ করেছিলেন। স্ত্রী ভালোবাসে না, তবু তার পাশে ব'সে থাকা! কোনো সত্যিকার পুরুষ তা পারে না। কিন্তু মা-কে তিনি ভালোবাসতেন, তাঁরই কাছে ফিরে এসেছিলেন।

অদ্রি। কিন্তু অন্য জন— সে-ই বা কী করবে? ভালোবাসাকে ফরমাশ করা যায় না। ওটা আপনি আসে— বা আসে না।

শম্পা। আমার বাবা! তোর বাবা! তাঁর মতো মানুষ! তাঁর বদলে একটা উল্লুক— একটা দু-পেয়ে জানোয়ার! ··· তুই কিছু

জানিস না, অদ্রি, তুই ছোটো ছিলি, অজ্ঞান ছিলি। জানিস না, বাবা কেমন বিকিয়ে দিয়েছিলেন নিজেকে— যে-মানুষ এখন অজেনের স্ত্রী, তারই কাছে। বাবা যখন শিশু তখনই তাঁর মা মারা যান। নিজের বোন, স্ত্রীর বোন, কোনো বৌদি, কোনো আত্মীয়া— আশে-পাশে কিছুই ছিলো না তাঁর। সব তিনি মিলিয়ে দিয়েছিলেন মা-র মধ্যে— স্নেহ মমতা সেবা যত্ন প্রেম : যা-কিছু পুরুষের চাইবার আছে, যা-কিছু দেবার আছে মেয়েদের। ঐ একটি পাত্রে তিনি অর্পণ করেছিলেন : তাঁর সব অতৃপ্ত ক্ষুধা, সুখের স্বপ্ন, প্রাণের উচ্ছ্বাস।

অদ্রি। অত চাওয়া কি একজন মানুষ মেটাতে পারে ?

শম্পা (ফুঁশে উঠে)। কেন পারবে না ? নিজেকে দেবার মতো সহজ আর কী আছে— দেবার যোগ্য মানুষ যদি পাওয়া যায় ? আমি জানি— আমি দেখেছি। দেখেছি আমি বাবার চোখে বেদনা। আর মা-র চোখ— বাবার জন্য হিম, অজেনের জন্য ভ্রমর। আমার বুকের মধ্যে ঝড় উঠতো জানিস— ভালোবাসার ঝড়। মনে-মনে বলতাম, 'বাবা, আমি ছোটো আছি এখনো ; আমাকে বড়ো হ'তে দাও, আমি ভালোবাসবো তোমাকে, যত চাও তত ভালোবাসবো।' — বড়ো হলাম, বাবা ফিরে এলেন, কিন্তু আর সময় হ'লো না।

অদ্রি (আধো চোখ বুজে, ঝাপসা গলায়)। আমার ঘুম পাচ্ছে, দিদি। বড্ড।

শম্পা। ওরা কি তোকেও ঘুমের ওষুধ খাইয়েছে ?

অদ্রি। আমি দু-রাত ঘুমোইনি, দিদি। তিন রাত ঘুমোইনি। (তার চোখ বুজে এলো।)

শম্পা। আমি রাতের পর রাত না-ঘুমিয়ে কাটিয়েছি। শুতে গেলে লাগে, জানিস? কুকুরের দাঁত— বিঁধে আছে— এখানে (নিজের বুকে হাত রাখলো)— আর এখানে। (অদ্রির বুকে হাত রাখলো।) ওটা উপড়ে ফেলে দে। তারপর ঘুম— তুই আর আমি— একসঙ্গে— ঘুম।

অদ্রি (অস্বাভাবিক বিকৃত গলায়— চীৎকার ক'রে)। না— ভুল! সব ভুল! কোনো প্রমাণ নেই। (তার চোখ বড়ো হ'য়ে খুলে গেলো।)

শম্পা (আস্তে-আস্তে উঠে দাঁড়ালো, মঞ্চের সামনের দিকে এগিয়ে এলো)। বাবা, শোনো, কী বলছে, শোনো। আর-কেউ না, তোমার ছেলে, তোমারই রক্তমাংস। সেও বিশ্বাস করে না। প্রমাণ চায়। উকিলের মতো পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে কথা বলে। সেই অদ্রি, যাকে তুমি কোলে নিয়ে নাচাতে, যাকে তুমি বলতে ব্যোমকেশ, নীলকণ্ঠ, ত্রিলোচন। সেও বোঝে না, কী ভীষণ ছিলো সেই রাত্রি, কী ভীষণ তোমার মৃত্যু। তুমি নিজের মুখে কথা বলেছো ওর সঙ্গে, তবু বোঝে না। তবে কি সত্যি তোমার আর-কেউ নেই— আমি ছাড়া? শুধু আমারই ওপর তোমার নির্ভর— আমারই ওপর সব দায়িত্ব— আমি, তোমার রোগা, দুর্বল মেয়ে— ওরা যাকে খাঁচায় পোরার জন্য ফাঁদ পেতেছে? … শেষ রাত্রি— হয়তো এ-ই আমার শেষ রাত্রি, বাবা— কাল কী হবে জানি না। … তাই সেই শাড়িটা পরেছি— দ্যাখো— মনে

আছে তোমার? আমাকে তুমি দিয়েছিলে— যেদিন ফিরে এলে। আর এই জাপানি মুক্তোর মালা ... মা-র জন্য ... কিন্তু মা পরেননি, জানো, ছুঁয়েও দ্যাখেননি কখনো। অদ্রি এ-সব জানে না, আমি বললেও বিশ্বাস করে না— ও প্রমাণ চায়, প্রমাণ। (ছোট্ট ক'রে হাসলো।)

[অদ্রি এতক্ষণ মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে ছিলো শম্পার দিকে, এইবার আস্তে-আস্তে উঠে এলো, তার পাশে দাঁড়ালো। খুঁটে দেখলো শম্পার গলার মালাটা।]

শম্পা (স'রে গিয়ে, অদ্রির দিকে না তাকিয়ে)। আছে— তবু কিছু আছে আমার। দুঃখ আছে। আমার ভাই নেই, আমি কারো বোন নই। আমার মা নেই, আমি কারো মা হবো না কোনোদিন। আমার দুঃখ— আমি তাকে আমার রক্ত দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছি। মেদ মাংস মজ্জা দিয়ে। বহুদিন— বহুদিন ধ'রে।

অদ্রি (ঘুরে গিয়ে শম্পার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে)। সকলেই দুঃখ ভুলতে চায়। তুমি কেন আঁকড়ে আছো?

শম্পা (তীক্ষ্ণ স্বরে)। তুই আমাকে উপদেশ দিতে এলি? না— ছাড়বো না আমি, কিছুতেই না, কেউ আমার দুঃখ কেড়ে নিতে পারবে না।

অদ্রি। তুমি চেষ্টা ক'রে দুঃখী। জোর ক'রে দুঃখী।

শম্পা। আমার যে আর-কিছু নেই। আর-কোনো অর্থ নেই আমার জীবনের। দুঃখ না-থাকলে আমি বাঁচবো কী নিয়ে?

অদ্রি। দুঃখ নিয়ে বাঁচা— তাকে বাঁচা বলে না।

শম্পা। ওরা বোধহয় বেশি বেঁচে আছে, আমার চাইতে— ঐ যারা শুয়োরের মতো হৃষ্টপুষ্ট? যারা জন্ম নেয়, জন্ম দেয়, ম'রে যায়— কেন, কী, কিসের জন্য, কিছুই ভাবে না?

অদ্রি। শুয়োর ভালো তো। সে তার নিয়ম-মতো চলে। জলে মাছ। পাখি ওড়ে। ঘরে মানুষ। সবই নিয়ম। আকাশে ওঠে সপ্তর্ষি, দু-শো বছর পর ধূমকেতু ফিরে আসে। একই নিয়ম। আমরা কে, যে সেই নিয়ম ভাঙবো? যত দূরে যাই, সীমা তো ছাড়াতে পারি না।

শম্পা। মানুষের নিয়ম অন্য। মানুষ ভাবে। কোনো-কোনো মানুষ। মানুষ দুঃখী। কোনো-কোনো মানুষ।

অদ্রি। কোনো মানুষই সব সময় দুঃখী নয়।

শম্পা। না। খাওয়াটা বেশ ভালো হ'লে লোকেরা ভুলে যায়। বর্ষার মেঘ, শরতের আলো দেখে ভুলে যায়। যত অন্যায়, যত অবিচার, যত মিথ্যা— সব ভুলে যায়। এক-একটা জীবন— মস্ত রসালো আমের মতো দেখতে; কিন্তু একবার খোঁচা দিয়ে দ্যাখ, অমনি বেরিয়ে আসবে সারি-সারি পোকার মতো মিথ্যা— প্রতারণা— নিজের সঙ্গে, অন্যের সঙ্গে প্রতারণা।

অদ্রি। থাক প্রতারণা। তবু শান্তি ভালো।

শম্পা। আফিংখোরের স্বর্গ! মেস্কালিনের শান্তি! অত সহজ নয়, অদ্রি, অত সহজ নয়।

অদ্রি। আফিং, গাঁজা মেস্কালিন— তার চেয়েও মারাত্মক নেশা: তোমার দুঃখ।

শম্পা (স'রে এসে, অন্য দিকে তাকিয়ে)। দুঃখ, ওরা চেনে না তোমাকে, তোমার অন্য নামগুলো ওরা জানে না। শক্তি, সাহস, কীর্তি, প্রতিদান : সব তুমি। তোমারই নাম স্মৃতি, তোমারই নাম ভক্তি, তোমারই নাম তর্পণ। বড়ো হও, দুঃখ, আরো বড়ো হ'য়ে ওঠো, আমাকে ভ'রে ফ্যালো সন্তান যেমন মা-কে ভ'রে ফ্যালে, তারপর বেরিয়ে এসো আমাকে ছিন্নভিন্ন ক'রে, রক্তের স্রোত ব'য়ে যাক। সেই রক্তে আমি লুটিয়ে পড়বো, আর তুমি হবে— জয়ী। আর না— আর আমি তোমাকে নিজের মধ্যে আটকে রাখবো না, আমি তোমাকে মুক্তি দেবো এবার, যাতে অবিশ্বাসীর ভুল ভেঙে যায়। মুক্তির উপায় আমারই হাতে লুকোনো আছে।

[ধীর পায়ে সোফার কাছে ফিরে গেলো শম্পা, অদ্রি তাকে চোখ দিয়ে অনুসরণ করছে। শম্পা নিচু হ'য়ে ব্যাগ থেকে আর-একটা জিনিশ বের করলো। যখন সোজা হ'য়ে দাঁড়ালো, তার হাতে দেখা গেলো একটা পিস্তল।]

অদ্রি (হঠাৎ— আর্তস্বরে)। দিদি! (ছুটে এসে শম্পার হাত ধরলো।)

শম্পা (তার ঠোঁটে বিজয়ের হাসি, চোখ উজ্জ্বল)। তুই না প্রমাণ চেয়েছিলি? এই দ্যাখ।

অদ্রি (দম-আটকানো গলায়)। এটা— এটা দিয়ে?

শম্পা। এটাও। তাঁকে তিনবার মেরেছিলো ওরা। প্রথমে ঘৃণা দিয়ে। তারপর কুকুর। তারপর এটা। বাবা নিয়ে এসেছিলেন, তাঁরই জিনিশ।

অদ্রি (তার চোখে আতঙ্ক, মুখের কথা জড়িয়ে যাচ্ছে)। তুমি— দ্‌দেখেছিলে ?

শম্পা। শব্দ শুনেছিলাম। ছুটে এলাম, আমাকে দেখে অজেনের হাত থেকে পিস্তল প'ড়ে গেলো। আমি— কুড়িয়ে নিলাম, লুকিয়ে রাখলাম— ওরা টের পায়নি। বাবার স্মৃতি। (পিস্তল বুকে চাপলো।)

অদ্রি। বাবার স্মৃতি— আমাকে দাও। (হাত বাড়ালো।)

শম্পা। তোরই জন্য রেখেছিলাম। তোর একুশ বছরের জন্মদিনের উপহার।

অদ্রি। আমার একুশ হ'য়ে গেছে। দাও।

শম্পা। আগে বল, নিয়ে কী করবি।

অদ্রি। সেটা ভাবতে হবে।

শম্পা। ওরা কিন্তু ভাবেনি। তাতে যে সময় নষ্ট, তাতে যে কাজ পণ্ড হ'তে পারে। আমারও সব ভাবনা আজ ফুরিয়ে গেছে। এখন কাজ। (পা বাড়ালো।)

অদ্রি। (বাধা দিয়ে)। কোথায় যাচ্ছো ?

শম্পা। তোকে দিয়ে হবে না, বুঝলাম। আমাকেই করতে হবে।

অদ্রি। (অস্বাভাবিক বিকৃত গলায়, চাপা চীৎকারে)। তুমি কোথাও যাবে না। বোসো ওখানে।

শম্পা (স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে)। তাহ'লে তুই যাবি ?

অদ্রি। আমি। (সোফায় বসলো, মাথা নিচু ক'রে মুখ ঢাকলো দু-হাতে।)

শম্পা। ওরা দয়া করেনি, অদ্রি। এক ফোঁটা দয়া পর্যন্ত করেনি।

(অদ্রি চুপ।) ওরা তাঁকে পশুর মতো বধ করেছিলো। লেলিয়ে দিয়েছিলো দাঁতালো একটা জন্তুকে। তিনি তখন স্নান ক'রে বেরিয়েছেন। মনে আনন্দ, হৃদয় ভরা বিশ্বাস, উৎসাহ, প্রেম। এতকাল পরে স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর পুনর্মিলন। — ঠিক সেই মুহূর্তে, ঠিক তাঁর শোবার ঘরের দরজায়।

অদ্রি। (মুখ না-তুলে, কান্না-ভরা ভাঙা গলায়)। বাবা! আমার বাবা!

শম্পা। ঘরে যাচ্ছেন, একটা কালোর ওপর সোনালি কাজ-করা কিমোনো তাঁর গায়ে, রাজার মতো মানুষ। — তুই শুনছিস, অদ্রি?

অদ্রি (মুখ তুলে তাকিয়ে নিশ্বাস ছাড়লো)। ওঃ!

শম্পা। তাঁকে ঘরে যাবার সময় দিলে না ওরা, চোখ থেকে ছুটে এলো ইঙ্গিত, লাফিয়ে পড়লো পেছন থেকে যমদূত। (কুকুরের লাফিয়ে পড়ার ভঙ্গি করলো।) তারপর— পেছন থেকে— পিস্তল! (গুলি ছোঁড়ার ভঙ্গি করলো।) লুটিয়ে পড়লো একসঙ্গে কুকুর, মানুষ। জন্তুটা তবু চীৎকার করার সময় পেয়েছিলো, তিনি পাননি। তাঁর জাপানি কিমোনো রক্তে ভিজে গেলো।

অদ্রি। কী ভীষণ! কী নিষ্ঠুর!

শম্পা। আমি যখন দেখলাম, তখনও তাঁর ঠোঁট কাঁপছে। যেন কিছু বলতে চান। তাঁর মুখে এক ফোঁটা জলও ওরা দেয়নি। মৃত্যুর অনেক বেশি দয়া।

অদ্রি। হা ভগবান!

শম্পা। আমি পাগলের মতো লুটিয়ে পড়লাম তাঁর বুকের ওপর, আমার গলা ছিঁড়ে কান্নার ঝড় বেরিয়ে এলো। কিন্তু ওরা আমাকে অজ্ঞান ক'রে রাখলো— প্রাণ ভ'রে কাঁদতে পর্যন্ত দিলে না, কাঁদতে পর্যন্ত দিলে না।

অদ্রি। হা ঈশ্বর!

শম্পা। যখন জেগে উঠলাম— তখন কিছু নেই, কোনো চিহ্ন নেই মানুষটার।

অদ্রি। আমি ছোটো ছিলাম। আমি সেখানে ছিলাম না। আমি কিছুই বুঝিনি।

শম্পা। বাবা এসেই টেলিগ্রাম করেছিলেন দেরাদূনে। তুই, কনক সন্ধেবেলা এসে পৌঁছুলি। কিন্তু অনেক আগেই ওরা সব চুকিয়ে দিয়েছে। মুখাগ্নি করা তোরই অধিকার, কিন্তু তাও ওরা করতে দিলে না তোকে— তোকে ঠকালো, তাঁকেও ঠকালো। আর তারপর— তিন মাসের মধ্যে— অজেন ডাক্তার হ'লো আমাদের বাবার— স্ত্রীর— স্বামী।

অদ্রি (জন্তুর মতো নিশ্বাস ছেড়ে)। সম্ভব— এও সম্ভব!

শম্পা। সম্ভব— সব সম্ভব— সব সত্য। মৃত্যুর পরেও তাঁকে ওরা দয়া করেনি অদ্রি। স্মৃতি পর্যন্ত মুছে দিতে চেয়েছে। সারা বাড়িতে বাবার একটা ছবি পাবি না। তাঁর ছবি, চিঠি— ওদের কাছে জঞ্জাল। কখনো ভেবেছিস, তোকে বস্তার মতো বিলেতে চালান করেছিলো কেন— ঐটুকু ছেলে, ঘুমের সময় তখনও যার দিদিকে চাই? যাতে নিজেকে তুই ভুলে যাস, সেইজন্য। যাতে বাবা, বাড়ি, দেশ— সব ঝাপসা হ'য়ে যায় তোর মনে,

সেইজন্য। তোর চিঠিগুলো পর্যন্ত দেয়নি আমাকে, তোকে আমার কাছ থেকে চুরি ক'রে নিতে চেয়েছিলো। কেন জানিস? যেহেতু আমি স্মৃতি, আমি নিষ্ঠা, আমি বিবেক। যেহেতু ওরা নড়াতে পারেনি আমাকে—লোভ দেখিয়ে, ভয় দেখিয়ে, কিছুতেই পারেনি। তাই আমার অস্তিত্ব ওদের যন্ত্রণা। আর তাই আমার জন্য আজ—হাতকড়া, পায়ের বেড়ি, পাগলা-গারদ!

অদ্রি (কান্না-ভেজা গলায়)। দিদি, আমার দিদি!

শম্পা। অদ্রি! আমার ভাই! আমার বান্ধব! (সোফায় বসলো, অদ্রিকে জড়িয়ে ধরলো।) তবে যা এবার। প্রণাম কর, তর্পণ কর, আশীর্বাদ নে। (পিস্তল এগিয়ে দিলো।) এই নে—এতে আগুন পোরা আছে, এতদিনে তাঁর মুখাগ্নি হবে।

অদ্রি (উন্মাদের মতো দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো, কিছু বললো না)।

শম্পা। ওরা পশুর মতো বধ করেছিলো। ওরাও পশুর মতো মরবে।

অদ্রি (নিঃস্বর গলায়)। কে? কোনজন?

শম্পা। দু-জনেই এক। তফাৎ নেই।

অদ্রি। অজেন পিস্তল ছুঁড়েছিলো। অজেন তোমাকে ঘুমের ওষুধ খাইয়েছিলো।

শম্পা। অন্য জন দাঁড়িয়ে ছিলো পাশে। চোখে-চোখে তাকিয়ে। সাহস দিয়েছিলো। শক্তি দিয়েছিলো। একজনও দয়া করেনি, একজনও দয়া পাবে না।

অদ্রি। কিন্তু ···

শম্পা। তোর ভয় করছে? আমি যাবো সঙ্গে? না কি আমাকে একাই করতে হবে? না কি আমি একাই আমার বাবার সন্তান?

অদ্রি (মাতালের মতো অস্পষ্ট উচ্চারণে)। কী সুন্দর চুল তোমার— ঠিক মা-র মতো। তোমার চোখ— মা-র মতো। কী সুন্দর তুমি, দিদি!

শম্পা। মা কাকে বলছিস? আমাদের মা নেই। যার হাতে রক্ত, বুকের মধ্যে দগদগে ঘা, সে আর মা থাকে না।

অদ্রি (উদ্‌ভ্রান্তভাবে)। বুকের মধ্যে ··· কী ক'রে জানবো? হয়তো ঘা শুকিয়ে গেছে এতদিনে, আর সেই জমিতে গজিয়ে উঠেছে মস্ত একটা কাঁটাবন, উঠতে-বসতে খোঁচা দিচ্ছে সব সময়। বা হয়তো সেই কাঁটার ঝোপে একটি-দুটি ফুলও ফুটেছে— তুমি যা দেখতে পাও না, আমি যা দেখতে পাই না। কে কার মনের কথা জানতে পারে? আমরা তো কেউ ভগবান নই।

শম্পা। কে তোর ভগবান? তিনি তো এই বারো বছর ধ'রে নিঃশব্দ, চিরকাল নিঃশব্দ। তিনি যা করলেন না, তা আমাদেরই করতে হবে এখন। আমাদেরই হ'তে হবে ভগবান। (অদ্রির দিকে পিস্তল বাড়িয়ে দিয়ে) কাঁপিস না, ধর, শক্ত ক'রে ধর।

অদ্রি (পিস্তলটার দিকে তাকিয়ে, তীব্র ফিশফিশে গলায়)। ক্ষমা নেই?

শম্পা। আরো— আরো ওপরে উঠে যা, অদ্রি— ভয়ের ওপরে, ক্ষমার ওপরে, নিয়মের ওপরে। নে একবারের মতো মুক্তির স্বাদ, স্বাধীনতার আনন্দ।

অদ্রি (আর্ত চীৎকারে)। চাই না! চাই না! চাই না!

শম্পা (আস্তে অদ্রির হাত ছুঁয়ে)। শুধু হাতখানা তোর— অন্য সবই আমার। (আর-একবার পিস্তল বাড়িয়ে দিয়ে) আমার এই উপহার নিবি না তুই ?

অদ্রি (ভয়ার্ত চোখে তাকিয়ে রইলো, একটুক্ষণ, তারপর হঠাৎ তীব্র ভঙ্গিতে শম্পাকে ঠেলে সরিয়ে দিলো।)

শম্পা (অদ্ভুত ধরনে হেসে)। আয়, আমি তোকে হাতে ধ'রে নিয়ে যাচ্ছি।

অদ্রি (গলা-ছেঁড়া চাপা চীৎকারে)। রাক্ষসী, দূর হ! (কাঁপতে-কাঁপতে সোফায় এলিয়ে পড়লো।)

শম্পা (স্থির, শান্ত গলায়)। রাক্ষসী ওপরে আছে, অদ্রি। ঘুমোচ্ছে। তুই ওঠ, আর বেশি সময় নেই। (অদ্রির মুখের উপর নিচু হ'য়ে, গুনগুন ক'রে) নিশুতি রাত— ঘরে-ঘরে ঘুম— কিন্তু তিনি এখনো জেগে আছেন। আছেন চোখ মেলে তাকিয়ে— ঐ দ্যাখ— তোর দিকে, আমার দিকে। (শূন্যে আঙুল তুললো।)

অদ্রি (হাতে চোখ ঢেকে)। আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না!

শম্পা। শোন কান পেতে। 'আমার বিছানা বড়ো ময়লা, বদলে দে।' রক্তের দাগ রক্ত দিয়ে মুছে দে। তিনি তোকে আদেশ দিয়েছেন।

অদ্রি (কানে হাত চেপে)। আমি কিছু শুনতে পাচ্ছি না।

শম্পা। এইখানে শোন। (অদ্রির মাথাটা নিজের বুকের উপর নামিয়ে এনে) টিপ, টিপ, টিপ— যেন ফেটে যাচ্ছে, তবু ফাটে

না। এই আমি সহ্য করেছি— বছরের পর বছর। তোর আশায়, তোর পথ চেয়ে। শুধু এটুকু— এই একটি কাজ, তারই জন্য আমি বেঁচে আছি এখনো।

অদ্রি (শম্পার কাঁধে মুখ লুকিয়ে, যন্ত্রণার স্বরে)। মা গো!

শম্পা। আমি কারো মা নই, তোর কোনো মা নেই। (অদ্রির চুলের মধ্যে আঙুল চালাতে-চালাতে) আমি ছাড়া কেউ নেই তোর, তুই ছাড়া আমার কেউ নেই। (নরম গলায়, গুনগুন ক'রে) আমার দুঃখ আমি দিলাম তোকে, আমার শক্তি আমি দিলাম তোকে, আমার অপেক্ষা তোর মধ্যে শেষ হ'লো। তুই আর আমি— এক রক্ত, এক মাংস, এক স্মৃতি। মুখ তোল, তাকা আমার দিকে, কথা শোন। (অদ্রি মুখ তুললো, শিকারির তাড়া-খাওয়া জন্তুর মতো তার চোখ।)

অদ্রি (অন্য দিকে তাকিয়ে, বিহ্বল গলায়)। পৃথিবী, ক্ষমা করো! জল, মাটি, আগুন, আকাশ— ক্ষমা করো!

শম্পা (সোফা থেকে উঠে)। উঠে দাঁড়া, অদ্রি। (অদ্রি টলতে-টলতে উঠে দাঁড়ালো।) এটা নে। (পিস্তল হাতে দিলো, অদ্রি যেন অচেতনভাবে নিলো সেটা।) শোন— তুই আর আমি, আমরা আর অদ্রি আর শম্পা নেই। আমরা অনেক বড়ো হ'য়ে গিয়েছি। জল, মাটি, আকাশের চেয়ে বড়ো। আমরা পেরিয়ে এসেছি মানুষের সংসার, সব সীমা ছাড়িয়ে। ভালো-মন্দ, সুখ-দুঃখ, ন্যায়-অন্যায়, সব-কিছুর বাইরে আমরা এখন। আমরা স্বাধীন, আমরা যা চাই তা-ই করতে পারি, জগৎ আমাদের পায়ের তলায়। আমি তোকে বেঁধেছি, তুই

আমার বাঁধন খুলে দে। আমি তোকে জাগিয়ে তুললাম, তুই আমাকে ঘুম পাড়া। আয়, অদ্রি। (অদ্রিকে বুকে জড়িয়ে) আয় আমরা এক মুহূর্ত দেবতার মতো বাঁচি, তারপর কিছুতেই কিছু এসে যায় না। (অদ্রিকে ছেড়ে দিয়ে, ফিশফিশ ক'রে) এবার যা। ভেতরের সিঁড়ি দিয়ে— ঠিক সামনের ঘরটায় ওরা।

[মাঝের দরজা দিয়ে অদ্রি বেরিয়ে গেলো। শম্পা দাঁড়িয়ে রইলো— স্থির, কঠিন, মূর্তির মতো নিশ্চল। নেপথ্যে শোনা গেলো দরজায় ধাক্কা দেবার শব্দ, মনোরমার ভয়-পাওয়া চীৎকার।]

অদ্রির চীৎকার (নেপথ্যে)। আমার বাবাকে কে মেরেছিলো? আমার বাবাকে কে মেরেছিলো? বলো! জবাব দাও। (ধ্বস্তাধ্বস্তি, চেয়ার-টেবিল উল্টে পড়ার শব্দ শোনা গেলো।) কোথায়— অজেন কোথায়? শয়তানটাকে কোথায় লুকিয়েছো?

মনোরমার চীৎকার (নেপথ্যে)। বাঁচাও, কে আছো বাঁচাও!

অদ্রির চীৎকার (নেপথ্যে)। ওকে আড়াল কোরো না। তুমি স'রে যাও! আমি অজেনকে চাই।

মনোরমার চীৎকার (নেপথ্যে)। কে আছো, বাঁচাও!

[দুমদাম পায়ের শব্দ শোনা গেলো। মাঝের দরজা দিয়ে ছুটে এলো মনোরমা; তার বসন বিস্রস্ত, চুল লুটিয়ে পড়েছে পিঠে, দুই হাত উপরে তোলা। তার পিছনে পিস্তল হাতে অদ্রি। অদ্রির চোখ লাল, নিশ্বাস ঘন, সারা মুখে ঘাম। মনোরমা কানামাছির মতো এদিক-ওদিক ঘুরলো একটু, হঠাৎ অদ্রির মুখোমুখি প'ড়ে গেলো।]

অদ্রি। অজেনকে বের ক'রে দাও! নয়তো তোমারও রক্ষে নেই।

মনোরমা (মর্মান্তিক আর্তস্বরে)। আমি তোর মা! আমি তোর মা! (হঠাৎ ডান দিকের দরজাটা দেখতে পেয়ে ছুটে বেরিয়ে গেলো, অদ্রি তার পিছনে।)

অজেনের চীৎকার (নেপথ্যে)। খুন! খুন! বাঁচাও!

অদ্রির চীৎকার (নেপথ্যে)। এই যে সেই পাপিষ্ঠ! এই নাও!

মনোরমার চীৎকার (নেপথ্যে)। তোকে কুকুরে ছিঁড়ে খাবে! তোকে কুকুরে ছিঁড়ে খাবে!

[নেপথ্যে পিস্তল ছোঁড়ার শব্দ, তারপর নিথর স্তব্ধতা। এই সমস্তটা সময় স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলো শম্পা, চোখ নিষ্পলক, কোনো মূর্তির মণি-বসানো চোখের মতো। একটু পরে শিথিল পায়ে অদ্রি ফিরে এলো।]

অদ্রি (হাতের পিস্তল ছুঁড়ে ফেলে)। যা! যা গঙ্গাজলে। যা রসাতলে। আর তোকে চাই না। আর তোকে ছোঁবো না। তুই ভুল করলি, আমি অবাক। দিদি, যাও একবার মা-কে দেখে এসো। না—অজেন নয়, মা। (বিকৃত গলায় অস্পষ্ট হেসে) এখনো চোখ খোলা— বুজিয়ে দাও। এখনো স্রোতের মতো রক্ত— থামিয়ে দাও। রক্ত— আমি ভেবেছিলাম সুন্দর, যেন টাটকা-ফোটা গোলাপ, জ্বলজ্বলে চুনি-বসানো নেকলেস। জানতাম না লাল অমন কুৎসিত রং— বীভৎস। নাড়িভুঁড়ি উল্টে আসে। আমার হাতে লেগেছে, জানো— (নিজের হাতের দিকে তাকিয়ে) চিটচিটে নোংরা। যে-হাত তুমি ছুঁয়েছিলে— নোংরা। আর (হাত নাকে ঠেকিয়ে)— দুর্গন্ধ (হাত পিছনে

নিয়ে)— লুকোনো যায় না। মাছির মতো ফিরে-ফিরে আসে। আমি ভেবেছিলাম মৃতেরা সবাই ঘুমিয়ে পড়ে, শান্ত হ'য়ে, নিশ্চিন্তে। জানতাম না তারা তাকিয়ে থাকে— একদৃষ্টিতে— ভয়ে— যন্ত্রণায়— বিকট। (পিছনে তাকিয়ে) বিকট— ঐ জন্তুগুলো— লকলকে জিভ— (নিচু হ'য়ে ঢিল ছোঁড়ার ভঙ্গি ক'রে) যা— পালা— দূর হ— তুমি দেখতে পাচ্ছো না দিদি, আমি দেখতে পাচ্ছি— ওরা— আসছে। (আর্ত চীৎকারে) দি-দি—! (হাত বাড়িয়ে শম্পার দিকে ছুটে গেলো।)

[শম্পা একইভাবে দাঁড়িয়ে ছিলো এতক্ষণ, যেন অদ্রিকে সে দেখতে পাচ্ছে না, কোনো কথা তার কানে যাচ্ছে না। এবারে হঠাৎ যেন প্রাণ ফিরে এলো তার চোখে, ঝিলিক দিলো বিদ্যুৎ, পা থেকে মাথা পর্যন্ত কেঁপে উঠলো একবার।]

শম্পা (মুখ উঁচু ক'রে, বুকে হাত চেপে, নিশ্বাসের স্বরে)। শান্তি— এতদিনে।

অদ্রি (চীৎকার ক'রে)। ওদের নিশ্বাস আমার গায়ে লাগছে! আগুনের হলকা!

শম্পা (নিশ্বাসের স্বরে) শান্তি— শান্তি— শান্তি। (তার শরীর দুলে উঠলো।)

[শম্পাকে জড়িয়ে ধরতে গেলো অদ্রি, শম্পা একটা জড় বস্তুর মতো প'ড়ে গেলো।]

অদ্রি। প'ড়ে গেলো— আমার হাতের ফাঁক দিয়ে— কোথায়? (শম্পার দিকে তাকিয়ে) দিদি, তুমি কি ঘুমিয়ে পড়লে এখনই?

(হাঁটু ভেঙে ব'সে, শম্পাকে ঠেলে) আমার ভয় করছে, দিদি— তুমি ওঠো, কথা বলো!…ঐ দ্যাখো, আসছে— রাক্ষসী কালীর নাতি-নাৎনিগুলো— জঘন্য— চোখে পিঁচুটি, চোয়ালে রক্ত— দূর হ! দূর হ! দূর হ! কাকে চাস তোরা? আমি অদ্রি নই— আমি কিছু জানি না, আমি ছোটো ছেলে, ছটো খোকা— আমি এখন দিদির কাছে শুয়ে ঘুমোবো।

[শম্পার পাশে কুঁকড়ে শুয়ে পড়লো অদ্রি। মুহূর্তের জন্য অন্ধকার, তারপর মঞ্চে উজ্জ্বল আলো। এখন সকাল, জানলার বাইরে রোদ্দুর। মেঝের ওপর তেমনি প'ড়ে আছে ভাই-বোন— শম্পা একেবারে নিঃসাড়, অদ্রিকে ঘুমন্ত মনে হয়। এক পাশে মূর্তির মতো অজেন দাঁড়িয়ে।

মাঝের দরজা দিয়ে বুড়ো-মতো একটি গোমস্তা ঢুকলো, দু-জন ভৃত্যকে সঙ্গে নিয়ে।]

গোমস্তা। আমি বলতে এলাম কেওড়াতলার সব ব্যবস্থা হ'য়ে গেছে। (শম্পার দিকে তাকিয়ে) এনাকে নিয়ে যাই এবার?

[ডান দিকের দরজা দিয়ে দু-জন ছাই-রঙা য়ুনিফর্ম-পরা লোক ঢুকলো।]

ছাইরঙা য়ুনিফর্ম-পরা লোক। ডাক্তার কাঞ্জিলাল পাঠিয়ে দিলেন আমাদের। (মেঝেতে শোয়া দু-জনের দিকে তাকিয়ে) পেশেণ্ট কোনজন?

[বাঁ দিকের দরজা দিয়ে কয়েকজন শাদা য়ুনিফর্ম-পরা পুলিশম্যান ঢুকলো।]

পুলিশের ইন্সপেক্টর (নোটবই বের ক'রে পড়লো)। শম্পা ভাদুড়ী ··· বয়স আটাশ ··· ফাউণ্ড ডেড ··· কী ক'রে মরলো ? কেউ কিছু জানেন ?

অদ্রি (ন'ড়ে উঠে, ঘুমের মধ্যে বিড়বিড় ক'রে)। জানি না। আমি কিছু জানি না।

[মঞ্চের পিছন দিকে আধো চাঁদের আকারে দাঁড়িয়ে গেলো সবাই, সকলের চোখ অদ্রির উপর নিবদ্ধ।]

অদ্রি (উঠে ব'সে, ঘূর্ণিত চোখে লোকজনের দিকে তাকিয়ে)। আবার! আবার এসেছিস! এতগুলো! ছিলি তিনজন— রাক্ষসীর তিনটে নাতি-নাৎনি— কখন এতগুলো হ'য়ে গেলি ? (বুটের শব্দ ক'রে পুলিশের লোক এক পা এগোলো, অন্য দিক থেকে পাগলা-গারদের লোক এক পা এগোলো। দুদিকে দুই হাত বেগে নাড়লো অদ্রি।) দূর হ! দূর হ! দূর হ! আমি ছটো ছেলে, আমি কিছু জানি না। (শিশুর মতো হামাগুড়ি দিয়ে) ছটো খোকা বলে অ, আ, শেখেনি সে কথা কওয়া। শাল মুড়ি দিয়ে হ ক্ষ কোণে ব'সে কাশে খ ক্ষ। (খকখক ক'রে কেশে উঠলো।) আমি বিক্‌স্কুট খাবো, কিঞ্চিৎ বিক্‌স্কুট— (কঁকিয়ে) আমাকে একটা বিক্‌স্কুট দাও! দিদি, তুমি দেখতে পাচ্ছো না ? (শম্পার মৃতদেহে ধাক্কা দিয়ে) ওরা আসছে— দাঁতালো জন্তু— জঘন্য! (আর-এক পা এগোলো পুলিশের লোক, পাগলা-গারদের লোক।) ওঠো, দিদি, আমার জুতো খুলে দাও, আমি এখন ঘুমুবো— ঘুমুবো— আমার ঘুম পেয়েছে,

আমাকে ঘুমোতে দাও। (মুহূর্তকাল চুপ ক'রে রইলো, তারপর হঠাৎ আর্ত চীৎকারে) দিদি, দিদি, তুমি দেখছো না— আমাকে ধ'রে ফেললো— আমাকে কুকুরে খেয়ে ফেললো, কুকুরে খেয়ে ফেললো !

[উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করে প'ড়ে গেলো অদ্রি। পুলিশের লোক, পাগলা-গারদের লোক দু-দিক থেকে কাছে এগিয়ে এলো, নিচু হ'য়ে হাত বাড়িয়ে দিলো অদ্রির দিকে।]

যবনিকা

স ত্য স ন্ধ

একাঙ্ক নাটক

পাত্রপাত্রী

জয়ানন্দ

উর্মিলা (জয়ানন্দর স্ত্রী)

পুলিশের দারোগা

পুলিশের ইন্সপেক্টর

উকিল

জয়ানন্দর একটি বন্ধু ও বন্ধুপত্নী

জয়ানন্দর আপিশের বড়ো কর্তা ও ছোটো কর্তা

তুটি সুশ্রী মহিলা

তুই প্রৌঢ়

এক বালক

তুটি কলেজের ছাত্র

একটি ছাত্রী

কাগজের হকার

নেপথ্যে বিবিধ কণ্ঠস্বর

[কলকাতার যে-কোনো একটা থানা। লম্বা টেবিলের সরু দিকে একটি ছোকরামতো দারোগা ব'সে আছে, তার সামনে একটা বালি-কাগজের খাতা খোলা, হাতে কলম। শ্রাবণ মাসের মেঘলা বিকেল, কড়া ইলেকট্রিক বাল্‌ব ঝুলছে সীলিং থেকে]

দারোগা (খাতা থেকে গুনগুন ক'রে প'ড়ে)। I hereby despose ··· on the second of August ··· my wife ··· at 600 X Block, New Alipore ··· (ইন্সপেক্টর ঢুকলো, দারোগা পড়া থামিয়ে উঠে দাঁড়ালো।) আসুন, স্যর। আপনার জন্যই ব'সে আছি।

ইন্সপেক্টর। কোনো জরুরি ব্যাপার? (টেবিলের লম্বা দিকটায় বসলো।)

দারোগা। সেই যে আপনাকে ফোন করলুম দুপুরে— (সেও বসলো।)

ইন্সপেক্টর। ও, সেই মার্ডার-কেস। আসামি কোথায়?

দারোগা। তাকে পাশের ঘরে বসিয়ে রেখেছি।

ইন্সপেক্টর। হাজতে দাওনি?

দারোগা। একজন রেসপেক্টেবল ভদ্রলোক, স্যর—

ইন্সপেক্টর। ঢের, ঢের ভদ্দরলোক দেখেছি হে, জগন্নাথ। কাউকে বিশ্বাস নেই।

দারোগা। ঠিক কথা, স্যর, যা বলেছেন। তবে— এই জয়ানন্দবাবু —মানে, আসামি— লোকটি কেমন অদ্ভুত-মতো। নিজেই চ'লে এলো থানায়, আমরা কেউ কিছু জিগেস করার আগেই বলে কিনা— 'আমি আমার স্ত্রীকে খুন করেছি, আপনারা আমাকে গ্রেপ্তার করুন।'

ইন্সপেক্টর। এতে আর অদ্ভুত কী আছে। খুন করলেই কনফেস করার ভীষণ ইচ্ছে হয় কারো-কারো।

দারোগা। তাই ব'লে পুলিশের কাছে! আর ভদ্রলোকটির কথাবার্তাও কেমন বাঁকাচোরা। সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ আছে, মনে হ'লো।

ইন্সপেক্টর। কী-রকম?

দারোগা। হয়তো আসল খুনেকে বাঁচাতে চাচ্ছে। বা লুকোতে চাচ্ছে কোনো পরিবারিক কলঙ্ক। বা হয়তো ··· (মাথায় টোকা দিয়ে) মাথার গোলমাল।

ইন্সপেক্টর। বাঁচার জন্য পাগল সাজা আর নতুন কী।

দারোগা। না, স্যর, এখানে ঠিক উল্টো ব্যাপার। জোর ক'রে বলছে সে খুনে। আমি যখন বললুম, 'হুট ক'রে একটা কথা

বললেই তো হ'লো না, আদালতে প্রমাণ হওয়া চাই—' তখন মুখটা এইটুকু হ'য়ে গেলো। 'আপনারা তাহ'লে আমার কথা বিশ্বাস করছেন না? ভাবিনি আমাকে কেউ অবিশ্বাস করবে।' খুনে হবার জন্য এমন হামলাতে আর দেখিনি কাউকে।

ইন্সপেক্টর। তুমি আর কতটুকু দেখেছো, জগন্নাথ। এই সেদিন সার্ভিসে ঢুকলে। আমার বয়সে কিছুতেই আর অবাক হবে না।

দারোগা। ঠিক কথা, স্যর। কিন্তু ভদ্রলোকটি—

ইন্সপেক্টর। ভদ্রলোকটি হয়তো উচ্চাঙ্গের ক্রিমিনেল— ভাবছে নিজের দোষ নিজে জাহির করলে অন্যেরা নির্দোষ ব'লে ধ'রে নেবে। পোস্ট-মর্টেমের রিপোর্ট আসেনি?

দারোগা। আসেনি এখনো। তবে সেখানেও এক ফ্যাকড়া, স্যর। জয়ানন্দবাবুর যিনি ফ্যামিলি-ফিজিশিয়ান, তিনি এসেছিলেন খানিক আগে। লিখে দিয়ে গেছেন ওটা ন্যাচরেল ডেথ— হেমোরেজ অব দি হার্ট। খুব বড়ো ডাক্তার, স্যর। এম. আর. সি. পি., এফ. আর. সি. এস.--

ইন্সপেক্টর। বাদ দাও ও-সব। বাড়ির বাঁধা ডাক্তার—ওটুকু বন্ধুকৃত্য করবে না!

[টেলিফোন বাজলো।]

ইন্সপেক্টর (টেলিফোনে)। হ্যালো— মেডিকেল কলেজ?— হ্যাঁ, বলুন। ডাউটফুল? ··· পয়জনিং-এর কোনো এভিডেন্স নেই? ··· ভায়োলেন্স? ··· তা হ'তে পারে, কিন্তু ···? আচ্ছা, রিপোর্টটা পাঠিয়ে দিন। (টেলিফোন নামিয়ে রাখলো।)

দারোগা (উদ্‌গ্রীবভাবে)। তাহ'লে, স্যর, পোস্ট-মর্টেমেও ডেফিনিট কিছু ধরা পড়লো না ?

ইন্সপেক্টর (অপ্রসন্ন মুখভঙ্গি ক'রে)। বলছে এক ধরনের স্ট্রোকেও নাকি ঐ রকম রক্তপাত হয় ভেতরে-ভেতরে। তা যাকগে মরুক গে, এতে আর তোমার আমার কী।

দারোগা। এক আচ্ছা পাগলের পাল্লায় পড়া গেলো দেখছি। ভদ্রমহিলা মারা গেলেন স্ট্রোকে, আর তা-ই নিয়ে কী হাঙ্গামাই বাধিয়েছে। নিজেরও হেনস্তা, আমাদেরও খাটুনির একশেষ। সেই সকাল ন-টায় এসেছি, স্যর, ভেবেছিলুম আজ ঈস্ট বেঙ্গলের খেলাটা দেখতে যাবো—

ইন্সপেক্টর। তা আমাদের আর জুরিসডিকশন কতটুকু ? আমরা চালান ক'রে দেবো— কোর্টে গিয়ে যা হয় হবে। ডায়েরি করেছো ?

দারোগা। এই যে, স্যর— (খাতা এগিয়ে দিলো।)

ইন্সপেক্টর (খাতায় চোখ বুলিয়ে)। Jayananda Sarkar, Public Relations Officer, All-India Chemicals ··· my wife Srimati Urmila Sarkar ··· deceased ··· ইনকোয়ারিতে কে গিয়েছিলো ?

দারোগা। নগেনবাবু, স্যর— পাকা লোক। এই তাঁর রিপোর্ট। (একটা ফাইল এগিয়ে দিলো।)

ইন্সপেক্টর (ফাইলে চোখ ফেলে, সরিয়ে রেখে)। ইনফরমেশন কোত্থেকে এলো ?

দারোগা। সেই তো মজা, স্যর। পাড়া-পড়শি কেউ কিছু সন্দেহ

করেনি। কেউ কল্পনাও করেনি গোলমেলে কিছু আছে। ভদ্রলোক নিজে এসে বললেন আমাদের— বেলা এগারোটা নাগাদ, আত্মীয়েরা সাজিয়ে-টাজিয়ে শ্মশানে নিয়ে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছে— ওরই মধ্যে হঠাৎ অত লাল পাগড়ি দেখে যা অবস্থা সকলের! আমরা যখন বললুম এই ব্যাপার, জয়ানন্দবাবুর একটি শালী ফিট হ'য়ে পড়লো। ভেবে দেখুন, স্যর, উনি যদি থানায় না-আসতেন, কিছু না-বলতেন, তাহ'লে এতক্ষণে নিশ্চিন্তে শোক করতে পারতেন স্ত্রীর জন্য, দু-বছর পর আবার বিয়ে ক'রে ঘর বাঁধতেন— কোনো জন্মে কিচ্ছুটি হ'তো না।

ইন্সপেক্টর। আসামিকে ডাকো। চেহারাটা দেখি।

দারোগা (হাঁক দিয়ে)। তেওয়াড়ি! জয়ানন্দ সরকারকো বোলাও।

[নেপথ্যে তেওয়াড়ির ভারি বুটের শব্দ। একটু পরে জয়ানন্দর প্রবেশ। আধ-বয়সী; মাথার চুল পাৎলা ও উশকোখুশকো, চেহারা সম্ভ্রান্ত কিন্তু এ-মুহূর্তে মলিন, পরনে প্যাণ্ট-শার্ট।]

ইন্সপেক্টর (তাকিয়ে, বাঁ দিকে চেয়ার দেখিয়ে)। বসুন। (জয়ানন্দ বসলো।) আপনার নাম ··· (দারোগার ডায়েরি দেখে) জয়ানন্দ সরকার?

জয়ানন্দ। আজ্ঞে হ্যাঁ।

ইন্সপেক্টর। বয়স ··· উনচল্লিশ?

জয়ানন্দ। আজ্ঞে হ্যাঁ।

ইন্সপেক্টর। আপনি বলছেন আপনি আপনার স্ত্রীকে খুন করেছেন?

জয়ানন্দ। যা সত্য তা-ই বলছি।

দারোগা। সত্য-মিথ্যা হাইকোর্টে ঠিক হবে। তা আপনিও জানেন না, আমরাও জানি না।

জয়ানন্দ। আপনার কথার প্রতিবাদ করতে বাধ্য হচ্ছি। আমার স্ত্রীর মৃত্যুর কারণ শুধু আমিই জানি।

ইন্সপেক্টর (খাতায় চোখ ফেলে)। আপনি বলছেন ··· বাই স্ট্র্যাংলিং···গলা টিপে মেরেছিলেন?

জয়ানন্দ। ঠিক তা-ই।

ইন্সপেক্টর। কী ক'রে? ফাঁস জড়িয়ে? না, এমনি শুধু হাতে? (হাত তুলে আঙুল বাঁকালো।)

জয়ানন্দ। বালিশ চাপা দিয়ে। একটা, দুটো, তিনটে বালিশ। (দারোগা ও ইন্সপেক্টরের চোখোচোখি।)

ইন্সপেক্টর। কী বাজে বকছেন! বালিশ চাপা দিয়ে কোনো সাবালক মানুষকে মারা যায় না।

জয়ানন্দ। আমি বালিশের ওপর হাঁটু চেপে বসেছিলাম। আমার ওজন দেড় মন। আর ঊর্মিলা ছিলো ছোটোখাটো, দুর্বল-মতো।

ইন্সপেক্টর। উনি ছটফট করেননি? চীৎকার করেননি? চীৎকার শুনে ছুটে আসেনি কেউ?

জয়ানন্দ। ও বুঝতে পারেনি ব্যাপারটা। চ্যাঁচাবার সাধ্যও ছিলো না। আর চ্যাঁচালেই বা শুনতো কে? শেষরাত, অঝোরে বৃষ্টি হচ্ছে, আমরা স্বামী-স্ত্রী দরজা বন্ধ ক'রে ঘুমোচ্ছি।

ইন্সপেক্টর। তারপর?

জয়ানন্দ। তারপর আমি উঠে গিয়ে ডাক্তারকে ফোন করলাম। ডাক্তার তক্ষুনি এলেন ; দেখে বললেন স্ট্রোক।

ইন্সপেক্টর। আপনি ডাক্তারকে বলেননি যে আপনি চাপা দিয়ে—

জয়ানন্দ। না, বলিনি। ডাক্তার আমার অনেকদিনের বন্ধু, বিশ্বাস করতো না। তাছাড়া— কেমন লজ্জাও করলো। কিন্তু আপনারা পুলিশ— ভগবানের প্রতিনিধি ··· আপনাদের কাছে লজ্জা নেই।

দারোগা। মাপ করবেন, আমরা আইনের প্রতিনিধি, ভগবানের সঙ্গে কোনো কারবার নেই আমাদের।

জয়ানন্দ। কিন্তু সব আইন তো ভগবানেরই সৃষ্টি।

দারোগা। ভুল বলছেন। আমাদের ইণ্ডিয়ান পীনাল কোড ইংরেজের তৈরি— অন্য অনেক দেশের সঙ্গে তা মেলে না। আইন যদি ভগবানের তৈরি হবে তাহ'লে তা এক-এক দেশে এক-এক রকম কেন ?

ইন্সপেক্টর। অত বকবক কোরো না, জগন্নাথ, আমি চিন্তা করছি। কী যেন ভাবছিলাম— হ্যাঁ— (জয়ানন্দর দিকে ঝুঁকে) আপনার মোটিভ কী ছিলো ?

জয়ানন্দ (যেন কথাটা বুঝতে না-পেরে)। মোটিভ ··· ?

ইন্সপেক্টর। মানে— কারণটা কী ? ব্যাপারটা— কী বলে গিয়ে— একটু অস্বাভাবিক তো। হঠাৎ ও রকম একটা কাজ কেন করলেন ?

জয়ানন্দ। অস্বাভাবিক কেন হবে ? অনেকেরই অনেককে মারতে ইচ্ছে করে মাঝে-মাঝে। ঘনিষ্ঠ আত্মীয়, যারা একসঙ্গে এক

বাড়িতে থাকে, তাদের মধ্যে তো খুবই বেশি। একটা বয়সে বোনেরা চুলোচুলি করে, ভাইয়েরা কিল-ঘুষি চালায়। সবই তো ঐ এক ব্যাপার। আমরা আজকাল নরম ক'রে হিংসে বলি, কিন্তু হিংসার আসল অর্থ তো মেরে ফেলার ইচ্ছে। বড়ো হয়, বুদ্ধি পাকে— তখনও কেউ কথা দিয়ে মারে, কেউ কোনো ব্যবহার দিয়ে। পুরোপুরি খুন পর্যন্ত গড়ায় না— সময় নেই ব'লে, সুযোগ নেই ব'লে। তাছাড়া, রাগও প'ড়ে যায়।

দারোগা (সে খুব আগ্রহ নিয়ে শুনছিলো)। আপনার তাহ'লে রাগ ছিলো আপনার স্ত্রীর ওপর ?

জয়ানন্দ। তা ছিলো বইকি।

ইনস্‌পেক্টর। সেই রাগের কারণটাই জানতে চাচ্ছি।— জগন্নাথ, উনি যা বলছেন লিখে নাও।

দারোগা (খাতা টেনে নিয়ে, লিখতে-লিখতে)। 'আমার স্ত্রীর ওপর আমার রাগ ছিলো—' তারপর ?

জয়ানন্দ (ক্লান্তভাবে কপালে হাত বুলিয়ে)। আমি— আমি ঠিক— (থেমে গেলো)।

ইন্সপেক্টর (জয়ানন্দকে সাহায্য করার ধরনে)। আচ্ছা শুনুন— আপনার স্ত্রী— কিছু মনে করবেন না, আমাদের সবই জানতে হয়— তাঁর কোনো গুরুতর অপরাধ কি ধরা পড়েছিলো বিয়ের পরে ? যেমন ধরুন, যদি অন্য কোনো পুরুষের সঙ্গে— আই মীন, ইজ় ইট এ কেইস অব কনজুগেল জেলাসি ?

জয়ানন্দ। জেলাসি ? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। ওটা বড্ড ছিলো আমার। ভীষণ।

ইন্সপেক্টর। মাপ করবেন, কারো ব্যক্তিগত জীবন দিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি বড়ো নোংরা ব্যাপার, কিন্তু আমাদের তো ঐ কাজ, আর আপনিও প্যাঁচে প'ড়ে গেছেন। আমি যা জানতে চাচ্ছি তা এই : আপনি কি আপনার স্ত্রীর ইনফিডেলিটির কোনো প্রমাণ পেয়েছিলেন ?

জয়ানন্দ। প্রমাণ ? ··· ইনফিডেলিটি ? না তো।

ইন্সপেক্টর। এমন কোনো লক্ষণ, যাতে তাঁর চরিত্র বিষয়ে—

জয়ানন্দ (ঝাঁঝিয়ে উঠে)। ইন্সপেক্টরবাবু, আপনি মুখ সামলে কথা বলবেন।

ইন্সপেক্টর। কী মুশকিল ! তাহ'লে আপনার জেলাসি কেন ?

জয়ানন্দ। ঐ আমার স্বভাব। বিয়ের ছ-মাস পর থেকেই মনে হ'তে লাগলো আমার স্ত্রী আমার অসহ্য। সব সময় নয়। মাঝে-মাঝে। তখন মনে-মনে প্ল্যান করতুম, কী ক'রে তাকে দূর করা যায়।

ইন্সপেক্টর। সে কী! ছ-মাস পর থেকেই ? অদ্ভুত!

দারোগা (যেন হঠাৎ নতুন সূত্র খুঁজে পেয়ে, ডায়েরির পাতা উল্টে)। আপনাদের বিয়ে হয়েছিলো ··· দু-বছর আগে। তা-ই না ?

জয়ানন্দ। ঠিক।

দারোগা। তখন আপনার বয়স ছিলো ··· সাঁইত্রিশ, আপনার স্ত্রীর ··· উনিশ। ঠিক ? (জয়ানন্দ মাথা নাড়লো।) দ্বিতীয় পক্ষ ?

জয়ানন্দ। আজ্ঞে না। বিয়ে আমার এই প্রথম, যদিও আগে—

দারোগা (উৎসাহিত হ'য়ে)। বলুন, বলুন, থামলেন কেন?

জয়ানন্দ। ব্যাচলার— যুবক— রোজগার করি প্রচুর— মেয়েদের নিয়ে খেলাধুলো করতুম আরকি।

দারোগা (হেসে উঠে)। খেলাধুলো! বেশ বলেছেন কথাটা।

ইন্সপেক্টর (দারোগার দিকে ভ্রূকুটি ক'রে)। তুমি বড্ড বাজে কথা টেনে আনতে পারো, জগন্নাথ। ও-সবের কোনো বেয়ারিং নেই।

দারোগা। ঠিক কথা, স্যর, যা বলেছেন। তবে কী জানেন— আমি ভাবছিলুম বয়সের এতটা তফাৎ যখন, আর উনি নিজে ফুলে-ফুলে মধু খেয়ে বেড়াতেন— ব্যাপারটা হয়তো— যাকে বলে সন্দেহ-বাতিক, তা-ই।

জয়ানন্দ (ঝাঁঝিয়ে উঠে)। ছি! আপনারা কি আমাকে ইতর ভাবলেন?

ইন্সপেক্টর। কী মুশকিল! জেলাসির একটা কারণ চাই তো?

জয়ানন্দ। সেটা অন্য ধরনের জেলাসি।

ইন্সপেক্টর। ধরনটা একটু বুঝিয়ে বলুন।

জয়ানন্দ। মানে, আমি যে সত্যি বিয়ে করবো তা ভাবিনি। দিব্যি ছিলুম— বেপরোয়া, ফুর্তিবাজ, লাফিয়ে-লাফিয়ে উন্নতি করেছি চাকরিতে। ঢুকেছিলুম তেইশ বছর বয়সে অ্যাপ্রেনটিস হ'য়ে পাঁচশো টাকায়, দু-বছর পর কনফার্মেশন— আটশো— তারপর হাজার— বারো শো— চোদ্দ শো— হ'তে-হ'তে এমন একটা অঙ্ক দাঁড়িয়ে গেলো যা বলতেও লজ্জা করে। ন-টা থেকে পাঁচটা আপিশ, একবারও অন্য কিছু ভাবি না সেই আট ঘণ্টার মধ্যে,

ভাববার সময়ও থাকে না। কিন্তু যেই আপিশ থেকে বেরোলাম — সন্ধেবেলা— রাত্তিরে— আমার অন্য চেহারা। চমৎকার জীবন। একা থাকি, কিছুরই জন্য কোনো জবাবদিহি নেই কারো কাছে, মনে-মনে ভাবি— সারা কলকাতায় যদি এমন একজনও থাকে যে সত্যি স্বাধীন, মন যখন যা চায় তা-ই করতে পারে, সে হচ্ছি আমি। এমনি ক'রে চোদ্দ বছর কাটাবার পর একদিন উর্মিলার সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেলো। তিন মাসের মধ্যে বিয়ে।

দারোগা (সাগ্রহে)। লাভ-ম্যারেজ তো ?

জয়ানন্দ। তা বলতে পারেন। কিন্তু আমি অবাক।

ইন্সপেক্টর। অবাক কেন ?

জয়ানন্দ। প্রথমে ভেবেছিলুম, খুকিটি তো দেখতে-শুনতে বেশ, একটু খেলানো যাক। কিন্তু আস্তে-আস্তে অন্য কিছু ঘটতে লাগলো আমার মধ্যে— ঘ'টে গেলো। এমন কিছু— যা নতুন, যাতে সুখের যেন সীমা নেই, আবার কষ্টও বড্ড।

দারোগা (সত্যিকার উৎসাহিত হ'য়ে, তার আসল কাজ প্রায় ভুলে গিয়ে)। একেই বলে লাভ্ অ্যাট ফার্স্ট সাইট। কিন্তু কষ্ট আবার কোত্থেকে এলো ?

জয়ানন্দ। মানুষের যদি স্বাধীনতা চ'লে যায়, তার চেয়ে কষ্ট আর কী ? যদি সব চিন্তা সব সময় শুধু একদিকে ছোটে, তার চেয়ে কষ্ট আর কী ? (ইন্সপেক্টরের ইঙ্গিতে দারোগা আবার লিখতে আরম্ভ করলো।) আমার নানা দিকে ঝোঁক ছিলো— কিছু ভালো, কিছু বদখেয়াল : বই, নাটক, মদ, জুয়ো, মেয়েরা।

কিন্তু হঠাৎ অন্য সব মেয়ে অত্যন্ত সাধারণ হ'য়ে গেলো— সাধারণ — বাজে— কথা বলার অযোগ্য, তাকিয়ে দেখার অযোগ্য। কী অন্যায় বলুন তো, কী অবিচার, কী স্বার্থপরতা! (দারোগা কলম নামিয়ে অবাক হ'য়ে মুখ তুললো।) বিয়ে হ'লো— আমার যেন বিশ্বাস হয় না সে এখন থেকে আমারই কাছে থাকবে— একই বাড়িতে— একই ঘরে— একই বিছানায়। (ইন্সপেক্টর কাশলো।) অথচ আমার কাছে ব্যাপারটা কিছু নতুন নয়; আমি সাঁতার কেটেছি অনেক জোয়ারে, অনেক শরীরে— নির্বিঘ্নে।

ইন্সপেক্টর (কেশে)। আপনার এ-সব কথা অবান্তর হচ্ছে, জয়ানন্দবাবু। এবার আসল ব্যাপারে চ'লে আসুন।

জয়ানন্দ (উন্মনভাবে)। হঠাৎ কী-রকম বদলে গেলো সব। আপিশের কাজে কখনো আমার অমনোযোগ ছিলো না, সারা ড্যালহুসি পাড়ায় বিখ্যাত ছিলো আমার ভালো পোশাক, ভালো ব্যবহার, দক্ষতা, উপস্থিতবুদ্ধি, সব ধরনের লোকের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে মেলামেশার ক্ষমতা। আমার সারা জীবনটাই ছিলো বলতে গেলে পাবলিক রিলেশন্সের চর্চা: কোথাও কোনো নিমন্ত্রণ বাদ দিই না, কলকাতার প্রায় সব বড়ো ব্যাপারেই আমি উপস্থিত, কলকাতার ছোটো-বড়ো নামজাদারা প্রায় সকলেই আমার পরিচিত, এমনকি আমার নৈশ ক্রিয়াকর্মেও কোনো ঢাক-ঢাক গুড়-গুড় নেই। কিন্তু বিয়ের পরে আমি যেন বড্ড একটা প্রাইভেট মানুষ হ'য়ে গেলাম, যেন আমাকে ঘিরে অদৃশ্য একটা দেয়াল উঠে গেছে। আপিশে ব'সে মাঝে-মাঝে

অন্যমনস্ক হ'য়ে যাই, কেউ দেখা করতে এলে বিরক্ত হই মনে-মনে, পার্টিগুলোকে মনে হয় সময় নষ্ট। যেন সারা জগৎ থেকে আমাকে ছিনিয়ে এনেছে একটা উনিশ বছরের মেয়ে। কী অপমান!

ইন্সপেক্টর। তা মশাই নতুন বিয়ের একটা মৌজ আছে তো। ওটা কিছু না— সকলেরই হয়, সকলেরই কেটে যায়, আপনারও যেতো। আরো কিছুটা সময় দিলেন না কেন?

জয়ানন্দ। মৌজ? নেশা? কিন্তু আমার কেন নেশা হবে বলুন— আমি তো হরেক নেশায় ওস্তাদ, বাঙালি ঘরের দুধ-ভাত খাওয়া ভালো ছেলে তো নই, বরং কিছুটা— যাকে বলে ভোগক্লান্ত। ভেবেছিলুম বয়স হচ্ছে, এখন দেখাশোনার জন্য কাউকে দরকার, ক'রেই ফেলি না বিয়েটা। ঘরে একটি নরম-তরম সরল বালিকা, আর বাইরে কাজ— অন্য সব-কিছু— মাঝে-মাঝে, আগের চাইতে কিছুটা বেশি সাবধানে— আমার রঙ্গময়ী সখীরা। কে জানতো আমার জীবনটা এমন চুরমার হ'য়ে যাবে। কে জানতো আমি সাঁতার ভুলে যাবো। হাঁটুজলে ডোবার মতো দুর্দশা হবে আমার। (দারোগা ও ইন্সপেক্টরের চোখোচোখি, দারোগা কপালে টোকা দিলো।) সন্ধেবেলা বাড়ি ব'সে থাকি— দেখি তাকে, শুনি তাকে, তার গন্ধ যেন বাতাসে ভেসে বেড়ায়: আর আমি যেন তাতেই ভরপুর, তারই জন্য আমি বিকিয়ে দিচ্ছি আমার সুস্থ, স্বাভাবিক জীবন— যা-কিছু আমাকে সুখ দিয়েছে এতদিন, যা-কিছু দিয়ে অন্যদের আমি সুখী করেছি। অভ্যেসের দোষে নতুন বই

কিনে আনি, কিন্তু পাতা ওল্টাই না, মনে হয় আমার বই প'ড়ে কিছু জানার নেই আর, কিন্তু ঊর্মিলার কাছে অনেক-কিছু শেখার আছে। ভাবি— এ কি কোনো রোগ, ব্যাধি, আমি কি বোকা হ'য়ে যাচ্ছি? কী ক'রে এই তফাৎটা হ'তে পারলো? অণু-পরমাণুর যে-বিশেষ সংযোগ ও সামঞ্জস্যের নাম ঊর্মিলা, তার রহস্যটা কী?

ইন্সপেক্টর (গলা-খাঁকারি দিয়ে)। অত জ্ঞানের কথা আমাদের মাথায় ঢুকবে না, মশাই। খুনটা কেন করলেন তা-ই বলুন।

জয়ানন্দ। তা-ই তো বলছি। চাই, আমি তাকে চাই— প্রতি মুহূর্তে, প্রতি নিশ্বাসে। কখনো ভাবিনি কোনো চাওয়া অমন তীব্র হ'তে পারে। অমন নিষ্ঠুর। কখনো ভাবিনি ভালোবাসা মানে দাসত্ব। কখনো ভাবিনি একজনকে চাইলে অন্য সব চাওয়া ম'রে যায়। কখনো ভাবিনি ভালোবাসা এত ছোটো জিনিশ যে একজনকে দিলে অন্য কারো জন্য কিছু বাকি থাকে না। কখনো ভাবিনি ভালোবাসা এত স্বার্থপর। আর তাই আমার রাগ, আক্রোশ, আমার ঈর্ষা। অন্য সব মানুষ— যারা স্বাধীন, যাদের মন নানা দিকে ছড়ানো, তাদের ওপর। দু-বছর আমি সহ্য করেছি এই যন্ত্রণা— কিন্তু মানুষ আর কত পারে! এখন দেখুন আমাকে— আবার আমি স্বাধীন— আমি আমার পৃথিবীকে ফিরে পেয়েছি।

ইন্সপেক্টর (হাই চেপে)। নাঃ, এঁর কথার মাথামুণ্ডু কিছু বোঝা যায় না। ডায়েরিতে সই করিয়েছো, জগন্নাথ?

দারোগা (খাতা দেখিয়ে)। এই যে, স্যর।

ইন্সপেক্টর (খাতাটা একটু নেড়ে-চেড়ে)। ঠিক আছে। তাহ'লে (জয়ানন্দর দিকে তাকিয়ে, অতিথিকে বিদায় দেবার ধরনে) — আপনার উকিল কে ?

জয়ানন্দ। উকিল ? উকিল দিয়ে কী হবে ?

ইন্সপেক্টর। হরিবোল! আপনি একজন খুনের আসামি, আর কোনো উকিল ঠিক করেননি ?

[গাউন-পরা উকিলের প্রবেশ। লম্বা, লিকলিকে রোগা, তীক্ষ্ণ নাক, চোখ দুটো ছোটো ও চকচকে। কথা ও নড়াচড়া খুব ক্ষিপ্র।]

উকিল। এই যে, আমি এঁর উকিল। (কার্ড বের ক'রে) গোবিন্দমাধব ভট্টাচার্য বি. এস-সি. এম. এ., বি. এল, অ্যাডভোকেট। আমি মিস্টর সরকারের জামিন হচ্ছি, এঁর কেসও আমিই লড়বো। (একটা টাইপ-করা দলিল বের ক'রে) এখানটায় আপনার একটা সই দরকার, জয়ানন্দবাবু।

জয়ানন্দ। কী এটা ?

উকিল (সহাস্যে)। কিছু নয়, জাস্ট এ ফর্ম্যালিটি। জামিনের জন্য দশ হাজার, দশ হাজার আমার ফী। এটা আপনার এস্টেট থেকে আমার প্রাপ্য হবে— এস্টেট মানে প্রভিডেন্ট ফণ্ড, ব্যাঙ্কের টাকা, ইনশুরেন্স, ইনভেস্টমেন্ট, স্থাবর সম্পত্তি, যা-ই হোক না। আমি ডিফেণ্ড করবো আপনাকে, মার্ডার কেস বড্ড ড্র্যাগ করে— ইট'স নাথিং, এ পেটি সাম্, রিয়েলি। আরে মশাই আপনি ফেরার হবেন না, জানি, এও জানি আপনি বেকসুর খালাশ

পাবেন, তবে লীগেল ব্যাপারে সবদিকেই চোখ রাখতে হয় জানেন তো। এই যে, এখানে। (উকিল বিদ্যুৎবেগে কলম বের করলো, না-প'ড়ে সই ক'রে দিলো জয়ানন্দ।) এখন বাড়ি চলুন মশাই, কোনো ভাবনা নেই, এল্‌বা থেকে নেপোলিয়নের মতো সগৌরবে স্বস্থানে ফিরে আসবেন আপনি। আমি ছুঁদে উকিল গোবিন্দ ভটচায, তেমন-তেমন শয়তানকেও বাঁচিয়ে দিয়েছি, আর আপনি তো রিয়েলি ইনোসেণ্ট ···

[মঞ্চে আলো বদল হ'লো, থানা রূপান্তরিত হ'লো জয়ানন্দর বাড়ির বসার ঘরে। রাত নেমেছে, এক কোণে জ্বলছে দাঁড়ানো আলো, জয়ানন্দ একটি সোফায় আধো শুয়ে। উকিল পাইচারি করতে-করতে কথা বলছে, মাঝে-মাঝে তার ছায়া পড়ছে দেয়ালে। তাকে চোখ দিয়ে অনুসরণ করছে জয়ানন্দ।

উকিল (আগের কথার জের টেনে)। ··· অ্যাব্‌স-ল্যুটলি ইনোসেণ্ট। এক নম্বর : (আঙুলে কর গুনে) ডাক্তার সেনের লেখা ডেথ-সার্টিফিকেট। হেমোরেজ অব দি হার্ট, কার্ডিয়াক অ্যাপো-প্লেক্‌ক্সি। অত বড়ো ডাক্তার, মৃত্যুর কয়েক মিনিট পরেই পরীক্ষা করেছিলেন, কোনো বাপের ব্যাটার সাধ্যি নেই উড়িয়ে দেয়। তুই : ঐ যে আপনি বালিশ চাপা দেবার কথা বলেছেন— মাপ করবেন, বলতে বাধ্য হচ্ছি ও-ভাবে প্রোলিসাইড হ'তে পারে, ইনফ্যান্টিসাইড হ'তে পারে, কিন্তু হমিসাইড— অ্যামাউন্টিং অর নট অ্যামাউন্টিং টু মার্ডার— এক্‌সট্রীমলি ডিফিকাল্ট। আপনি কি মশাই আর-কিছু ভেবে পেলেন না— ক্রাইম-

ফিক্‌শন পড়েন না বুঝি? তারপর তিন নম্বর: পোস্ট-মর্টেমেও কঙ্ক্লুসিভ কিছু পাওয়া যায়নি। 'May have been a case of strangling—' তার মানেই 'may not', স্বাভাবিক মৃত্যুর সম্ভাবনাকে অস্বীকার করা হয়নি। ঐ 'may' কথাটার ওপর বাঘের মতো লাফিয়ে পড়বো আমি, জজেদের মুণ্ডু ঘুরিয়ে দেবো, জুরিদের চোখে রোদনধারা নামিয়ে আনবো আপনার জন্য সমবেদনায়। আর কেনই বা সমবেদনা হবে না? আপনি, একজন উচ্চশিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক, অত বড়ো একটা চাকরিতে আছেন— স্ত্রীর শোকে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়েছিলেন সেদিন, আপনার মাথার ঠিক ছিলো না; কেন থানায় গিয়েছিলেন, কী বলেছিলেন, কিছুই আপনার মনে নেই। আপনি কোর্টে দাঁড়িয়ে ওথ্‌ নিয়ে বলছেন, 'আমি কিছুই জানি না, আমার কিছু মনে নেই।' আপনার মুখ দেখেই বোঝা যায়, আপনি কত কষ্ট পেয়েছেন স্ত্রীর জন্য, এখনো পাচ্ছেন। (নিজের বাগ্মিতায় অভিভূত হ'য়ে) আপনার জাজ্বল্যমান পত্নীপ্রেম দেখে জুরিদের হৃদয় দ্রব হবে; বাড়ি ফিরে স্ত্রীদের সঙ্গে একটু ভালো ব্যবহার করবেন তাঁরা, হয়তো ফেরার পথে কিনে নিয়ে যাবেন একখানা শাড়ি, বা বেলফুলের মালা, বা মিঠেপানের খিলি। অনেক সধবা মনে-মনে বলবে, 'আহা, আমার যদি অমন স্বামী হ'তো।' অনেক কুমারী আপনার দ্বিতীয় পক্ষ হ'তে চাইবে।

জয়ানন্দ (শেষ পর্যন্ত শুনে, চোখে আঙুল ঘ'ষে)। আপনি কে বলুন তো? আমি ঠিক— চিনতে পারছি না।

উকিল। যাকে এখন আপনার সবচেয়ে বেশি দরকার, আমি তা-ই। উকিল।

জয়ানন্দ। আমার মনে হচ্ছিলো— ঐ যে দেয়ালে আপনার ছায়াটা নড়ছে— দেখে-দেখে মনে হচ্ছিলো— আপনি শকুন। প্রকাণ্ড শকুন— গলাটা নড়বড়ে— পাখা নেড়ে-নেড়ে থপথপ ক'রে হাঁটছেন।

উকিল। শকুন? (জোরে হেসে উঠে) বেশ বলেছেন, মশাই, বেশ বলেছেন। তা এক হিশেবে আমরা শকুনেরই মতো। আমাদের হ'লো লার্নেড প্রোফেশন, জ্ঞানের উর্ধ্বলোকে আমরা বিচরণ করি, কিন্তু আমাদের দৃষ্টি প'ড়ে থাকে সেই রসাতলে, যেখানে কিলবিল করছে চুরি, জোচ্চোরি, লোভ, হিংসা, পরশ্রীকাতরতা— যত রকম দুর্মতি মানুষের, যত রকম অন্যায়। দুঃখীর দীর্ঘশ্বাস, বিধবার সর্বনাশ, বঞ্চিতের হাহাকার, অত্যাচারীর আস্ফালন— এই সবের চিকিৎসার ভার আমাদের ওপর। যা অসুন্দর, যা অশোভন, এমনকি যা জঘন্য, আমরা তারই মধ্যে মশাল নিয়ে নেমে যাই— নির্ভয়ে। উদ্‌ঘাটন করি গোপন কুৎসা, ছিঁড়ে ফেলি কপট আচ্ছাদন, উদ্ধার করি বিপন্নকে। আমরা অন্য মানুষের ভাগ্য নিজের হাতে তুলে নিই: আমরা দেবতার মতো দুঃসাহসী। আমাদেরই ওপর নির্ভর করছে ন্যায়, ধর্ম, সুবিচার, মানুষে-মানুষে সৌভ্রাত্র, সভ্যতা। যুদ্ধের সময় সঙিন দিয়ে নাড়িভুঁড়ি ফাঁসিয়ে দেয়া চলবে কিনা, না কি শুধু গোলাগুলি চালিয়ে মারতে হবে, তাও ঠিক ক'রে দিই আমরা। অপরাধীর মুণ্ড না-কেটে তাকে ফাঁসিতে ঝোলানো কেন বেশি সভ্য, বেশি

মানবিক, তা নিয়ে আমরা দিনের পর দিন তর্ক করতে পারি। আমাদের কাছে কিছুই সরল নয়; আপনি শতকরা সাত টাকা সুদে এক হাজার টাকা ধার নিচ্ছেন, এই দলিল আমি লিখে দিলে তা বোঝার জন্য অন্য একটি উকিল ডাকতে হবে আপনাকে। রোদ্দুর শুধু সাত রঙে তৈরি, আমরা অন্ধকারের অসংখ্য রং বের করেছি। বাইবেলে আছে দশটি মাত্র অনুজ্ঞা, কিন্তু আমাদের চোখে সম্ভবপর অপরাধের অন্ত নেই। সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর ভেদ, তীক্ষ্ণ থেকে তীক্ষ্ণতর যুক্তি— ছেঁড়া, কাটা, দোমড়ানো, মোচড়ানো, বাঁকানো, প্যাঁচানো, ওল্টানো, চ্যাপ্টানো: আমাদের পেশা হ'লো বুদ্ধির ভোজবাজি, বিজ্ঞানের ভেল্কি। কোনো মানুষের ওপর বিশ্বাস নেই আমাদের, কিন্তু সকলেরই ওপর দয়া আছে। অর্থাৎ— (একটু কেশে)— আমরা ঐ বুদ্ধ মুশা যীশু ইত্যাদির চাইতে মানবচরিত্র একটু বেশি বুঝি। আমরা কখনো বলি না, 'মা গৃধঃ', 'মা জহি': আমাদের ভাষায় একটিমাত্র নিষেধ আছে 'মাভৈঃ।' অপরাধ তোমরা করবে জানি, কিন্তু মাভৈঃ, তোমাদের ত্রাণের জন্য আমরা আছি। (একটু থেমে, জয়ানন্দর সামনে দাঁড়িয়ে) আপনি কখনো হাইকোর্টের ভেতরে গিয়েছেন?

জয়ানন্দ। গিয়েছিলাম একবার।

উকিল (সাগ্রহে)। কোনো লিটিগেশন ছিলো?

জয়ানন্দ। না। আমাকে জুরি করেছিলো। শমন পেয়ে গিয়েছিলাম।

উকিল। তাহ'লে তো লীগেল প্রসিডিওর আপনার জানা আছে?

জয়ানন্দ। ঠিক জানা নেই। একদিন গিয়েই আমার এত খারাপ লেগেছিলো যে ডাক্তারের সার্টিফিকেট দিয়ে নিষ্কৃতি নিয়েছিলুম। আর যাইনি।

উকিল (ঈষৎ নিরাশ হ'য়ে, ব'সে)। খারাপ লেগেছিলো? কেন?

জয়ানন্দ। পুরো ব্যাপারটা কেমন— অবাস্তব লেগেছিলো আমার। আমার চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিলো। কী জাঁকজমক, কী এলাহি কাণ্ড— কিংবা যেন এক আশ্চর্য নাটক, অথবা এক ঐতিহাসিক মিছিল, যার মধ্যে আমাদের দেশের কিছুই নেই। (পিঠ খাড়া ক'রে) এরাসমুসের মতো পোশাক, ডক্টর জনসনের মতো পরচুলা— এই সব প'রে জজেরা এসে বসলেন। উকিলদের পরনে ফাউস্টের মতো গাউন, মুখের ভাব জ্ঞানগম্ভীর। হঠাৎ একটা তূর্যধ্বনির মতো নিনাদ হ'লো; আমি অবাক হ'য়ে দেখলাম, উল্টোদিকের উঁচু পাটাতনে একটি লোক এসে দাঁড়িয়েছে, তার পরনে কুচকুচে কালো রঙের আঁটো পাৎলুন আর গলাবন্ধ কোর্তা— অতি উচ্চস্বরে একটি ল্যাটিন শ্লোক আবৃত্তি করলে সে। আমি চমকে গেলাম রীতিমতো: ল্যাটিন শ্লোক— এই কলকাতায়, গঙ্গার তীরে, ফ্লেমিশ রেনেসাঁস স্টাইলে তৈরি এই হাইকোর্টে। তারপর— আর সেইটেতে প্রায় গায়ে কাঁটা দিলো আমার, মাটির তলা থেকে এক গোপন লিফ্টে চ'ড়ে উঠে এলো আসামি, যেন পাতাল থেকে এক পিশাচকে তুলে আনা হ'লো, বা হেরড-এর সভায় জন দি ব্যাপ্টিস্টকে। ছোট্ট কালো রোগা একটা মানুষ, গরিব, হাবাগোবা, হয়তো আগে কখনো কলকাতাতেই আসেনি— সে

টালুমালু চোখে তাকাচ্ছে চারদিকে ; কী হচ্ছে, বা হ'তে চলেছে, কিছুই যেন তার মাথায় ঢুকছে না। ঐ দুটোকে কিছুতেই মেলাতে পারছিলাম না আমি: একদিকে ঐ বোকাশোকা দেহাতি লোকটি, আর অন্য দিকে গাউন, পরচুলা, গাম্ভীর্য, তারস্বরে আওড়ানো ল্যাটিন মন্ত্র, গমগমে গলায় জমকালো ইংরেজি। আমি বুঝতে পারছিলাম ও-সবের প্রয়োজন আছে ; আইনের শুভ্রতা, নিরপেক্ষতা, নিক্তির ওজনে সুবিচার— সেই মহিমান্বিত বিরাট ধারণার দৃশ্যরূপ হ'লো ঐ আড়ম্বর। বুঝেছিলাম ঐ অদ্ভুত পোশাকের অর্থ কী— অমনি ক'রে সাধারণ জীবন থেকে দূরে সরিয়ে দেয়া হচ্ছে বিচারকদের, উকিলদেরও— মহাপুরুষদের মতো কোনো অলৌকিক লক্ষণে চিহ্নিত করা হয়েছে, নয়তো আমাদের বিশ্বাস ও ভক্তি জাগবে কী ক'রে ? কিন্তু সেইজন্যেই— সেইজন্যেই আমার মনে হচ্ছিলো যে এখানে আমার একমাত্র আপন জন— আর-কেউ নয়, ঐ ছোট্ট কালো টালুমালু চোখের লোকটি, ঐ খুনের আসামি।

উকিল (সাগ্রহে)। খুনের আসামি ? কোন বছরের কথা বলুন তো ?

জয়ানন্দ (একটু ভেবে)। ঠিক মনে নেই। দশ-বারো বছর আগেকার কথা হবে।

উকিল। জুন মাস ছিলো কি ?

জয়ানন্দ। তা হ'তে পারে। খুব গরম চলছিলো তখন।

উকিল (উজ্জ্বল মুখে)। সেই মামলায় আসামি পক্ষের কৌঁসিলি ছিলুম আমি। ব্যাটা তার বৌয়ের মাথায় দা বসিয়েছিলো। আমি তাকে বাঁচিয়ে দিয়েছিলুম।

জয়ানন্দ। আশ্চর্য! কী ক'রে বাঁচালেন?

উকিল (সহাস্যে)। আফট্রল, শুধু স্বামী মারলেই মাথা ফাটবে তা তো নয়, অন্য অনেক কারণেও মাথা ফাটে মানুষের। কোনো আই-উইটনেস ছিলো না, স্বচক্ষে কেউ দ্যাখেনি। অকুস্থলে একটা বঁটি-দা শোওয়ানো ছিলো, রক্তে মাথামাখি হ'য়ে গিয়েছিলো সেটা। পুলিশ খানাতল্লাশ ক'রে অন্য কোনো দা খুঁজে পায়নি, আসল অস্ত্রটি নদীগর্ভে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলো। আমি কেসটা এইভাবে সাজালুম : বৌটি বঁটি দায়ে কুটনো কুটছিলো— একমাস আগে বাচ্চা হয়েছে তার, শরীর দুর্বল— তার পাঁচ বছরের ছেলে ছুটে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়লো তার পিঠে, সে টাল সামলাতে পারলে না, ছেলেকে বাঁচাতে গিয়ে এমন পড়া পড়লো যে মাথার চাঁদিতে দেড় ইঞ্চি ব'সে গেলো বঁটি-দা। বড্ড খাটতে হয়েছিলো ঐ বদমাশটাকে বাঁচাতে গিয়ে, কিন্তু তারপর থেকেই প্র্যাকটিস জ'মে উঠলো আমার। এখন ক্রিমিনেল কেস-এ আমার প্রায় জুড়ি নেই— এক অঘোর দাশ ছাড়া— তা অঘোরবাবুর বয়স প্রায় সত্তর হ'লো বুঝেছেন না— (দাঁত বের ক'রে হাসলো)।

জয়ানন্দ। আপনি তাহ'লে জানতেন যে ঐ লোকটাই খুনে?

উকিল (সহাস্যে)। কী ক'রে জানবো মশাই, আমি কি উপস্থিত ছিলুম সেখানে? যেটা প্রমাণ হ'লো সেটাকেই ঠিক ব'লে ধ'রে নেবেন।

জয়ানন্দ। আপনি তাহ'লে মিথ্যেটাকেই সত্য ব'লে প্রমাণ করলেন?

উকিল (গম্ভীরমুখে)। শুনুন, জয়ানন্দবাবু। সত্য, মিথ্যা— এগুলো

এক-একটা ধারণামাত্র, নিজস্ব কোনো সত্তা নেই এদের, এরা এক-এক পাত্রে এক-একরকম চেহারা নেয়, এক-এক যুগে এক-এক বর্ণ ধারণ করে। আমরা ছেলেবেলায় ইউক্লিডের জ্যামিতিকে নির্ভুল ব'লে জানতাম, এখন শুনছি তাতে ঢের গলদ বেরিয়েছে। নিউটনের ফিজিক্সকে মহাসত্য ব'লে ভাবতাম, সেই ভাবনাকে বদলে দিলেন আইনস্টাইন। ফ্রয়েডকে ফুটো ক'রে দিলেন ইয়ুং। আবার দেখুন, আণবিক বোমা, শব্দ-পেরোনো প্লেন, মহাশূন্যে ভ্রমণ— এগুলো এখন আমাদের কাছে যতটা সত্য, ততটাই সত্য ছিলো মধ্যযুগের খৃষ্টানের কাছে স্বর্গ-নরক, প্রাচীন হিন্দুর কাছে পরলোক, পিতৃলোক, ব্রহ্মলোক। কেমন ক'রে আমরা ধ'রে নিতে পারি যে এ-মুহূর্তের সত্য পরের মুহূর্তে মিথ্যে হ'য়ে যাবে না? তাহ'লে বলুন— সত্য কী? সত্য কোথায়? যদি বা কিছু থাকে কোথাও, কেন তাকে বলা হচ্ছে কখনো অব্রণ, কখনো হিরণ্ময়, কখনো কাকাতুয়া, আর কখনো বা— হঠাৎ প্রায় রসিকতা ক'রে— অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ? এতেই বোঝা যায় সত্যের অনেক নাম, অনেক চেহারা, সব সত্যই আংশিক, আপেক্ষিক— একেবারে সুগোল নিটোল পুরোপুরি সত্যটিকে— সেই অণোরণীয়ান্ মহতোমহীয়ান্‌কে— কোনো মানুষ কখনো ধরতে পারে না, জানতে পারে না। তাছাড়া, এই যে তথাকথিত সত্য— মানে, এ-মুহূর্তে আমরা যাকে সত্য বলছি— সেটা এমন জিনিশও নয়, যার অভাবে সভ্যতা অচল হ'য়ে পড়ে। যখন পিরামিড তৈরি হচ্ছে, প্লেটো তাঁর খাপসুরৎ ছোকরাদের নিয়ে মজলিশ জমিয়েছেন, ভগবদ্গীতা লেখা হচ্ছে, তখন কেউ কল্পনাও

করেনি যে পৃথিবীটা লাট্টুর মতো ঘুরছে, বা কোনো-কোনো অদৃশ্য জীবাণুর আক্রমণে আমরা অসুস্থ হ'য়ে পড়ি। আর, সবচেয়ে বড়ো কথা, সত্য ব'লে যদি কিছু থাকবেই, আর যদি তা শতকরা-একশো-পরিমাণে সত্যই হবে— ধ্রুব, সুস্পষ্ট, প্রাজ্জ্বল, তাহ'লে তা কেন স্বপ্রকাশ হ'তে পারে না, বিনা চেষ্টায় জাগাতে পারে না বিশ্বাস, যেন আলো, যেন সূর্য, কেন পারে না বেরিয়ে আসতে স্ফটিকস্তম্ভ থেকে নরসিংহের মতো, উঠে আসতে যীশুর মতো অমর দেহে ক্রুশকাষ্ঠ থেকে? কেন, তবে, সত্যও প্রমাণ-সাপেক্ষ? কেন সেই দিব্য বিভাকে নির্ভর করতে হয় মানুষের ক্ষুদ্র বুদ্ধির ওপর, তৈরি-করা যুক্তির ওপর, বানিয়ে-তোলা সংকীর্ণ লজিকের ওপর? আপনার অবাক লাগে না ভাবতে যে সত্য— সেই মহাজ্যোতি— সারা বিশ্বে তার একমাত্র আশ্রয় হ'লো পুঁচকে মানুষ— যার পাঁচটা মাত্র ইন্দ্রিয়, এক মাইল দূরের জিনিশও যে চোখে দেখতে পায় না, শুনতে পায় না বিশ গজ দূরে কেউ কথা বললে, যে জন্ম নেয় ন্যাংটো হ'য়ে, অজ্ঞান হ'য়ে, গুঁতিয়ে-গুঁতিয়ে মগজে না-ঢোকালে যে অ-আ-ক-খ যোগ-বিয়োগ পর্যন্ত শিখতে পারে না! তাহ'লে তো দেখছেন, যে-বুদ্ধির জোরে আমরা ক-খ যোগ-বিয়োগ শিখি, সেই বুদ্ধিই আলো, তার বাইরে সত্য-মিথ্যা কিছুই নেই। এই ধরুন না, সত্য হ'লো এই যে আপনি সম্পূর্ণ নিরপরাধ, কিন্তু আপনার কপালে তা লেখা নেই, আপনার চোখের কোনো সংকেতে তা ধরা পড়ে না, কেউ নেই, যে আপনাকে দেখামাত্র তা বুঝে নেবে— সেটাও আমাকে প্রমাণ করতে হবে, সেই গঙ্গার ধারের

ফ্লেমিশ স্টাইলের বড়ো বাড়িটায়, বহু লোকের সামনে, অনেক মাথা খাটিয়ে, অনেক যুক্তি সাজিয়ে। দেখছেন তো, সত্য কী দুর্বল, আর আমাদের বুদ্ধি কী দুর্দান্ত!

জয়ানন্দ। হা ভগবান, আমি কি কাউকে বিশ্বাস করাতে পারবো না যে আমি খুন করেছি?

উকিল। কেন পারবেন না? কিন্তু প্রমাণ করতে হবে তো। আপনি চোর ব'লে ধরা পড়লে রাস্তার লোকেরা তক্ষুনি আপনাকে লাশ বানিয়ে ছেড়ে দেবে— সত্যি-মিথ্যে কিছু পরোয়া না-ক'রেই— কিন্তু আমরা যারা আইনজীবী, বুদ্ধিজীবী, আমাদের তো মাথা গরম করলে চলে না। এমনকি, স্বচক্ষে দেখলেও সেটাকে এভিডেন্স ব'লে মেনে নিতে পারি না আমরা। হয়তো ভুল দেখেছিলাম— কে জানে।

জয়ানন্দ। আপনি কি বলতে চান আমি হাত দিয়ে যা করেছি, আমার মন তা জানে না?

উকিল (সহাস্যে)। আচ্ছা, বেশ— আমি চ্যালেঞ্জ করছি আপনাকে, প্রমাণ করুন।

জয়ানন্দ। আমি— আমি— আমি— (থেমে গেলো।)

উকিল (বিজয়ী ভঙ্গিতে)। ঐ তো! পারবেন না আপনি। যদি আপনাকে খুনে ব'লে শাব্যস্ত করতে হয়, তাও আমাকেই করতে হবে— (বুকে টোকা দিয়ে) এই আমাকেই— বা আমারই মতো অন্য কাউকে। আপনি দোষী কি নির্দোষ, তার মীমাংসা এখন নির্ভর করছে— আমরা যারা আইনজীবী, বুদ্ধিজীবী, সেই আমাদেরই ওপর।

জয়ানন্দ (অনুনয়ের সুরে)। আমি কি এমন আশা করতে পারি না যে আপনি আমাকে দোষী ব'লে প্রমাণ করবেন ?

উকিল (ঘোড়ার মতো শব্দ ক'রে হেসে উঠে)। আপনি দেখছি বেশ সুরসিক লোক, মশাই। আপনার ব্যঙ্গ উপভোগ করলুম, কিন্তু বলতে বাধ্য হচ্ছি যে আপনার সে-আশা সুদূরপরাহত। (গম্ভীর হ'য়ে) ভয় নেই— আমার হাতে আপনার মামলা ফেঁশে যাবে না। কিন্তু আপনারও একটু সাহায্য চাই। শুনুন— (জয়ানন্দর চোখে চোখ ফেলে)— আমার কাছে শুনে নিন— আপনার ধারণা সম্পূর্ণ ভুল, আপনি সম্পূর্ণ নির্দোষ—খু ন আ প নি ক রে ন নি।

জয়ানন্দ (বিহ্বলভাবে)। ভুল ··· আমি কি ··· আমি কি ভুল ভাবছি ?

[মঞ্চের একটি অংশ অন্ধকার হ'য়ে গেলো, উকিলটি ঝাপসা হ'য়ে গেলেন, উজ্জ্বল আলোয় জয়ানন্দ। তার সামনে এসে দাঁড়ালো তার একটি বন্ধু ও বন্ধুপত্নী। দু-জনেরই চেহারা ও বেশবাস সম্ভ্রান্ত।]

বন্ধু। ভুল, জয়ানন্দ ভুল।

বন্ধুপত্নী। আমরা বিশ্বাস করিনি। কখনো বিশ্বাস করবো না।

বন্ধু। আমরা জানি, ও-রকম কাজ তোমার পক্ষে অসম্ভব।

বন্ধুপত্নী। তুমি কখনো একটা রূঢ় কথা বলোনি কাউকে।

বন্ধু। তোমার মন আকাশের মতো উদার।

বন্ধুপত্নী। কেউ তোমার কাছে টাকা চেয়ে, সাহায্য চেয়ে, ফিরে যায়নি।

বন্ধু। পরের দুঃখে তোমার প্রাণ কাঁদে। কোমল তোমার অন্তঃকরণ।

বন্ধুপত্নী। আমরা মেয়েরা তোমাকে আদর্শ স্বামী ব'লে জেনেছি।

বন্ধু। আমরা পুরুষরা তোমাকে আদর্শ বন্ধু ব'লে ভালোবেসেছি।

বন্ধুপত্নী। আমরা জানি তোমার স্ত্রীকে তুমি কত ভালোবাসতে।

বন্ধু। আমরা বিশ্বাস করিনি।

বন্ধুপত্নী। কখনো করবো না।

অনেক স্ত্রী-পুরুষের কণ্ঠ (নেপথ্যে)। আমরা বিশ্বাস করিনি কখনো করবো না!

বন্ধু ও বন্ধুপত্নী (একসঙ্গে)। আমরা সাক্ষী দেবো!

অনেক স্ত্রী ও পুরুষের কণ্ঠ (নেপথ্যে)। আমরা সবাই সাক্ষী দেবো

[বন্ধু ও বন্ধুপত্নী অন্তর্হিত হলেন। জয়ানন্দর আপিশের বড়ো কর্তা ও ছোটো কর্তার প্রবেশ।]

বড়ো কর্তা। মিস্টর সরকার, আপনি আমাকেও সাক্ষী মানতে পারেন।

ছোটো কর্তা। আমাকেও।

বড়ো কর্তা। আপনার মতো সৎ, পরিশ্রমী, বিবেকসম্পন্ন অফিসার আমি কমই দেখেছি।

ছোটো কর্তা। আপনি কখনো এক মিনিট দেরি ক'রেও আপিশে আসেননি।

বড়ো কর্তা। কোনো ফাইল ফেলে রাখেননি—

ছোটো কর্তা। কতদিন ছুটির পরেও কাজ করেছেন—

বড়ো কর্তা। আপিশে এমন কেউ নেই, আপনাকে যে পছন্দ না করে।

ছোটো কর্তা। একবার একটি লিফটম্যানের স্মল পক্স বেরোলো—

বড়ো কর্তা। আপনি তাকে নিজের গাড়িতে হাসপাতালে রেখে এসেছিলেন।

ছোটো কর্তা। আর-একবার একটি ছোকরা কেরানি মারা গেলো—

বড়ো কর্তা। আপনি সকলের আগে পাঁচশো টাকা দিয়ে তার বিধবার জন্য চাঁদার খাতা খুললেন।

বড়ো কর্তা ও ছোটো কর্তা (একসঙ্গে)। আমাদের বিশ্বাস এ-ব্যাপারে আপনি সম্পূর্ণ নির্দোষ।

অনেক স্ত্রী-পুরুষের কণ্ঠস্বর (নেপথ্যে)। সম্পূর্ণ নির্দোষ!

[আপিশের বড়ো কর্তা ও ছোটো কর্তা অন্তর্হিত হলেন। দু-জন সুশ্রী মহিলার প্রবেশ। একজনের বয়স পঁচিশের ঘরে, আর-একজনের ত্রিশ-বত্রিশ। দু-জনেই সুবেশ, ফ্যাশনদোরস্ত।]

প্রথম মহিলা (এগিয়ে এসে)। হেলো, জয়। কী-ব্যাপার? তুমি নাকি মর্বিড হ'য়ে যাচ্ছো?

দ্বিতীয় মহিলা। সত্যি! হঠাৎ হ'লো কী তোমার? কেন এ-সব ছাইভস্ম ভাবছো বলো তো?

প্রথম মহিলা। আমরা কি জানি না তুমি কত উঁচু দরের প্রেমিক— মানে, পত্নীপ্রেমিক?

দ্বিতীয় মহিলা। হ্যাঁ— একটু বেশি— একেবারে আঁচলে বাঁধা! বিয়ের পরে পুরোনো বন্ধুদের ভুলেই গিয়েছিলে।

প্রথম মহিলা। তাব'লে ভেবো না আমরা তোমার বন্ধু আর নেই। আমরাও আছি তোমার পেছনে— তোমার হ'য়ে সাক্ষী দেবো।

দ্বিতীয় মহিলা। নিশ্চয়ই! আমি পাঁচ বছর ধ'রে দেখছি তোমাকে। তোমার বুড়ি বেড়ালটা যখন অন্ধ হ'য়ে গেলো, তুমি আপিশ থেকে ফিরে কত যত্ন ক'রে তাকে খাওয়াতে, তা আমি তো জানি।

প্রথম মহিলা। আর যেবার আমার দিদির মেয়ের পা পুড়ে গিয়েছিলো, তুমি তাকে দেখতে রোজ হাসপাতালে যেতে। রোজ। কতবার তোমাকে বলতে শুনেছি, 'আমি কেন ডাক্তার হলাম না? অন্যের কষ্ট দূর করার মতো আর কী আছে?'

দ্বিতীয় মহিলা। আর সেই তুমি কিনা আজ ভাবছো— ছি! কে না বলবে ও-রকম একটা কাজ তোমার পক্ষে অসম্ভব?

প্রথম মহিলা। তুমি কি নিজেও বোঝো না, কত অসম্ভব?

অনেক স্ত্রী-পুরুষের কণ্ঠস্বর (নেপথ্যে)। অসম্ভব! অসম্ভব!

[মহিলা দুটি অন্তর্হিত হলেন। উকিলটিকে আবার দেখা গেলো। উকিলের গালের ভাঁজে-ভাঁজে হাসি, জয়ানন্দর মুখের ভাব উদ্‌ভ্রান্ত। একটু সময় চুপচাপ কাটলো।]

জয়ানন্দ (বিহ্বল চোখে চারদিকে তাকিয়ে)। ঊর্মিলা কোথায়? তোমরা কেউ জানো সে কোথায়?

উকিল। তাঁর নশ্বর দেহ ভস্মীভূত হচ্ছে, আপনি তাঁর জন্য চিন্তা করবেন না। সতীলক্ষ্মী ছিলেন, তাঁর আত্মার সদ্‌গতি হবে।

[উকিল অন্তর্হিত হলেন।]

জয়ানন্দ। উর্মিলা, তুমি কোথায়? তুমি কি অনেক দূরে চ'লে গিয়েছো এরই মধ্যে? এখনো কি স্মৃতি আছে তোমার? তুমি এসো— পারো তো মুহূর্তের জন্য ফিরে এসো— আমাকে আমার সত্য ব'লে যাও।

[মঞ্চ মুহূর্তের জন্য অন্ধকার, তারপর আবছা নীল আলোয় দেখা গেলো জয়ানন্দ একটা লম্বা সোফায় কুঁকড়ে ঘুমিয়ে আছে। পিছনে একটা জানলা খোলা, বাইরে অন্ধকার, বৃষ্টির শব্দ। উর্মিলাকে দেখা গেলো মঞ্চে, অস্পষ্ট, যেন কুয়াশায় জড়ানো। তার কণ্ঠস্বর যেন দূর থেকে ভেসে আসছে।]

উর্মিলা। আমাকে ডাকছিলে?

জয়ানন্দ (চোখ মেলে একটু তাকিয়ে থেকে, যেন ঘুমে জড়ানো গলায়)। কী হয়েছিলো বলো তো?

উর্মিলা। হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে গেলো। আধো ঘুমে বৃষ্টির শব্দ শুনলাম। (কান পেতে) আঃ, কী ভালো বৃষ্টির শব্দ। চোখ মেলে দেখি ঘরে আলো জ্বলছে, তুমি বিছানায় উঠে ব'সে আছো, আমার দিকে তাকিয়ে। আমি তোমাকে জিগেস করতে যাচ্ছিলাম, 'তুমি ব'সে আছো যে?'

জয়ানন্দ। আমারও ঘুম ভেঙে গিয়েছিলো বৃষ্টির শব্দে। এত অন্ধকার যে কিছুই দেখা যাচ্ছে না; আমার খুব ইচ্ছে করলো তোমাকে দেখতে, উঠে আলো জ্বাললাম। অনেকক্ষণ, অনেকক্ষণ তোমার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

উর্মিলা। তাই অমন অদ্ভুত ছিলো তোমার তাকানো। বেশিক্ষণ

একদিকে তাকিয়ে থাকতে নেই : চোখ টাটায়, মাথা ধরে। আমি বলতে যাচ্ছিলাম, 'কী দেখছো ? অমন ক'রে তাকিয়ে আছো কেন ?'

জয়ানন্দ। তুমি ঘুমুচ্ছিলে। আমার মনে হ'লো, আগে তোমাকে ঘুমন্ত কখনো দেখিনি। আমরা তো একসঙ্গে ঘুমিয়ে পড়তাম, জেগেও উঠতাম একসঙ্গে। কী ভালো সেই ঘুমিয়ে পড়া, জেগে ওঠা। একটু কাৎ হ'য়ে শুয়ে ছিলে, বালিশে চুল ছড়ানো, একটি হাত বুকের কাছে এলিয়ে আছে। আমি দেখছিলাম তোমার বুকের মৃদু ওঠা-পড়া— মৃদু, কোমল, অতি কোমল নিশ্বাস ; তোমার গলার দু-একটি নীলচে শিরা, নিজেরা না-জেনে, মাঝে-মাঝে একটু যেন কেঁপে উঠছে। যেন পাখির পাখা, যে-পাখি এখন আকাশ ভুলে গেছে। যেন শালুকের ডাঁটি, রাতের পুকুরে, রাতের হাওয়ায়, শিরশির।

ঊর্মিলা (হালকা হেসে)। কী যা-তা বলছো! আমার মা সব সময় বকতেন আমাকে, আমার শোওয়া সুন্দর নয় ব'লে। আমার ঘুমের মধ্যে শাড়ি স'রে যায়।

জয়ানন্দ। তখনও স'রে গিয়েছিলো। আমি তোমার একটি পা দেখতে পাচ্ছিলাম। পায়ের উঁচু ডিমের মতো গোল জায়গাটা। পায়ের পাতা— তাও কী সুন্দর। ঘুমের মধ্যে অনেককে বোকা-বোকা দেখায়, কিন্তু তোমাকে আমার— আরো সুন্দর লাগছিলো। যেন তোমার একটি কণাও বাইরে প'ড়ে নেই, যেন সবটুকু তুমি ফুটে উঠেছো, ঘুমের তলা থেকে। আমার অবাক লাগছিলো যে সেই তোমাকে ব'সে-ব'সে দেখছি

আমি— আমারই ঘরে, নির্জনে, কোনো শব্দ নেই— শুধু বৃষ্টির শব্দ বাইরে।

উর্মিলা (ঈষৎ লজ্জিত)। আমি কিন্তু ফাঁকি দিচ্ছিলাম তোমাকে। আসলে আমার ঘুম ভেঙে গিয়েছিলো। ইচ্ছে ক'রে চোখ বুজে ছিলাম। আমার ভালো লাগছিলো। গা ভরা আরাম। সুখ। চোখের পাতার ফাঁক দিয়ে মাঝে-মাঝে দেখছিলাম তোমাকে। দেখছিলাম, তুমি আমাকে দেখছো। আমার মজা লাগছিলো।

জয়ানন্দ। আমি অনেক কথা ভাবছিলাম। এই তো আমি— তোমাকে ছুঁইনি, রাখিনি তোমার গালের ওপর গাল— শুধু চোখে দেখছি, কিন্তু তা-ই যেন যথেষ্ট, তা-ই যেন সব। মনে হ'লো আমি যেন চুরি ক'রে নিয়ে এসেছি তোমাকে, জগৎকে বঞ্চিত করে; অনেক, অনেক চোখের তৃষ্ণা অতৃপ্ত রেখে তোমাকে অন্যায়ভাবে খাঁচায় পুরেছি।

উর্মিলা। ছি! কী অসভ্যের মতো কথা! আমি তোমার স্ত্রী, আমরা বিবাহিত!

জয়ানন্দ। তারপর ভাবলাম— না, খাঁচায় যাকে পোরা হয়েছে সে তুমি নও, সে আমি। তুমি আমার খাঁচা। আমি জগৎকে বঞ্চিত করিনি, আমি বঞ্চিত হয়েছি জগৎ থেকে। কেন এমন হ'লো যে অন্য কোনো মেয়েকে আমার আর ভালো লাগে না, সেই মেয়েরা, যাদের নিয়ে—

উর্মিলা। আমার কাছে বড়াই কোরো না তো! আমি যেন চিনি না তোমাকে! বিয়ের আগে কত বদনাম শুনেছি তোমার!

মদ খেয়ে নর্দমায় প'ড়ে থাকো— আরো কত লোমহর্ষক গল্প। বাবার তো বেশ আপত্তি ছিলো বিয়েতে। কিন্তু তোমার সঙ্গে আলাপ ক'রে বললেন— ছেলেটি ভারি ভালো তো। যেমন নম্র, তেমনি বুদ্ধিমান।

জয়ানন্দ। আমি দরকার-মতো ভোল বদলাতে পারি, উর্মিলা। সেইজন্যেই তো চাকরিতে এত উন্নতি হ'লো।

উর্মিলা। বাজে বোকো না। নিজের বদনাম নিজে রটিয়ে বেড়ানো— এই এক খেয়াল ছিলো তোমার।

জয়ানন্দ। না, উর্মিলা, না। যা শুনেছো তার অনেকটাই সত্য।

উর্মিলা (হেসে)। তা তো বটেই। সেইজন্যেই রাস্তায় কোনো ভিখিরি দেখলেই তোমার পকেটে হাত চ'লে যায়। সিনেমার করুণ দৃশ্যে কাঁদো।

জয়ানন্দ। ওগুলো রিফ্লেক্স অ্যাক্‌শন— বা বলতে পারো বিবেকের ঘুষ। ওগুলোর কোনো মূল্য নেই।

উর্মিলা। তুমি যা-ই হও, আমি তোমাকে ভালোবাসি। হ'লো?

জয়ানন্দ (কপালে হাত বুলিয়ে)। তুমি কি বুঝবে না ভালোবাসা কত কঠিন? কত নিষ্ঠুর? বুঝবে না যে ভালোবাসার প্রতিদ্বন্দ্বী অন্য সব মানুষ, এই বিশাল পৃথিবী? বুঝবে না যে একজনকে ভালোবাসলে অন্য কাউকে ভালোবাসা যায় না? আমি হঠাৎ স্থির করলাম বাঁধন ছিঁড়ে দেবো। স্বাধীন হবো। খাঁচা ভেঙে বেরিয়ে আসবো বাইরে, আকাশের তলায়, সকলের সঙ্গে সমান হ'য়ে বাঁচবো। আমার ভালোবাসা— তার মানেই অন্য কারো প্রতি অন্যায়। বিদ্যুতের মতো এটা ঝিলিক দিলো

আমার মনে— তোমার দিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে। ঝিলিক দিয়ে মিলিয়ে গেলো না, একটা আলো যেন উজ্জ্বল হ'তে-হ'তে আমাকে অন্ধ ক'রে দিলো— সেই এক মুহূর্তে। আমি তুরীয়ানন্দের স্বাদ পেলাম, মনে হ'লো আমি জগতের প্রেমিক, মানুষের ত্রাতা— আমি সব পারি, আমার পক্ষে নিষিদ্ধ কিছু নেই। আমি একটা বালিশ তুলে নিয়ে তোমার মুখে চাপা দিলাম।

উর্মিলা। ও মা, সে তো তুমি দুষ্টুমি করছিলে। আমি কি তা বুঝিনি ভাবছো? ঠিক তক্ষুনি আমি চোখ মেলে তাকিয়েছিলাম। বলতে যাচ্ছিলাম, 'আলো নিবিয়ে দাও, এসো ঘুমোই।' তোমার গলা জড়িয়ে ধরবো ব'লে হাতও তুলেছিলাম। কিন্তু হঠাৎ— হঠাৎ যেন এক হাজার ছোরা আমার বুকে বিঁধলো। অসহ্য যন্ত্রণা— কিন্তু ওরই মধ্যে আমার মনে পড়লো আমার ছেলেবেলা থেকেই হার্ট দুর্বল, মনে হ'লো আমার বিয়ের আগেই বলা উচিত ছিলো তোমাকে— কিন্তু আমার যে কোনো অসুখ আছে তা আমার নিজেরও মনে ছিলো না, অনেকদিন একটানা সুস্থ ছিলাম তো, আর বিয়ের পরে আমার শরীরের সব ছোটোখাটো কষ্ট ম্যাজিকের মতো সেরে গিয়েছিলো। আমি বুঝতে পারলাম আমার মরণের ডাক এসেছে।

জয়ানন্দ। একটা, দুটো, তিনটে বালিশ। আমি হাঁটু দিয়ে চাপা দিতে লাগলাম তার ওপর।

উর্মিলা। কী বাজে বকছো! তুমি ঝুঁকে পড়েছিলে আমার মুখের ওপর, বুঝতে পারোনি কী হ'লো— আমি কিছু বলতে

চাইলাম তোমাকে, 'ভালো থেকো', বা ঐ রকম কোনো সহজ, সাধারণ কথা— কিন্তু আমার গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোলো না, এত কষ্ট যে চীৎকার করাও অসম্ভব, আমি আর নিশ্বাস নিতে পারছি না। ভেবো না, আমি বেশিক্ষণ কষ্ট পাইনি— একটু পরেই শান্তি।… আমি যাই তবে? তুমি ঘুমোও। (উর্মিলা স'রে যেতে লাগলো।)

জয়ানন্দ (চীৎকার করে)। আমি! আমি! আমি! আমি তোমাকে গলা টিপে মেরেছিলাম।

উর্মিলা। যাঃ, তা কি কখনো হ'তে পারে! (অন্তর্হিত হ'লো।)

[একটু চুপচাপ। ঘুমের মধ্যে জয়ানন্দর মুখে যন্ত্রণার রেখা ফুটলো।]

জয়ানন্দ (উপরের দিকে হাত তুলে)। ভগবান, তুমি আমার শেষ আশ্রয়। বলো— আমাকে ব'লে দাও— কী ক'রে আমি বোঝাই আমি কী, আমি কী করেছি।

[জয়ানন্দ পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়লো। মঞ্চে আলো বদল, দৃশ্য বদল। শীতের সন্ধ্যা, লেকের ধারের রাস্তা। দুই প্রৌঢ় ভদ্রলোক হাঁটছেন, কাঁধে শাল ফেলা। একজনের সঙ্গে একটি আট বছরের বালক।]

প্রথম প্রৌঢ়। এবারে শীতটা তেমন জমছে না এখনো।

দ্বিতীয় প্রৌঢ়। এদিকে এইটুকু-টুকু ফুলকপি এক-এক টাকা।

প্রথম প্রৌঢ়। সেদিন শেয়ালদার বাজারে দেখলুম কইমাছ উঠেছে।

কাগজের হকার (প্রবেশ ক'রে)। সরকার ট্রায়াল! নিউ আলিপুর খুনের মামলা! খুনের মামলা! (দুই প্রৌঢ় দুটো কাগজ কিনলেন। হকার কাগজ হাঁকতে-হাঁকতে বেরিয়ে গেলো।)

প্রথম প্রৌঢ় (কাগজে চোখ ফেলে)। ওঃ, প্রসিকিউশন টুঁটি চেপে ধরেছে একেবারে। লোকটাকে ঝুলিয়ে না দেয়।

দ্বিতীয় প্রৌঢ়। তার আগে চৌরাস্তায় ধ'রে চাবকানো উচিত। ইন্-হিউম্যান! মন্সট্রাস।

প্রথম প্রৌঢ়। সত্যি— একটা একুশ বছরের মেয়ে— আবার নাকি লাভ্-ম্যারেজ হয়েছিলো!

দ্বিতীয় প্রৌঢ়। লাভ্-ম্যারেজের নিকুচি! লোকটাকে নপুংসক ক'রে দেয় না কেন?

বালক। বাবা, নপুংসক কাকে বলে?

দ্বিতীয় প্রৌঢ় (বালকের গালে চড় বসিয়ে)। চুপ, অসভ্য ছেলে।

[আলো বদল, একই দৃশ্য। চৈত্র মাসের সন্ধ্যা, দুটি কলেজের ছাত্র ও একটি ছাত্রীর প্রবেশ।]

প্রথম ছাত্র। (উপরের দিকে তাকিয়ে)। বাবাঃ, কত ফুল ফুটেছে গাছটায়। কী-ফুল এগুলো?

ছাত্রী। চেনো না? এই তো শিরীষ। ভারি সুন্দর ফুল।

দ্বিতীয় ছাত্র। তোমার চাই? পেড়ে দেবো?

প্রথম ছাত্র (তাড়াতাড়ি)। আমি দিচ্ছি। (ছাত্র দুটি একসঙ্গে হাত বাড়ালো গাছের দিকে।)

কাগজের হকার (প্রবেশ ক'রে)। খুনের মামলা— নিউ আলিপুর

খুনের মামলা— নতুন খবর— জোর খবর— গরম খবর! (ছাত্র ছুটি শিরীষ না-পেড়েই স'রে এলো, দু-জনে দুটো কাগজ কিনলো। হকার কাগজ হাঁকতে-হাঁকতে বেরিয়ে গেলো।)

প্রথম ছাত্র (কাগজে চোখ ফেলে)। জয়ানন্দর ছবি দিয়েছে। আর এই তার স্ত্রী। কী সুন্দর মেয়েটা! একে কখনো মারতে পারে কেউ?

ছাত্রী। আর এই বুঝি জয়ানন্দ? কী চমৎকার দেখতে। অত সুন্দর মুখ নিয়ে কেউ খুন করতে পারে?

দ্বিতীয় ছাত্র। তা কেন পারবে না? এই দুর্ভিক্ষের দেশে যে তিন হাজার টাকা মাইনে পায় সে খুনে ছাড়া আর কী? একশো লোকের ভাত মারলে তবে তো ঐ মাইনে হয়। যাও এবার — লপ্‌সি খাও, ঘানি টানো।

ছাত্রী। না, কক্‌খনো না, কক্‌খনো জেল হবে না।

দ্বিতীয় ছাত্র। আলবৎ হবে! যাবজ্জীবন! কুড়ি বছর! প'চে মরবে। তিন হাজার টাকা— স্ক্যাণ্ডেলাস!

প্রথম ছাত্র। বলা যায় না কিন্তু। সেদিন আমাদের ল ক্লাশে কথা হচ্ছিলো— প্রোফেসর বললেন যথেষ্ট এভিডেন্স নেই, মোটিভও পাওয়া যাচ্ছে না। তা ব্যাপারটা বেশ রোমান্টিক যা-ই হোক।

দ্বিতীয় ছাত্র। রোমান্টিক ধুয়ে জল খাও।

[মঞ্চে আলো বদল, একই দৃশ্য। বর্ষার সন্ধ্যা। প্রথম ও দ্বিতীয় প্রৌঢ়ের প্রবেশ।]

প্রথম প্রৌঢ়। কী-রকম মেঘ করলো হঠাৎ। বৃষ্টি না আসে।

দ্বিতীয় প্রৌঢ়। বর্ষাকালে এই এক মুশকিল। সন্ধেবেলায় একটু যে লেকের ধারটায় বেড়াবো—

প্রথম প্রৌঢ় এদিকে হজম নেই। ঢেঁকুর।

কাগজের হকার (প্রবেশ ক'রে)। স্পেশ্যল্! স্পেশ্যল্। স্পেশ্যল্। সরকার ট্রায়াল! নিউ আলিপুর মার্ডার কেস! চোদ্দ বছর জেল—চোদ্দ বছর জেল— (প্রৌঢ় দু-জন দুটো কাগজ কিনলো। কাগজ হাঁকতে-হাঁকতে হকার বেরিয়ে গেলো।)

দ্বিতীয় প্রৌঢ়। তাহ'লে এবার ঘানি টানবেন জয়ানন্দ!

প্রথম প্রৌঢ়। সত্যি! ভাগ্য যে কখন কাকে কোনদিকে টানে!

দ্বিতীয় প্রৌঢ়। ভাগ্য-ফাগ্য রেখে দিন মশাই। নরাধম! পাপিষ্ঠ!

প্রথম প্রৌঢ়। তা জুরি কিন্তু একমত হ'তে পারেনি। কান ঘেঁষে রায় বেরোলো। আর গোবিন্দ ভটাচাযের ডিফেন্স—

দ্বিতীয় প্রৌঢ়। ও-সব বোলচালে ভবী ভোলে না—বুঝেছেন!

প্রথম প্রৌঢ়। এখন হাইকোর্টে কী হয় দেখা যাক।

[মঞ্চে আলো বদল, একই দৃশ্য। শীতের বিকেল। পূর্বোক্ত তিনটি ছাত্রছাত্রীর প্রবেশ। ছাত্র দুটির গায়ে সোয়েটার]

দ্বিতীয় ছাত্র। সমীর, তোমার বাবা নাকি তোমার বিয়ে ঠিক করেছেন?

প্রথম ছাত্র। যাঃ! এ-সব বাজে কথা কে যে রটায়! (ছাত্রীটির দিকে এক ঝলক তাকালো।)

দ্বিতীয় ছাত্র। কেন, ল-এ ফার্স্ট ক্লাশ পেলে— শিগগিরই মুন্সেফ

হবে— বিয়ের পক্ষে এ-ই তো সুসময়। দশ হাজার টাকা নগদ, পঞ্চাশ ভরি সোনা—

ছাত্রী (বাধা দিয়ে)। যে-পুরুষ টাকা নিয়ে বিয়ে করে, আমি তাকে ঘৃণা করি।

প্রথম ছাত্র (গলা চড়িয়ে)। আমি ততোধিক !

কাগজের হকার (প্রবেশ করে)। স্পেশ্যল্! স্পেশ্যল্! হাইকোর্টে সরকার ট্রায়াল! নিউ আলিপুর খুনের মামলা— খুনের মামলা—

[ছাত্র দু-জন দুটো কাগজ কিনলো। হকার হাঁকতে-হাঁকতে বেরিয়ে গেলো।]

প্রথম ছাত্র। একদিন যেতে হবে তো হাইকোর্টে মামলাটা শুনতে। একদিকে গোবিন্দ ভটচায, আর-একদিকে এক দুর্ধর্ষ ব্যারিস্টার।

ছাত্রী। আমিও যাবো ! আমি জয়ানন্দকে দেখতে চাই।

দ্বিতীয় ছাত্র (বাঁকা হেসে)। আমি অবাক হ'য়ে যাচ্ছি, শিপ্রা। আমাদের নবযুগ-সংঘের মীটিঙে তোমাকে একদিনও নিয়ে যেতে পারলুম না, আর এখন একটা খুনেকে দেখতে—

ছাত্রী। আমার ওকে আশ্চর্য লাগে। নিজে থানায় গিয়ে ···

[মঞ্চে আলো বদল, একই দৃশ্য। বর্ষার সন্ধ্যা। পূর্বোক্ত দুই প্রৌঢ়ের প্রবেশ।]

প্রথম প্রৌঢ়। ভাবছি বিঘে পঞ্চাশ ধানের জমি কিনে ফেলবো। দিনে-দিনে দেশের যা অবস্থা হচ্ছে।

দ্বিতীয় প্রৌঢ়। তাতেই কি শান্তি আছে ভেবেছেন ? এই লেভি— এই কর্ডন— অনাবৃষ্টি— অতিবৃষ্টি— ঝামেলা লেগেই আছে। বাড়ি তুলে ফ্ল্যাট ভাড়া দিন— নিশ্চিন্তি।

প্রথম প্রৌঢ়। নিশ্চিন্তি কোথায়? আমাদের শ্রীধরবাবু দেড় বছর ভাড়া পাননি, তাও কি তুলতে পারছেন ভাড়াটেকে!

কাগজের হকার (প্রবেশ ক'রে)। স্পেশ্‌ল্! স্পেশ্‌ল্! স্পেশল্! নিউ আলিপুর খুনের মামলা! জোর খবর! গ্রম্‌খবর! জয়ানন্দ সরকারের খালাশ! খালাশ! (প্রৌঢ় দু-জন দুটো কাগজ কিনলো। হকার হাঁকতে-হাঁকতে বেরিয়ে গেলো।)

দ্বিতীয় প্রৌঢ়। ইশ্‌শ্! আস্ত একটা খুনেকে ছেড়ে দিলে!

প্রথম প্রৌঢ়। কেস যে ফেঁশে গেলো মশাই। প্রমাণ হ'লো না।

দ্বিতীয় প্রৌঢ়। ফেঁশে তো যাবেই— টাকার কাছে গোপাল নাচে জানেন তো।

প্রথম প্রৌঢ়। ও-সব বলবেন না। ওতে কনটেম্‌ট্ অব কোর্ট হ'য়ে যাবে।

দ্বিতীয় প্রৌঢ় (ঈষৎ বিচলিত)। আমি তো জজেদের কিছু বলছি না— কিন্তু উকিলগুলো ঝাড়-কে-ঝাড় স্কাউণ্ড্রেল। দিনকে রাত ক'রে দেয়।

প্রথম প্রৌঢ়। ভুলে যাচ্ছেন মহাত্মা গান্ধী উকিল ছিলেন। সি. আর. দাশ উকিল ছিলেন।

দ্বিতীয় প্রৌঢ় (রেগে)। আরে মশাই আপনি দেখছি বেজায় তার্কিক হ'য়ে উঠলেন। একটা জলজ্যান্ত খুনে— কোল্ড ব্লাডে নিজের স্ত্রীকে মার্ডার করেছে— সে পার পেয়ে গেলো। ছী— ছী— ছী!

[প্রৌঢ় দু-জন বেরিয়ে গেলো। প্রথম ছাত্র ও ছাত্রীটির প্রবেশ। ছাত্রীর হাতে কাগজের স্পেশল।]

ছাত্রী (সোল্লাসে)। ছেড়ে দিয়েছে! জয়ানন্দকে ছেড়ে দিয়েছে!

ছাত্র। গোবিন্দ ভটচাযের কেরামতি আছে, সত্যি! আমি এখন ভাবছি, মুন্সেফি নিয়ে নেবো, না কি প্র্যাকটিসই করবো! (ছাত্রীটির মুখের উপর ঝুঁকে) তুমি কী বলো?

ছাত্রী। আমার কী মনে হয়, জানো? উনি ভীষণ, ভীষণ ভালোবাসতেন ওঁর স্ত্রীকে। স্ত্রীর মৃত্যুর শোক সহ্য করতে পারেননি।

ছাত্র। আমি কেসটা স্টাডি করবো পরে— খুব ইন্টরেস্টিং। সব কাটিং রেখে দিয়েছি।

ছাত্রী। তোমার কি মনে হয় উনি আবার বিয়ে করবেন?

ছাত্র। তুমি দেখছি জয়ানন্দর বিষয়ে একটু বেশি কৌতূহলী হ'য়ে পড়ছো। চলো ওদিকে, এসো ফুচকা খাওয়া যাক। না কি আইসক্রীম?

কাগজের হকার। (প্রবেশ ক'রে)। স্পেশল্! স্পেশল্! এক্স্ট্রা-স্পেশল্! জয়ানন্দর আত্মহত্যা! খুনের আসামির আত্মহত্যা। জোর খবর। তাজা খবর। গ্রম্— গ্রম্— গ্রম্— (ছাত্রীটি একটি কাগজ কিনলো— হকার হাঁকতে-হাঁকতে বেরিয়ে গেলো।)

ছাত্রী (কাগজে চোখ ফেলে— কাঁপা গলায়)। ভদ্রলোক আত্মহত্যা করলেন! বাড়িতে পা দেয়ামাত্র! কেন? কেন? কেন? কী হয়েছিলো? জয়ানন্দ, কী হয়েছিলো?

ছাত্র। হঠাৎ হ'লো কী তোমার? এসো, এসো, ঐদিকে আইসক্রীম। বরং কোয়ালিটিতে গিয়ে একটু বসা যাক চলো, তোমার সঙ্গে কথা আছে আমার। (ছাত্রীটিকে নিয়ে বেরিয়ে গেলো।)

গাউন-পরা উকিল (প্রবেশ ক'রে)। ছি! গলায় দড়ি দিয়ে মরলো! একটা ভালো লোক, সত্যিকার ভদ্রলোক, উঁচু দরের! আর আমি আপ্রাণ ক'রে বাঁচিয়ে দিলুম— সত্যি বাঁচাবার যোগ্য মানুষ। কিন্তু বাঁচার যোগ্য ছিলো না। ন্যুরটিক! সাইকোটিক। অসুস্থ। তা যাকগে মরুকগে, আমার কী এসে যাচ্ছে, আমার মামলা আমি জিতেছি, আমার পসার আরো ফেঁপে উঠবে। (দ্রুত বেরিয়ে গেলো।)

[মঞ্চ মুহূর্তের জন্য অন্ধকার। তারপর ঝাপসা নীল আলো, অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে জয়ানন্দ ও ঊর্মিলাকে। দু জনেই দাঁড়িয়ে আছে, জায়গাটা অনির্ণেয়। ঊর্মিলা হাত বাড়িয়ে দিয়েছে জয়ানন্দর দিকে, তার কাছে আসার চেষ্টা করছে, কিন্তু কোনো অদৃশ্য বাধার জন্য এগোতে পারছে না। জয়ানন্দ স্থির।]

ঊর্মিলা (আবেগের সঙ্গে)। কেন? কেন? কেন? কেন তুমি এ-কাজ করলে?

জয়ানন্দ (ঠাণ্ডা গলায়)। তোমার জন্য করিনি। আমি জানতে চাই, সত্য জানতে চাই। তাই, আর-কোনো উপায় না-পেয়ে, অজানায় ঝাঁপ দিলাম। (ঊর্মিলার মুখ বিষণ্ণ হ'লো, মাথা নিচু ক'রে আস্তে-আস্তে মিলিয়ে গেলো সে।) একদিন আমি জানতাম আমি খুন করেছি। তা-ই বলেছিলাম। তারপর জানলাম, করিনি। তা-ই বললাম। কোর্টে দাঁড়িয়ে হলফ ক'রে বললাম, 'আমি কিছুই জানি না, আগে কী বলেছিলাম কিছুই মনে নেই।' মিথ্যে বলেছিলাম? কখন? আগে, না

পরে? দুটোই তো সত্য হ'তে পারে না? না কি এও সম্ভব যে দুটোই সত্য—আমি খুন করেছিলাম, অথচ করিনি? (দর্শকদের দিকে তাকিয়ে) আপনারা জানেন— আপনারা কেউ কিছু জানেন? আপনি? ··· আপনি? ··· আপনি? আমি আপনাদের মুখে করুণা দেখতে পাচ্ছি— কিন্তু আমি করুণা চাই না, আমি জানতে চাই। বলুন, আপনারা কি কখনো স্ত্রীকে গলা টিপে মারেননি? মারতে চাননি? আবার পরের মুহূর্তে পাগলের মতো ভালোবাসেননি তাকে? আপনি ···? আপনি ···? আপনি ···? সব চুপ কেন? বলুন, কিছু বলুন! না— বলার কিছু নেই। আমরা সকলেই মানুষ: যে খুন করেছে— বা করেনি, খুন হয়েছে— বা হয়নি, জুরি, জজ, উকিল, সাক্ষী— সকলেই। আইন মানুষের তৈরি, যুক্তি মানুষের তৈরি, আমাদের ধর্মবোধ— তাও মানুষেরই মাপে। সেই মানুষ— যার পাঁচটা মাত্র ইন্দ্রিয়, যে এক মাইল দূরের জিনিশও দেখতে পায় না, যাকে গুঁতিয়ে-গুঁতিয়ে অ-আ-ক-খ শেখাতে হয়। যে কখনো পারে না অন্য একজন হ'তে, অন্য কারো মনের মধ্যে ঢুকতে— এমনকি নিজের মন, তাও যার অজানা। সেই মানুষ। সেই আমি। এই দু-বছর ধ'রে আমি ভাবছি— ভাবছি— অনবরত ভাবছি: কী হয়েছিলো? সত্যটা কী? সেই সংশয় আর সহ্য হ'লো না আমার। ঝাঁপ দিলাম— পেরিয়ে এলাম। কিন্তু এখানে— এখানেও কোনো উত্তর নেই। এখানেও কেউ নেই, কিছু নেই। কেউ এগিয়ে এলো না ফুলের মালা নিয়ে, কেউ আমাকে নরকে ছুঁড়ে ফেললো না। কেউ বললো না, 'এসো,

জয়ানন্দ। কোনো ভয় নেই।' কেউ বললো না, 'এসো তোমার শাস্তি নিয়ে যাও।' কিছু নেই— না ক্ষমা, না প্রশ্ন, না দণ্ড, না সান্ত্বনা। কেউ নেই— যে আমাকে ব'লে দিতে পারে, আমি যা জানতে চাই। মৃত্যু— তাও কোনো প্রমাণ দিলো না আমাকে। আমাদের মৃত্যু— তাও অর্থহীন।

[মঞ্চের আলো আস্তে-আস্তে ম্লান হ'য়ে এলো, জয়ানন্দকে দেখা গেলো ছায়ার মতো অস্পষ্ট, এক অসীম নিঃসঙ্গতার মধ্যে স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে। ধীরে নামলো যবনিকা।]